উৎসর্গ

যাঁহার চরিত্র অনুসরণে
'অনুকর্ষের'
এই বিফল অনুকরণ,
তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে অনুকর্ষ নিবেদিত হইল।

নিরুপমা

অনুকর্ষ

গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যান্য বই

দিদি

অন্নপূর্ণার মন্দির

বন্ধু

আলেয়া

যুগান্তরের কথা

শ্যামলী

দেবত্র

আমার ডায়েরী

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট প্রণীত

অষ্টক

সপ্তপদী

সহজিয়া (ছাপা নাই)

স্বেচ্ছাচারী ”

অনুকর্ষ

১

শ্রীবৃন্দাবনে সেবাকুঞ্জের অপরিসর গলির ভিতরে এক মহতী জনশ্রেণী-সংঘর্ষের মধ্যে একটি নাতিবৃহৎ কীর্ত্তনের সম্প্রদায় ধীরে ধীরে সেবাকুঞ্জকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ক্রমে পরিসর পথের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সম্প্রদায়টি যত অগ্রসর হইতেছে জনসমাগম ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। দর্শকদিগের অত্যন্ত মুগ্ধাবস্থা। ক্রমবর্দ্ধিত জনতায় তাহারা এক একবার পেষিত হইবার মত অবস্থায় পড়িতেছে তবু কাহারো সরিবার চেষ্টামাত্র নাই। মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে কখনো বা সুযোগ মত মধ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইতে পাইয়া দ্বিগুণ বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে কীর্ত্তনীয়াগণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চলিতেছে, আবার তখনি ভিড়ের সংঘর্ষে দূরে পড়িয়া কেবল সেই মোহময় স্বর তালের দিকে কর্ণ ও মনকে একত্র করিয়া দলের অনুসরণ করিয়া যাইতেছে।

কীর্ত্তনের মাঝখানে এক অপরূপ দৃশ্য। এক গৈরিকধারী তরুণ উদাসীন-মূর্ত্তি কীর্ত্তনের ভাষা ও ভাবের অনুরূপে দুইহস্তে এবং সর্ব্বাঙ্গেই যেন তাহার অভিনয় করিতে করিতে পদের পর পদ গাহিয়া চলিয়াছেন। যখন পদের ভাব বৃদ্ধির জন্য স্থানে স্থানে 'আখরে'র মূর্চ্ছনা তুলিতেছেন তখন মৃদঙ্গ শব্দ এবং তাঁহার সঙ্গীগণের কণ্ঠস্বর উদ্দাম হইয়া উঠিয়া সেই জনপ্রবাহকে তরঙ্গের পর তরঙ্গে যেন অধীর উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। গায়ক গাহিতেছিলেন—

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয় ।
দেই তুলসী তিল দেহ সঁমপিলুঁ দয়া জানি ছোড়বি মোয় ।"

ইহার পরে 'আখরে'র অমৃত বর্ষণ—

(আমায় দয়া ছেড়না হে !
আমি পতিত অধম বলে আমায় দয়া ছেড়না হে !
আমি ভুলে থাকি বলে তুমি আমায় ভুলনা হে !)

গায়কের মুখ উত্তেজনাধিক্যে সিন্দূরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। অমৃত নদী মত সুদীর্ঘ বিশাল নয়নযুগল হইতে অবিরত প্রবাহিত জলের ধারা যে তরঙ্গের পর তরঙ্গে সেই লোচন নদীর প্রান্তসীমার আরক্ত কূল এব দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষযুক্ত তটরেখা উল্লঙ্ঘন করিয়া একেবারে বন্যার মত অতি শুভ্র বালুকা বেলার ন্যায় প্রশস্ত বক্ষে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে সুদীর্ঘ সুগৌর দেহ ভাবের পর ভাবের আবেগে কণ্টকিত, ঘন ঘ কম্পিত, ক্ষণে ক্ষণে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত বাহু দুটি দর্শকদিগের চক্ষে যে সমৃণাল মৃণালিনীর তুলনাকে মনে পড়াইয়া আবার কখনো বিদ্যু বিভ্রমের মত ফিরিতেছে ঘুরিতেছে।

"গণইতে দোষ গুণ লেশ নাহি পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার ।
(ওহে শত দোষের আকর আমি,
অদোষ দরশি তুমি ! আমার বিচার তুমি কর—
আর কারে দিওনা ভার, আমার বিচার তুমি কর !)
তুহুঁ জগত নাথ জগতে কহায়সি জগ বাহির নহ মুই ছার ।"
(আমি কি জগৎ ছাড়া, ওহে জগতের নাথ, আমার নাথ,
আমার নাথ !)

গায়ক সম্বিতহারা হইয়া বার বার পড়িয়া যাইবার মত হইতেছেন আর সঙ্গীরা সতর্ক ভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিতে করিতে মৃদঙ্গ করতালের

দ্রুত উচ্চ সঙ্গতে তাহাদের সমবেত 'দোহারিয়া' পালি গানে মূল গায়কের ভাবকে যেন মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতেছে।

দীর্ঘ উচ্ছ্বাসের পর গায়ক যখন মাঝে মাঝে স্তব্ধভাবে যেন নিজের মধ্যে ডুব দিয়া রহিতেছেন, সঙ্গীরা তখন পদের বা আখরের কোন এক স্থানের ধুয়া ধরিয়া গাহিয়া চলিতেছে, আর দর্শকেরা সেই অবসরে তরুণ সন্ন্যাসীর ললাটে ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের তিলক আঁকিয়া ও লেপন করিয়া কেহ বা সুন্দর সুপ্রশস্ত বক্ষে ও সুগৌর কম্বুকণ্ঠে দীর্ঘ দীর্ঘ ফুলের মালা লম্বিত করিয়া দিতেছে। গায়কের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই, নিজের মনে তিনি যেন একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। চারিদিকে দর্শকের অস্ফুট কলরব ও কথোপকথনের শব্দ সেই সময়ে ফুটিয়া উঠিতেছে, "কে ইনি? আর কখনো কোন কীর্ত্তনে তো এঁকে দেখা যায় নি!" কেহ বলিতেছে, "এতদিন শ্রীবৃন্দাবনে আছি কখনো এ মূর্ত্তি তো চক্ষে পড়ে নি।" "এ কীর্ত্তন দলটি তো আচার্য্য প্রভুর কুঞ্জের সম্প্রদায়! এঁরা ওঁকে কোথায় পেলেন?" ক্বচিৎ কেহ উচ্চারণ করিতেছে, "আমি এঁকে একদিন খুব ভোরে শ্রীযমুনায় স্নান করতে গিয়ে দেখেছি, বালির মধ্যে এমন ভাবে প'ড়ে আছেন, দেখে মনে হল সমস্ত রাত্রি ঐ মাঠের মধ্যে চড়াতেই প'ড়ে আছেন! দেখে যা মনে হল—"। কেহ বলিতেছে, "শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে চকিতের মত একবার এই মূর্ত্তিটি চোখে পড়েছিল, তখনি কিন্তু বিদ্যুতের ন্যায় চলে গেলেন। হাতে তখন একগাছি দণ্ড। সেই দণ্ড হাতে গৈরিক কাপড়ে আর ঐ বর্ণে সে চলে যাওয়ার দৃশ্য এখনো আমার যেন চোখে ভাসছে! বিদ্যুতের মতই সে চলন—"

সেবাকুঞ্জের গলির ভিতরে যাত্রীতোলা বাড়ীগুলির মধ্যে একখানি অপেক্ষাকৃত সুন্দর সুশ্রী অনতিক্ষুদ্র গৃহ। সেই গৃহের দ্বিতলের গবাক্ষে বসিয়া এক বর্ষীয়ান্ বারে বারে গবাক্ষ পথে মস্তক বাহির করিবার

বিফল প্রয়াসের সঙ্গে সম্মুখের পথে আগত কীর্ত্তনের অনুসঙ্গী জনতাকে দেখিতে দেখিতে একমনে অদূরাগত সেই মধুময় সঙ্গীত শুনিতেছিলেন। তাঁহার নিকটে একটি কিশোরী দাঁড়াইয়া; ক্ষণে ক্ষণে বর্ষীয়ান্ উচ্ছ্বসিত ভাবে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিতেছিলেন, "শুনছিস্, ললিতে শুনছিস্? তোর গানের মাষ্টারের যে ভারি প্রশংসা, মেলা পদক ঝোলে তার বুকে, এমন কীর্ত্তন গাইতে পারে সে? এ শ্রীবৃন্দাবনের কীর্ত্তন, বুঝেছিস্? এই সেবাকুঞ্জেরই কোন সেবকের দল হবে বোধ হয়। বিদ্যাপতির 'আত্ম নিবেদনে'র পদটিকে কি জীবন্ত করেই এঁরা গাইছেন। কোন্ ভাগ্যবানেরা এমন করে শ্রীরাধাশ্যামের সেবা করছে না জানি। লোকের যে শেষই হয় না—কি মজা করে এরা পেছু হাটতে হাটতে কীর্ত্তনীয়াদের দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছে ত্থাখ্, আমাকে একবার নাম্‌তে দে ললিতে।"

কিশোরী স্থিরভাবে সমস্ত মনকে যেন শ্রবণের পথেই প্রেরণ করিয়াছিল। এইবার একখানি হস্তপ্রসারণে বৃদ্ধের গতিরও যেন বাধা জন্মাইয়া মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিল—"পিষে যাবে দাদু!"

জনতার মধ্যে ক্রমে কীর্ত্তনের কয়েকটি পতাকা, হরিনামাঙ্কিত ধ্বজা, সঙ্গে সঙ্গে দুই একজন কীর্ত্তনীয়াকেও গবাক্ষ হইতে দৃষ্ট হইল। "ঐ ঐ দেখা গিয়েছে—ললিতে ত্থাখ্ ত্থাখ্ দলের মাঝখানে—"। বৃদ্ধ গবাক্ষপথে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং কিশোরীও তাঁহার আগ্রহে আগ্রহান্বিত ভাবে তাঁহার পার্শ্বে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। "একি সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবৃন্দাবনে কীর্ত্তনে নেমেছেন! ত্থাখ্ ললিতে—"। ললিতা মৃদুস্বরে বলিল, "ইনিই প্রধান গাইয়ে তা দেখ্‌ছ। এক একবার এঁরই গলা শোনা যাচ্ছিল বোধ হচ্চে!" কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের মধ্যস্থল তখন ঠিক্ সেই গৃহের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখেই সেই অপরূপ গায়ক

মূর্ত্তি! দুই পার্শ্বের গৃহ হইতে এবং সম্মুখ পশ্চাৎ হইতেও লাজ বৃষ্টি হইতেছিল; সেই সঙ্গে স্ত্রীকণ্ঠের উলু শব্দের সঙ্গে জনতার ঘন ঘন হরি ধ্বনি! তাহার মধ্যস্থানে সেই দীর্ঘায়ত চম্পকগৌর দেহ, অপূর্ব্ব ভাবময় মুখমণ্ডল, দর্শকের দেহে মনে বিদ্যুৎ সঞ্চারকারী ঘন উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাহুযুগল! কীর্ত্তন চলিতেছে—

"কিয়ে মানুষ পশু পাখী যে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গে
করম বিপাকে গতায়তি পুনঃ পুনঃ মতি রহু তুয়া পর সঙ্গে!"

ক্রমে গবাক্ষ পথের সম্মুখ হইতে সে দৃশ্য অপসারিত হইল। চোখের সম্মুখে চঞ্চল জনতার অধীর স্রোত, কানে আসিতেছে সেই ভাবময় সুরের ও ভাষার ইন্দ্রজাল—

(শ্রীচরণ সঙ্গছাড়া করো না হে!
যেথানে প্রসঙ্গ তোমার—আমার মতিয়ে সেই সঙ্গ দিও!
যেথানে যেমনে থাকি, তোমারে না ভুলি যেন!)

ক্রমে উত্তাল কলরোলে সেই কণ্ঠধ্বনি ক্ষীণ হইয়া আসিতেই অবশ বৃদ্ধ সহসা যেন লাফাইয়া উঠিয়া দ্রুতপদে কক্ষ এবং নিকটস্থ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিতে করিতে পশ্চাতে সেই কিশোরীর আর্ত্তকণ্ঠ শুনিলেন, "এতক্ষণ কেন উঠ্‌লে না দাদু, কীর্ত্তনের দল যে অনেক দূরে চলে গেছে! এই ভীড় ঠেলে কি করে পৌছুবে!" সে কথা বৃদ্ধের মনের কর্ণ স্পর্শ করিল না, কিন্তু বহিঃকর্ণে আবার বাজিল, "আমিও যাব তা হলে—আমিও।"

সেই জনতরঙ্গের মধ্যে নামিয়া মাতামহের হস্ত ধরিয়া চলিতে চলিতে জনতার দেহ সংঘর্ষে কিশোরীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। অত্যন্ত বিচলিত ও লজ্জিত ভাবে চারিদিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল তাহাদের আশে পাশে অনেকগুলি রমণীই সেই কীর্ত্তনে আকৃষ্টা হইয়া

চলিতেছে। অনেকগুলি বয়োবৃদ্ধা, যুবতী, কিশোরী ও বালিকা সবই সে দলে আছে। তাহাদের মনের মধ্যে যে বিপ্লব চলিতেছিল জনতার মুখে মুখেও সেই আন্দোলন চলিতেছে, "এ কি মানুষে কীর্ত্তন কর্ছে? এই শ্রীবৃন্দাবনেও তো এমন বস্তু কখনো দেখিনি—এমন কীর্ত্তনও কখনো শুনিনি! মহাপ্রভুই কি এসেছেন আবার শ্রীবৃন্দাবনে?" কিশোরী ক্রমে বুঝিল তাহাদের মত নবাগত কতকগুলি ব্যক্তিও সেই দলের মধ্যে আছে, তাহারা অধিকতর ব্যাকুল ভাবে যাহাকে নিকটে পাইতেছে তাহাকেই বৃন্দাবনবাসী স্থানে গায়কের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া ঐ ভাবেরই উত্তর লাভ করিতেছে। কিশোরী একটু পরেই দেখিল তাহাদের অনুচরবৃন্দ সবেগে জনতার মধ্যে পথ করিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং তাহাদের সমবেত চেষ্টায় কিছুক্ষণ পরে তাহাদের হস্তরচিত ব্যূহের মধ্যে মাতামহের সহিত আশ্রয় লাভ করিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

ভীড় ঠেলিয়া অনেকক্ষণ পরে তাহারা যখন কীর্ত্তনের নিকটস্থ হইল তখন গায়ক পদের শেষ করিতেছেন—

"ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর—
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে
সাঁজক বেরি সব কোই মাগয়ি—
হেরইতে তুয়া পদ লাজে।"
(আমি লাজে বদন তুল্‌তে নারি, কি বলে দাঁড়াব কাছে,
লাজে চরণ হের্‌তে নারি!
জীবনের সাঁঝ ঘনাইছে! কি বলে দাঁড়াব কাছে—
লাজে চরণ হের্‌তে নারি!)

অনুচরগণের বাহুবন্ধন ব্যূহ হইতে একেবারে ছিট্‌কাইয়া গিয়া বৃদ্ধ গায়কের চরণতলে পড়িলেন! সেই কিশোরীর দেহও যেন নিজের অজ্ঞাতে তাহার অভিভাবকের অনুসরণ ও অনুকরণ করিতেই সঙ্গে সঙ্গে

অনেকগুলি হস্ত তাঁহাদের ধরিবার জন্য প্রসারিত হইল তাই রক্ষা, নহিলে তখনি তাঁহারা জনতার চরণতলে পিষ্ট হইয়া যাইতেন। মুহূর্ত্তে জনতার মধ্যে একটা "গেল গেল, হায় হায়" শব্দ উঠিয়া পড়িয়াছিল। জনমণ্ডল সহসা তাহাদের প্রত্যেকেরই যেন গতিরোধ করিয়া 'কোথায় কি হইল' দেখিবার জন্য দাঁড়াইতেই কীর্ত্তনের নিকটস্থ জনমণ্ডলী সেই বৃদ্ধের দৃষ্টান্তেই যেন সসংজ্ঞ হইয়া গায়কের চরণে প্রণত হইয়া গেল, কেহবা শুইয়া পড়িয়া সেখানের ধূলিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ভাবই ভাবের দ্যোতক! বৃদ্ধকে তাহার অনুচরেরা সেখান হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিতেই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

"ললিতে—ললিতে—চরণ ছাড়িস্‌নে! বড় ভাগ্যে দেখা পেয়েছি এই সাঁঝের বেলায়—এই অবেলায়! তোদের তো সে লজ্জার দিন আসে নি—সময় আছে তোদের, তা যেন হেলায় হারাস্ নে! প্রভুর চরণে পড়্ এসে—আমার যে দিন কেটে গেছে সব!"

ভাববিহ্বল অনেকগুলি নর নারী বৃদ্ধের এই কথায় ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ললিতা তাহার বিহ্বল মাতামহের দেহ অনুচরেরা যেদিকে সরাইতেছিল নিঃশব্দে সেই দিকেই ফিরিল কেবল একটা অজানা উত্তেজনায় তাহার দেহটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল এবং চোখেও খানিকটা জল আসিয়া পড়িতেছিল মাত্র। তাহার বৈষ্ণব মাতামহের ভাবপ্রবণতার বিষয় সে অনেকটাই জানিত, কিন্তু আজিকার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ই নূতন।

* * *

বৈকালে পূর্ব্বোল্লিখিত গৃহের সেই কক্ষে সেই কিশোরী, হস্তে একখানি বৈষ্ণব পদাবলী পুস্তক; নিকটে বর্ষীয়ান্ একটি শয্যায় শুইয়া ছিলেন। এক হাতে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে অন্য

হাতে বইয়ের পাতা উল্টাইয়া কিশোরী বলিতেছিল, "দাদু, কীর্ত্তন গাইয়ে ঠাকুর কিন্তু গানে ভুল করেছেন। এই ছাখ ঐ পদের শেষটায় কি লেখা আছে—

'ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর তরইতে এ ভবসিন্ধু
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন তিল আধ দেহ দীনবন্ধু।'

তিনি যা গাইলেন শেষটায়, সেটুকু তো এই পদটার শেষে রয়েছে—

'যতনে যতেক ধন পাপে বাঁটায়নু মেলি পরিজনে খায়
মরণ কো বেরি কৈ নাহি পুছয়ি করম সঙ্গে চলি যায়।' "

বৃদ্ধ ক্লান্ত চক্ষু না খুলিয়াই বলিলেন, "আমার জন্যে—ওরে আমার জন্যেই ওটুকু গেয়েছেন! ও কি ওঁদের ভুল? ও যে কৃপা!"

"নাঃ তোমাকে আর পারা যায় না দাদু, সবই বাড়াবাড়ি তোমার! না হয় বল যে ভাবের ঝোঁকে মনের বেগে গেয়ে গেছেন, ওঁরা অত কবির হুকুমে লাইন্ মিলিয়ে গাইবার পাত্র নন্! যেখানে যা মনে আসবে তাই গাইবেন! তা না—তোমার উপরই কৃপা!" কিশোরী মৃদু হাসিল, বৃদ্ধ একটুও বিচলিত না হইয়া একই ভাবে উত্তর দিলেন, "তাই তো! ঠিক্ তাই আমার জন্যই ওটুকু তখন ওঁর মনে এসেছিল!" "বেশ! তোমারি জিত্ দাদু! হল তো?"

২

অদূরে অনতিউচ্চ গোবর্দ্ধনগিরি যেন কোন অজানা বস্তুর রক্ষাকার্য্যে দীর্ঘ প্রাচীরের মতই কয়েক ক্রোশ ব্যাপিয়া তাহার দেহ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রীদল চলিয়াছে। অতি প্রত্যূষে তাহারা রাধাকুণ্ড গ্রাম হইতে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড নামা দুইটি বিস্তৃত সরোবরকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রশস্ত পথে দলে দলে যাত্রা

করিতেছে, সার্দ্ধ তিন ক্রোশব্যাপী এই গিরিদেহের পরিক্রমায় সপ্তক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া আবার শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া তাহারা রাধাকুণ্ড গ্রামে ফিরিবে।

এই পরিক্রমার দৃশ্য অতি সুন্দর। দলে দলে স্ত্রীপুরুষ বালবৃদ্ধযুবা ধনী দরিদ্র গৃহী উদাসীন বৈষ্ণব ভিখারী ভিখারিণী প্রভৃতি সকল ব্যক্তির একমুখী যাত্রার এক সম্মিলিত উৎসব। নানা দেশবাসী এই দলে আছে। বিচিত্রবর্ণের ঘাগ্‌রা ওড়্‌না উড়াইয়া অঙ্গের ভূষণ ও পাদালঙ্কারের ঝঙ্কার তুলিয়া ব্রজবাসিনী মহিলার দল চলিয়াছেন, মুখে তাঁহাদের চির-আদরের চিরনিত্য যুগলকিশোর 'ব্রজলালি' এবং 'ব্রজলালে'র রূপ গুণ ও লীলার জয়গান। ততোধিক শব্দসমষ্টি সৃজন করিয়া মাড়োয়ারী মহিলারা চলিয়াছেন। মাদ্রাজী উড়িয়া বাঙালী নারীর দল অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দে চলিতেছে। খঞ্জনী বাজাইয়া বাঙালী বৈষ্ণবের দল চলিয়াছেন। মুখে তাহাদের প্রভাত-মঙ্গল আরতির পদ, "জয় মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর মঙ্গল আরতি জোড় হি জোড়" (যুগলকিশোর)। কোন দল গাহিতেছেন, "জয় জয় রাধে শরণ তুহারি! ঐছন আরতি যাঁউ বলিহারী!" কেহ বা মৌন ধরিয়া জপ করিতে করিতে চলিয়াছেন। সেই যাত্রাদলের মধ্যে ডুলি, গোযান এবং অশ্ববাহিত টাঙ্গারও অভাব নাই। অশক্তরা তাহাতে আরোহণ করিয়াই পরিক্রমা দিতেছে। এই পরিক্রমণ কার্য্য বারোমাসই চলে, তবে শ্রীহরিশয়নের চারিমাস এবং তাহারও মধ্যে রাধা দামোদরের প্রিয় কার্ত্তিকমাসে এ উৎসব মাসব্যাপী ভাবেই চলিতে থাকে।

হেমন্তের প্রভাত-স্নিগ্ধ বায়ুতে জয় গান গাহিতে গাহিতে যাত্রীদল 'কুসুম সরোবর' অতিক্রম করিয়া গোবর্দ্ধন গ্রামের নিকটস্থ হইল এবং সেখানে 'মানসী গঙ্গা' নামে একটি বৃহত্তর দীঘিকায় স্নানান্তে 'গিরি-

রাজে'র 'মুখারবিন্দ' পূজা করিয়া আবার অভীষ্ট পথে দলে দলে যাত্রা করিল।

একটা বৃহৎ দলের পশ্চাতে জনতার একটু দূরে দূরেই আমাদের পূর্ব্বদৃষ্ট বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি চলিতেছিলেন, পার্শ্বেই তাঁহার দৌহিত্রী সেই কিশোরী—কয়েকজন অনুচরও অগ্রে পশ্চাতে চলিয়াছে। বৃদ্ধের ও কিশোরীর একেবারে কাছে কাছে তাঁহাদের রাধাকুণ্ডের 'ব্রজবাসী' অর্থাৎ পাণ্ডা আর বৃন্দাবনের 'ব্রজবাসী'র একজন ছড়িদার! এই ধনী যজমানকে ক্ষণকালও হাতছাড়া করিতে শ্রীবৃন্দাবনের 'ব্রজবাসী' নারাজ! এখানে সর্ব্বতীর্থেই স্থানীয় 'ব্রজবাসী'র দল আছেন, তবুও তিনি তাঁহার নিজস্ব অনুচর একজন সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদাই ইহার সঙ্গে রাখিতেছেন। রাধাকুণ্ডের ব্রজবাসী চারিদিকের পরিচয় দিতে দিতে চলিয়াছেন। শ্রীসমৃদ্ধ গোবর্দ্ধন গ্রামের কথা, সেখানে রাজা মহা-রাজাদিগের কীর্ত্তি, প্রাসাদতুল্য 'ছত্র', ধরমশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনর্গল ভাবে বকিয়া চলিতেছেন ও সেজন্য গোবর্দ্ধন 'মানসী গঙ্গা' তীর্থের ব্রজবাসী বড়ই অসুবিধায় পড়িতেছেন। তিনিও সঙ্গ ছাড়েন নাই। মানসী গঙ্গাকূলস্থ গিরিরাজের 'মুখারবিন্দ' পূজা যে তাঁহার মত শেঠের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই এ বিষয়ে তিনি মাঝে মাঝে বড়ই ক্ষোভ জানাইতেছেন। বুঝা যাইতেছে আর কিছু আদায় না করিয়া তিনি ছাড়িবেন না। কোন বাঙালী যাত্রী 'মানসগঙ্গা'র নামে ভাব জন্মাইয়া জ্ঞানদাসের পদ ধরিয়াছে, "মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল, দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ। গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাড়িল বেগ, তরণী রাখিতে নারে কেউ। দ্যাখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।" তাঁহারই সঙ্গী কেহ তাঁহার সহিত দোহার দিতেছে। "মানস সুরধুনী দুকূল পাথার, কৈছ নে সহচরী হোয়ব পার।"

যাত্রীরা ক্রমে বালুময় প্রান্তরে পড়িলেন। দক্ষিণে 'গ্রেনাইট্' প্রস্তরের অনতি উচ্চ গিরি শ্রেণীর স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব চিক্কণতা! প্রভাত রৌদ্রে তাহার মিশ্র শ্যামকান্তির উজ্জ্বল শোভা, আবার স্থানে স্থানে তরু গুল্ম লতাচ্ছন্ন বনময় দেহ! পথের বায়ুরাশি ক্রমে গভীর এবং প্রান্তর ছায়াদানের উপযুক্ত বৃক্ষবিরল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া বর্ষীয়ান্ কিশোরীর পানে চাহিলেন, "ললিতে এইবার গাড়ীতে ওঠ্!" বলিয়া তিনি পশ্চাতে অনুসরণকারী 'টাঙ্গা' নামক অশ্বযানের দিকে চাহিলেন। নাতিনী প্রতিবাদ জানাইল, "এইটুকু হেঁটেই? কাকার সঙ্গে যখন এদেশ ওদেশ বেড়াতে যাই তখন কত যে হাঁটি তাতো জান না দাদু!"

"তা হোক্, তোর কাকা এবার আমার ওপর দয়া করেছে যখন, তখন তার 'দায়' আমার মনে রাখ্তে হবে ত'! অসুখ বিসুখ করে যদি, ওঠ্ বাপু তুই!"

"কিছুতেই না দাদু। আমাদের দৌড়াদৌড়ি আর হাঁটার সম্বন্ধে তোমার আন্দাজই নেই। তুমিই বরং ওঠো, তোমারি কষ্ট হবে। তোমাদের এ 'টাঙ্গা'য় বৃন্দাবন থেকে রাধাকুণ্ড এই বত্রিশ মাইল আস্তেই আমার হাড় গোড় চূর্ণ হয়েছে! ওতে আর আমি সহজে উঠ্‌ছি না! তুমিই বরং এইবার ওঠো দাদু!"

পাণ্ডারাও সমস্বরে একথার অনুমোদন করিলেন এবং একঠো 'বয়েল্' গাড়ী কেরায়া করিলে যে 'মাজি'র কষ্ট হইত না, এ বিষয়ে ক্ষোভ জানাইয়া বালিকার মুখে কলহাস্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। উভয়পক্ষকে বাধা দিয়া বৃদ্ধ সম্মুখস্থ একটি দৃশ্যে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলেন। কয়েকটি ব্যক্তি অষ্টাঙ্গ প্রণামের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ভূলুণ্ঠন করিতে করিতে পরিক্রমার পথে চলিয়াছে। ঊর্দ্ধে প্রসারিত হস্তদ্বয় যেখানের ভূমি স্পর্শ করিতেছে, তাহারা সেই সেই স্থানে এক একটি দাগ কাটিয়া

উঠিয়া দাঁড়াইতেছে এবং সেই দাগের উপর দাঁড়াইয়া আবার পথের মধ্যে শুইয়া পড়িতেছে। কেহ কেহ বা তাহারি মধ্যে ধূলায় সর্ব্বাঙ্গ অবলুণ্ঠিত করিয়া লইল। মৌনভাবে কেহ জপে রত, কেহ বা গভীর স্বরে এক একবার হাঁক দিয়া উঠিতেছে—"জয় গিরিরাজকী, জয় গিরিধারীলালকি।" বৃদ্ধকে স্তব্ধভাবে সেই দৃশ্যে আকৃষ্ট দেখিয়া সকলেই দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। ললিতা সত্রাসে বলিয়া উঠিল, "এম্‌নি করে এরা সাত ক্রোশই চল্‌বে নাকি? এই কাঁটা আর এই বালিও যে তেতে উঠবে ক্রমে! এত পথ কি করে যাবে এরা?" 'ব্রজবাসী' হাস্যমুখে উত্তর দিলেন, "যত দিনে হয়! পাঁচ, সাত, দশ, যে দিনে যে পারবে! কষ্ট কি এদের হয় দিদি? গিরিরাজের মহিমায় কত বুড়া অন্ধ আতুর এমনিভাবে 'পর্‌কম্মা' দেয়! রাধাকুণ্ডবাসী কত বৈষ্ণব বাবাজী, কত মাতা, নিত্য তাঁরা এই 'পর্‌কম্মা' দিচ্ছেনে!"

"এম্‌নিভাবে নাকি? কি সর্ব্বনাশ!" "না তাঁরা পাঁয়দলেই দেন্, কত লোক মানসিক করে এইভাবে পর্‌কম্মা দেয়—আর জীবনে একবার এইভাবে প্রণিপাতের সঙ্গে 'প্রদচ্ছিনা' অনেকে ইচ্ছা করেও করেন।" বৃদ্ধ গভীর দৃষ্টিতে নাতিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ দেখেও কি এই স্থানে যানবাহনে উঠ্‌তে ইচ্ছে করে রে? আমরা তো চির অক্ষম, তবু দেখি কতটুকু পারি।" রাধাকুণ্ডের ব্রজবাসী নিজের শাস্ত্রজ্ঞান প্রকটিত করিবার জন্য বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই গিরিরাজের মহিমা প্রকাশ করে এঁর পরিক্রমার কথাই বলেছেন—উপবাস বা পায়ে হেঁটে কষ্ট করার কথা বলেননি। বরং বলেছেন 'স্বলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তঃ স্বনুলিপ্তা সুবাসসঃ, প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্ব্বতান্।' আর গোযানের বিধিও ঐখানে দেওয়া আছে, কিনা—'অনাংস্যনডুদ্‌যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ!' অনডুহযুক্ত কি

না বৃষবাহিত যান।” কিশোরী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, “ও দাদু! তবে আর কি! লাড্ডু খেতে খেতে ‘পর্কম্মা’ই বিধি যখন তখন আর ভাবনা কিসের! তুমিও একটি অনডুহ্ যুক্ত বয়েল্ গাড়ীতেই ওঠো দাদু—‘হয়’ যানে আর কাজ নেই! ও দাদু! ভাগ্যে সেবার তুমি আমায় খানিকটা সংস্কৃত উপক্রমণিকা পড়িয়েছিলে, তার কতকগুলো রূপ এখনো আমার মনে আছে। ব্রজবাসী ঠাকুরের ‘অনডুহ্’কে তাইতো চিন্‌তে পার্‌লাম। ওর রূপ শুন্‌বে দাদু—অনড্বান্ অনড্বাহৌ অনড্বাহঃ।” কিশোরীর কলহাস্য ঝঙ্কারে ব্রজবাসীকে লজ্জিত দেখিয়া বৃদ্ধ ব্যস্তভাবে নাতিনীকে নিজপার্শ্বে অকর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, “ঠাকুর, ও পান চিবুতে চিবুতে প্রদক্ষিণ তোমাদের ‘লালা’ তোমাদের জন্যই ব্যবস্থা করে গেছেন! আমরা অম্‌নি বুকে হেঁটে এ সৌভাগ্য পেলেও বর্ত্তে যাব।” ব্রজবাসী তখন মহা উৎসাহে “হাঁ হাঁ শেঠজী,—সে তো ঠিক্ কথাই আছে, গিরিরাজের এমনি মহিমা” ইত্যাদি বলিতে বলিতে চলিলেন। “যত সাধু মহাত্মা সব এইদিকেই বাস করেন। যাঁরা ঠিক্ ভজন করতে চান তাঁরা তো সহর বৃন্দাবনে বাস করেন না, এই গিরিরাজের চারি পাশে কত যে কঠিন ভজনকারী সাধু মহাত্মা আছেন, দিনান্তে তাঁরা একবার মাধুকরীতে বাহির হন্। গোবর্দ্ধন গ্রামে কি অন্য সব গাঁয়ের ব্রজবাসীর ঘরে শুখ্‌না রুটির টুক্‌রা মাত্র তাঁরা পান্।” ললিতার ললিত-হাস্য কখন্ থামিয়া গিয়াছিল। সে শুনিতে শুনিতে বলিয়া উঠিল, “সেই যে দাদু আমরা সন্ধ্যাবেলায় বৃন্দাবনেও দেখ্‌লাম ঝোলা নিয়ে এক এক জন বৈরাগী বেরিয়েছেন কিন্তু কারুর কাছে তো তাঁরা ভিক্ষা করছেন না, কোথায় যান্ তাঁরা? কে তাঁদের ভিক্ষা দেয়?”

“ব্রজবাসীদের দুয়ার ছাড়া তাঁরা আর কোথাও দাঁড়ান্ না! তাও

প্রত্যহ একই বাড়ীতে নয়! আজ এ পাড়ায় কাল অন্য পাড়ায়! মুষ্টি অন্ন বা রুটির টুকরা ছাড়া তাঁরা অন্য কিছু নেন্ না। দিনের বেলায় যারা মাধুকরী করে তারা প্রায় সকল স্থানেই এ ভিক্ষা নেয় কিন্তু ওঁদের কথাই আলাদা! তাঁরা এক এক জন—'

বৃদ্ধ বলিলেন, "শুনেছি ব্রজের বনে বনে এমন সব ভজনী বৈষ্ণব আছেন যাঁদের সহজে দর্শনই মেলে না। তাঁরা এমন এমন স্থানে আছেন যার দু-চার ক্রোশের মধ্যে লোকালয়ই নেই! অতি কঠোর বৈরাগ্য তাঁরা সাধনা করেন, অনাহারেই তাঁরা বেশীর ভাগ থাকেন।"

ব্রজবাসী অধীরভাবে বাধা দিয়া বলিল, "নেই, নেই মহারাজ! রাধারাণীর এই ব্রজভূমে কেউ উপাসী থাকবেন না। যেখানে যে মহাত্মা থাকুন না কেন ব্রজবাসী তার তল্লাস রাখবেই! দু-চার ক্রোশের কি তারা তোয়াক্কা রাখে! তারা সাধুদের রাত্রির আহার 'বিয়ালু' পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। ব্রজবাসীদের 'আধা দুধ আধা পুত' সাধু সন্তদের সেবার জন্যই আছে। কোন মহাত্মা যদি এমন করেই থাকেন যে কেউ তাঁর তল্লাস পায় না, তা হলে তিনিই তাঁর খবরদারি করেন যিনি শ্রীগীতায় বলেছেন 'তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেম বহাম্যহং।' এদেশে এবিষয়ে অনেক কাহিনী লোকের মুখে মুখে আছে যদি শোনেন মহারাজ—"

কিশোরী তাঁহার বক্তৃতার স্রোতে বাধা দিয়া অতি অধীরভাবে বলিল, "দাদু, তুমি বৃন্দাবনেই সমস্ত সময়টা কাটিয়ে দিলে, আজমীর জয়পুরও গেলে না, ঐ সব 'বনে' বেড়াবে বলেছিলে তাই বা কৈ গেলে! আমার তো ছুটি ফুরিয়ে এল, কিছু দেখা হল না আমার! ঐ সব সাধু একজনও দেখ্‌তে পেলাম না।" বৃদ্ধ চারিদিকে চাহিয়া সনিশ্বাসে বলিলেন, "তাঁদের দেখার সৌভাগ্য কি সকলের হয় ললিতে! যদিই

ক্বচিৎ কারো দর্শন মেলে, চকিতে তিনি লুকিয়ে যান্! কোন্ ভাগ্যে সেদিন কীর্ত্তনের মধ্যে যাঁর দর্শন পেয়েছিলাম সারা বৃন্দাবন খুঁজে আর খুঁজিয়েও তো আর তাঁর সন্ধান মিল্‌লো না।"

পাণ্ডা মধ্য হতে বলিল, "সে সব বনে দিদি, বন পরিক্রমার সময় না হলে মানুষ চলে না। ভাদ্র মাসে যখন মহাবন যাত্রায় রাজার লোকের 'পর্‌কম্মা' চলে তখনি যাত্রীদের নিয়ে আমরা সেই সঙ্গে চলি। তখন সঙ্গে হাট বাজার চলে, হাসপাতাল চলে, পুলিশ চৌকিদারের ফাঁড়ি চলে, তবে তো লোক যেতে পারে। তার পরে আবার 'গোঁসাই-বনযাত্রা' তাতে তো বিষম ধুম চলে। কত—"

বৃদ্ধ নাতিনীর ক্ষোভপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "আস্‌ছে বছর তোকে ভাল ক'রে এদিকের সব দেখাতে আন্‌ব।'

"হ্যাঁ, আস্‌ছে বছর বলে আমার পরীক্ষা! আমি তখন এই সব বেড়াতে পাব কি না! কাকা এইই বড় আস্‌তে দিচ্চিলেন! তোমায় কি বলে তারা তা তো জান না! বলে, 'সে বোষ্টম বোরেগীর সঙ্গে ও কোথায় যাবে! কতকগুলো বাজে জিনিষ ঢুকিয়ে ওর মন বিগ্‌ড়ে দেবে ছেলেবেলা থেকে'—এই কাকার মত, তা জান? কাকিমা যাই কত বল্লেন তাই শেষে নরম হয়ে এবারের ছুটিতে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

"আর আমি যে তোর মাবাপ-হারা অবস্থা থেকে বুকের রক্তে তোকে মানুষ করেছি। আমার রাধাগোবিন্দের আরতির সময় তুই যে কত নাচ্‌তিস্ কত গান গাইতিস্ ছোট্টটি হতে! বড় সাধেই যে তোর 'ললিতা' নাম দিয়েছিলাম। তোর বাবার উইলের জোরে সে আমার বুক থেকে তুই পাঁচ বছরেরটি হতেই কেড়ে নিয়ে তার নিজের রুচির মত শিক্ষা দিচ্চে! তা দিক্, আমি কিন্তু জানি ও নাম বৃথা যাবে না! তুই—"

দূরে পর্ব্বত ক্রোড়ে ঘন সুগভীর সারি গাঁথা বনশ্রেণী! ব্রজবাসী সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এইবার আমরা শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে পৌছাব।"

৩

চারিদিকে বন, সম্মুখের অপেক্ষা পশ্চাতে গভীরতর। কুণ্ডের চতুর্দ্দিকই প্রস্তর, চত্তর ও সোপান শ্রেণী দ্বারা গ্রথিত। সেই সোপানের একদিকে একটু গভীর বৃক্ষরাজির নিম্নস্থ চত্তরে একজন রক্তবস্ত্রধারী সন্ন্যাসী বসিয়া আর একজন ব্রহ্মচারীবেশী বয়োধিক ব্যক্তি নিকটে দাঁড়াইয়া কথোপকথনে নিযুক্ত। ব্রহ্মচারী বলিতেছিলেন,

"কতদিন পরে দেখা! শ্রীবৃন্দাবনের পথে কীর্ত্তনের মধ্যে দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেও তোমার সে ভাবের মধ্যে উৎপাত কর্‌তে কাছে গেলাম না! পরদিন অনেক কষ্টে যেখানে উঠেছ তার খোঁজ পেয়ে সেখানে উপস্থিত হতেই মহান্ত বাবাজীর মুখে শুন্‌লাম, 'ভোরেই তিনি বেরিয়ে গেছেন! কত লোক তাঁর সন্ধানে এসে ফিরে যাচ্চে। সাধু কোথায় থাকেন কিছুই তিনি জানেন না! হঠাৎ এসে আবার হঠাৎই চলে গেছেন।' ভাব্‌লাম আবারও হারালাম বুঝি! এখানে এসে রাধারাণীর কৃপায় যে আবার তোমায় দেখ্‌তে পাব এ একবারও ভাবিনি!"

"তুমি আমায় এখনো খুঁজ্‌ছ ব্রহ্মচারী! তোমার ওপ[illegible] তোমার রাধারাণীর এ কি বিড়ম্বনা!" সন্ন্যাসী হাসিমুখে এই উত্তর দিলে ব্রহ্মচারী একটু ম্লানভাবে বলিলেন, "এ বিড়ম্বনা রাধারাণী কবে হতে আমার উপরে বিধান করেছেন তা কি মনে আছে? না, তাও ভুলে গেছ?" তা ভুল্‌লে যে অকৃতজ্ঞ হব তাঁর দুয়ারে। অকৃতজ্ঞত্ব এক,

গুরুদ্রোহ দুই, দুটি অপরাধই যে আমায় স্পর্শ করবে।” “ও কথা থাক্, কাশী হতে বৃন্দাবনে কবে এলে? বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের শেষে এই বৃন্দাবনের ভেক্‌ধারীদের মধ্যে কাশীর বিখ্যাত বৈদান্তিকাচার্য্যের প্রিয়তম ছাত্র দণ্ডধারী যতির এই আবির্ভাব? শুধু তাই নয়, বৈষ্ণব বৈরাগীর কীর্ত্তনের মধ্যে ঐ রকম করে মেতে যাওয়া এবং লোকসমাজকে মাতানো?” তরুণ উদাসীন গভীর দৃষ্টিতে ক্ষণেক বনভাগের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উভয় করযোড়ে কাহারো উদ্দেশ্যে যেন ললাট স্পর্শ করিলেন। উদ্দেশে কাহাকে এইরূপে প্রণাম নিবেদন করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, “তোমার চিরকৃপা দৃষ্টিই এই অধমের উপর আছে যে!” দুই পদ অপসৃত হইয়া ব্রহ্মচারীও সেই ভাবে ললাটে যুগ্ম কর স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “অপরাধ দিও না। তোমার উপর আজীবনই মহাত্মা সাধুর কৃপাদৃষ্টি আছে। এর বেশী আর কিছু ব’লে তোমায় বিরক্ত করব না।”

“না, বলো না! তুমি আমার খোঁজ না রেখেছ কবে? কাশীর কথাও অনেক জান দেখ্‌ছি।”

“এমন কিছু না, তবে গত কুম্ভের ফেরত্ কয়েকজন কাশীর দণ্ডী শ্রীবৃন্দাবনে এসেছিলেন, তাঁদেরই মুখে তাঁদের আচার্য্যদেবের এক সকল বিষয়ে অদ্ভুত মেধা সম্পন্ন এবং অপরূপ দর্শন তরুণ ছাত্রের কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল এ তুমি!”

“তাই আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে দেখে অত আশ্চর্য্য হয়েছিলে বুঝি?”

“আরও বিস্মিত হয়েছিলাম, তুমি আমার প্রভুপাদের কাছে তাঁর সাধনসম্পত্তির প্রধান উত্তরাধিকারী হয়েও বেদান্ত পড়্‌তে গিয়েছ শুনে!”

“আমাকে তা হলে তুমি ভুলে গিয়েছিলে! ভুলে গিয়েছিলে আমার প্রথম জীবনের সেই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার কথা! তার যেন জগতে যত

কিছু জ্ঞাতব্য বোদ্ধব্য আছে সবই জান্‌বার—পাবার দরকার ছিল তখন। এখনি কি সে ক্ষুধা মিটেছে? কি জানি।"

"সত্য, তোমাকে বুঝি ভুলেই ছিলাম। উপস্থিত এখন শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ডেই বাস হবে কি?"

"কিছুই জানি না। তবে চিরদিনের যে গূঢ় সাধটি অতৃপ্তই আছে এখনো—বৃন্দাবনে—"

"গভীর বনে? আমাকে সঙ্গে নেবে ভাই? আমি দেখব তোমার সে সাধনসাফল্য—"

"ব্রহ্মচারী, যে শিশুকে তুমিই সহায় হয়ে একদিন ঘরের বাঁধন কাটিয়েছ আজ তাকে আবার এ কি বাঁধনে বাঁধ্‌তে যত্ন কর্‌ছ? আত্মবিস্মৃত হয়ো না ভাই।"

ব্রহ্মচারী ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া পরে মৃদু মৃদু বলিলেন, "এ কি একা আমারই? আমি যে তোমার অনেক জানি। অন্য কথা থাক্—এই যে বৃন্দাবনে তুমি দুটি দিন যে ঠাকুরবাড়ীর মহান্তের আশ্রয়ে ছিলে তারও তোমার জন্য কি ব্যাকুলতা! সন্ধান পেলে তোমার সংবাদ অবশ্য জানাতে কি অনুরোধ! তুমি যেখানে যাবে যোগমায়া সেইখানেই তোমার জন্য স্নেহবক্ষ বিস্তার কর্‌বেন।"

"তাই বল, তিনি যোগমায়া, মহামায়া নন্‌। সেই সাধু মহান্তটিই কি আমার কম হিতৈষী! সেই কীর্ত্তনের পরে কি যে একটা উন্মাদনা এসেছিল যাতে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য করেই ফেলেছিল। সে সময় পরমস্নেহেই আমাকে তিনি পালন করেছিলেন, আর তাঁরই শিক্ষার মৃদু কশাঘাতে আমার বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে। সেই উন্মাদনার সময় বুঝি কি সব বলে সেই কুঠুরীর মধ্যে পড়ে পড়ে চেঁচিয়েছিলাম—তারই উত্তরে তিনি পরমপ্রশান্তমুখে বলেছিলেন,

'আর কেন "দাও দাও, আরও দাও" বলে কাঁদ্‌ছ বাবা, প্রাপ্তির আর তোমার কি বাকি আছে? অত লোকের প্রশংসার পূজা, অত চোখের ঐ দৃষ্টি, এর চেয়ে জগতে পাবার বেশী আর কি আছে?' "

ব্রহ্মচারী একেবারে যেন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "বল কি! অতদিনের বৈরাগ্যাশ্রয়ী বৃদ্ধ মহান্ত! তাঁর মুখে এই কথা? কি সর্ব্বনাশ!" তরুণ সন্ন্যাসী শান্তমুখে বলিলেন, "অত উতলা হয়ো না। সত্যই হয়ত মনের কোন কোণে ঐ বাসনাটি লুকানো ছিল! নৈলে অমন করে কীর্ত্তনে নাচ্‌তে গেলাম কেন? না, প্রতিবাদ করো না। ভবিষ্যতের জন্যও তো সতর্ক হতে পার্‌ব এ উপদেশে। এটি তাঁর কশাঘাত হলেও শিক্ষকেরই বেত্রাঘাত। আমার উপকারই করেছেন তিনি।" ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে কেবল একবার "তোমার অদোষদর্শি মনই ধন্য।" এই কথা বলিয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন।

"এখানে কি থাক্‌বে দু-চার দিন?"

"থাক্‌তেও পারি আবার যে কোন মুহূর্ত্তে চলে যেতেও পারি।"

কুণ্ডের অপর তীরে যাত্রীদের কোলাহল শব্দ নিকটতর হইতেছিল। কোন ব্রজবাসী পাণ্ডার গম্ভীর কণ্ঠ তাহার ধনী যজমানকে গোবিন্দকুণ্ডের ইতিহাস এবং মাধবেন্দ্র পুরীর এই গোবিন্দকুণ্ড তীরস্থ জঙ্গলেই যে গিরিধারী গোপালপ্রাপ্তির ঘটনা তাহা বুঝাইতে বুঝাইতে আসিতেছিল, "বাবু, আপনাদের কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তো পড়া আছে! এ সেই স্থান, সেই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড—সেই গিরিধারী গোপালের প্রকট স্থান—"। কোথা হইতে একটি কিশোর কণ্ঠে বিদ্রোহের আভাষ প্রকাশ পাইল, "শুধু স্থান দেখালে কি হবে—সে গোপাল দেখাও! তিনি তো শুনি নাথদ্বারে—মুসলমানের ভয়ে তোমাদের ঠাকুর দেশ ছেড়ে পালায়, এই তো তাঁর মুরোদ!" ব্রহ্মচারী

ও উদাসীন সন্ন্যাসী উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। ব্রজবাসী ব্যাকুল ও ব্যস্তভাবে "আরে দিদি" বলিয়া কি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, ইতিমধ্যে সেই কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা কুণ্ডের তীরে তীরে বাজিয়া উঠিল, "হ্যাঁ দাদু, তিনিই বোধ হচ্চে। গাছের ফাঁকে যেটুকু দেখা যাচ্চে!" সঙ্গে সঙ্গেই একটি গম্ভীর আকুল কণ্ঠ "এমন ভাগ্য কি হবে! তুই আগে ছুটে যা ললিতে, অন্তর্দ্ধান হয়ে যাবেন এখনি।"

উভয়ে তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন কুণ্ডের অপর তীরে একটি সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ, সঙ্গে কতকগুলি অনুচর এবং দলের সর্ব্বাগ্রে একটি সুবেশা সুন্দরী কিশোরী কুণ্ডকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের দিকেই যেন ছুটিয়া আসিতেছে। বিস্মিত ব্রহ্মচারী তরুণ উদাসীনের পানে ফিরিয়া চাহিতে গিয়া দেখিলেন সে স্থান শূন্য! তিনি কখন বনের মধ্যে কোন্ দিকে অদৃশ্য হইয়াছেন। ব্রহ্মচারী কর্ত্তব্যমূঢ় হইয়া স্তব্ধভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৪

বন খুব বেশী ভয়াবহ নহে, কিন্তু লতাগুল্মের ঝোপে একেবারে নিবিড়। সঘন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কণ্টক বৃক্ষের প্রাচুর্য্যে মনুষ্যের প্রায় দুরধিগম্য। দক্ষিণ পার্শ্বে অতি নিকটেই গোবর্দ্ধন গিরিগাত্র, আর তাহারই ঠিক কোলে কোলে প্রস্তরবাধাময় একপদী অতি সঙ্কীর্ণ চিহ্নমাত্রে পর্য্যবসিত, যেন পর্ব্বতরাজের সঙ্কেতময়ই একটি পথ। সেই পথে আমাদের তরুণ সন্ন্যাসী চলিয়াছেন। দ্বিপ্রহর রৌদ্রেরও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। সেই প্রভাত-প্রফুল্ল গিরি সানুদেশের বনপথে সন্ন্যাসী চলিতে চলিতে প্রফুল্লকণ্ঠে মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে যেন ভগবৎ নাম কীর্ত্তনই গাহিতেছেন। বনপথে হরিণের পাল মনুষ্য সমাগমে

সচকিত হইয়া লম্ফে ঝম্ফে পর্ব্বতগাত্রে উঠিয়া, কেহ বা এদিকে ওদিকে সরিয়া গিয়া স্থির অথচ চকিত দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, কোথাও বা ময়ূরের দল পথ ছাড়িয়া কক্ক কে-ও কে-ও রবে বৃক্ষশাখায় উঠিয়া বসিতেছে, কেহ বা অদূরে পর্ব্বতগাত্রে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া স্থিরভাবে যেন পরম গর্ব্বভরে দাঁড়াইয়া আছে ; সঙ্গিনীকে মুগ্ধ করিবার তাহাদের এই সময়। পাখীরা তখনও প্রভাতী তান ত্যাগ করে নাই, প্রায় মরুভূমিতুল্য দেশের [illegible] পূর্ব্বাহ্নের বায়ু তখনও তাহার স্নিগ্ধতা হারায় নাই, চারিদিকে তাই বনকুঞ্জের অধিবাসীদিগের আনন্দ কলরব। গাছে গাছে বানরের লাফালাফি, ক্বচিৎ বন্য শশদলের এদিক হইতে ওদিকে ছুটাছুটি, ময়ূরের কেকা ধ্বনিই সকলের উপর রব তুলিতেছে। তরুণ সন্ন্যাসী সহসা উচ্চকণ্ঠে প্রভাতী স্বরে ধরিলেন—

"বৃক্ষডালে বসি কীর বোলয়ে মধুর,
কুঞ্জের দুয়ারে রব করয়ে ময়ূর।"
(বলে "কেও—কে-ও !
আমার রাধা কৃষ্ণের কুঞ্জদ্বারে কে-ও কে-ও।")

"সন্ন্যাসীঠাকুর, এইবার তোমাকে ধরেছি !"

সচমকে সন্ন্যাসী পশ্চাতে ফিরিলেন। গোবিন্দকুণ্ডের তীরের সেই ধাবন-শীলা কিশোরী ! স্তম্ভিত হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

ঘন ঘন শ্বাস ফেলিয়া আরক্তমুখে দ্রুত নিকটস্থ হইতে হইতে বালিকা বলিল, "দেখুন, ঠিক্ পথ খুঁজে বার্ করে আপনাকে ধরেছি কি না,—উঃ !" সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া একখানা পা ধরিয়া কাতরোক্তির সঙ্গে সঙ্গে বালিকা সেই সঙ্কীর্ণ পথের মধ্যেই বসিয়া পড়িল। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে তাহার নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন বালিকা পথের প্রস্তরে আঘাত পাইয়াছে। বিব্রতভাবে চারিদিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,

"এখানে তো জল বা অন্য এমন কিছুই নেই, যা দিয়ে তোমার পায়ের ব্যথা একটু নিবারণ হবে!" আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লাইয়া বালিকা মুখ তুলিল। বেদনার নীল আভা তখনও মুখে ছড়াইয়া আছে, তথাপি হাসির লহর তুলিয়া বলিল, "কোন্ ব্যথাটা নিবারণ করবেন? কাঁটায় তো পা ক্ষতবিক্ষত, রক্ত ঝরছে, পাথরের ঠক্কর লেগেই এমন করে না বসিয়ে দিলে!"

সন্ন্যাসী ঈষৎ ব্যথিত মুখে বলিলেন, "কেন তুমি এপথে এমন ভাবে এলে? এপথের সন্ধানই বা কি করে পেলে, এও আশ্চর্য্য! কিন্তু— ওঃ অনেক রক্তই যে পড়ছে পা দিয়ে। কাপড় ছিঁড়ে দেব—বাঁধ্‌বে?"

কিশোরী ততক্ষণ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, "ক্ষেপেছেন? আপনার ঐ গেরুয়া কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে? সর্ব্বনাশ, দাদু তা হলে আমার পায়ে 'কুড়িকুষ্ঠ' হবে বলে ভয়েই মরে যাবেন।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "এ ভিন্ন তো আর কোন উপায় নেই! তোমার পায়ে এখনও যে রক্ত পড়্‌ছে—কি দিতে পারি এখানে এ ছাড়া!"

"কিচ্ছু দরকার নেই! এখন আমার দাদুকে দেখা দেবেন কি না, ফির্‌বেন কি না?"

"কোথায় তোমার দাদু? তুমি এমন করে কোথা দিয়ে এপথে ঢুক্‌লে? কেন এলে?"

"আপনি আমাদের সাড়া পেয়েই পালালেন কেন? যেখানটা দিয়ে আপনি কুণ্ডের ধারের বনের মধ্যে ঢুকে পড়্‌লেন সে আমি বেশ লক্ষ্য করেছিলাম! দাদু সাধু মহাত্মাদের দর্শন করতে ওখানকার আশ্রমে গেলেন, আমি এই মত্‌লবেই যেতে পার্‌ছি না বলে কুণ্ডের জলের ধারে বসে পড়েছিলাম। দাদুর দল চোখের আড়ালে গেলেই আমাকে

আগ্‌লাতে যাকে রেখে গেছিলেন তাকে বল্লাম যে, 'টাঙ্গা কাছে ডেকে নিয়ে এস, উঠ্‌ব!' সে যেই ডাক্‌তে গেছে, আর অম্‌নি উঠে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ঠিক্‌ সেইখানটা দিয়ে ঢুকে দেখি ঠিক্‌ এইরকম পথ আর চারিদিকে গভীর জঙ্গল। ভয় যা করছিল—তবু আপনি কতদূরেই আর যেতে পেরেছেন, কোন বিপদ হলে চেঁচালে নিশ্চয় সাড়া পাওয়া যাবে—এই ভরসায় যতই এগুই, দেখি কোনই চিহ্ন নেই! উঃ আপনি কি হাঁট্‌তে পারেন, এই প্রায় একঘণ্টা দৌড়ে এতক্ষণে আপনার নাগাল্‌ পেলাম!" অশমিত নিশ্বাসে থামিয়া থামিয়া অথচ অতি দ্রুতভাষায় বালিকা এই কথাগুলি বলিয়া গেল; তারপরে বলিল, "নেন্‌, এখন ফিরুন!"

"কোথায় ফির্‌বো? তোমার দাদু, তোমার সঙ্গীরা কি এখনও সেই গোবিন্দকুণ্ডে বসে আছে মনে কর? তারা তোমার সন্ধানে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আচ্ছা, আমার কাছে আর একজন ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁকে কি দেখ্‌তে পাওনি? তিনি কি তোমার এই কাণ্ডে বাধা দিলেন না বা তোমার গতি লক্ষ্য করেননি? তোমাকে এই বনের মধ্যে যদি কেউ ঢুক্‌তে দেখে থাকে—তোমার সঙ্গীদের সে কথা সে বল্‌তে পারে, তা হলে তাঁরা এই পথেও তোমার সন্ধানে আসতে পারেন।"

"আমাকে কেউ দেখেনি। আপনার সঙ্গী ঠাকুরটি আপনিও বনে ঢুক্‌লেন, তিনিও একটু পরেই চারিদিক চাইতে চাইতে আশ্রমের দিকে জোরে পা চালিয়ে দিলেন—যেন আমরা বাঘ কি ভাল্লুক! দাদুর বোধ হয় তাঁকে খুঁজে বার করারও মতলব আছে! তাই আমাকে ছেড়েও অমন করে সেদিকে গেলেন! চলুন, এখন কোন্‌ দিকে যাবেন চলুন! কেন আপনি আমার দাদুকে কষ্ট দিলেন? আপনাকে

না দেখ্‌তে পেয়ে তিনি কিরকম মুখে বসে পড়্‌লেন তা যদি দেখ্‌তেন! চলুন এখন তাঁকে খুঁজে আমাকে পৌছে দেবেন, চলুন তাঁর কাছে।"

"কেন, তুমি যেমন ক'রে আমাকে খুঁজে বার্‌ করেছ তেমনি করে তাঁকেও খুঁজে বার্‌ কর্‌তে পারবেনা? তুমি তো বিষম সাহসী মেয়ে দেখ্‌ছি—কি কাণ্ড!"

সন্ন্যাসী যেন বিস্ময় দমন করিতে পারিতেছিলেন না। "যদি বনের মধ্যে বিপথে গিয়ে পড়্‌তে, যদি কোন বিপদ ঘট্‌তো! এদিকে যে পথ আছে তাই বা কি করে জান্‌লে?"

"কেন আপনি যে এই দিকেই ঢুক্‌লেন? সত্যই তো আর আপনি 'ঠাকুর' নন্‌, মানুষই তো! দাদু যদিও বল্লেন 'অন্তর্ধ্যান কর্‌লেন' কিন্তু আমি তো বনের মধ্যেই ঢুক্‌তে দেখ্‌লাম! আপনি যদি পারেন আমিই বা পার্‌ব না কেন?"

"আশ্চর্য্য মেয়ে তুমি! এইটুকু বয়সে এত সাহস?"

"খুব এতটুকু নই—জানেন? স্কুলে আমি ফার্ষ্ট ক্লাশে পড়ি! চৌদ্দবছর আমার বয়স! আপনি আমার চেয়ে খুব অনেক বেশী বড় হবেন না।"

সন্ন্যাসী এইবারে হাসিয়া ফেলিলেন, "আচ্ছা, তা হলে তো কোন ভাবনাই নেই! তুমি যেমন এসেছ সেই পথে ফিরে স্বচ্ছন্দে যেতে পারবে! কেমন তো?"

"নিশ্চয়! কিন্তু আপনি আমার দাদুর সঙ্গে দেখা করবেন না?"

"না!"

"বেশ!"

বালিকা নিশ্চল চক্ষে স্তব্ধভাবে সন্ন্যাসীর পানে ক্ষণেক চাহিল! হরিণীর মত উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত আহত দৃষ্টি, অপরূপ সুন্দর মুখে প্রথমে পাংশু,

পরে দেখিতে দেখিতে ক্ষোভের ও ক্রোধের সংমিশ্রণে আরক্ত আভা জাগিয়া উঠিল—যেন উষার পাণ্ডুর আকাশে অরুণের উদয়চ্ছটার আভাস! নিশ্বাসের বেগে বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। যেন সংসারত্যাগী বিরাগীর চক্ষে মহামায়া তাহার পরম মায়ার ফাঁদ পাতিলেন। সন্ন্যাসী একটু স্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া সহসা মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিলেন, "যোগমায়া, যোগমায়া!" তারপরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "এই বনের বাইরে মঠের মধ্যেই পরিক্রমার পথ! লোকের কোলাহল, এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে মন দিয়ে কান পাত্‌লে! ইচ্ছা কর ত এই বন থেকে কোন রকমে বেরিয়ে মাঠের মধ্যে পড়্‌তে পার—তা হলেই বহু যাত্রীর দেখা পাবে। চাই-কি, সঙ্গীদেরও দেখ্‌তে পেতে পার, তারা কেউ কেউ পরিক্রমার পথেও তোমাকে খুঁজ্‌তে বেরুতে পারে—"

বাধা দিয়া সক্রোধে বালিকা বলিয়া উঠিল, "আপনাকে আর পথ বাত্‌লাতে হবে না, আমিই তা বার্ করতে পার্‌ব।" বলার সঙ্গেই ক্রোধে যেন দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্যভাবে বালিকা একদিকে ছুটিয়া চলিল। একটু পরেই পিছনে শব্দ হইল—

"ওদিকে নয়, ওদিকে নয়; আমার সঙ্গে এস—পথ ধরিয়ে দিচ্ছি!"

বালিকা চীৎকারের সঙ্গে প্রতিবাদ করিতে করিতে বেগে ছুটিল, "না—চাই না আপনার পথ দেখানো—যান্ আপনি, কেন আস্‌ছেন আমার পিছনে?" সন্ন্যাসী সবেগে বনপথের পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া বালিকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। এমন স্বরে "কি কর বালিকা" বলিয়া ধমক্ দিলেন যে সেই হরিণীর ন্যায় চঞ্চল গতি আপনি থামিয়া গেল। "তুমি বড় হয়েছ, অভিমান করছিলে—এইরকম স্বেচ্ছাচারে

কত বিপদে পড়্‌তে পার, তা কি তোমার ধারণা নেই? কি রকম শিক্ষা পেয়েছ তুমি? সাংসারিক জ্ঞান তোমার একেবারেই হয়নি।”

বালিকা মাথা হেঁট করিল, তারপরে ভীতা হরিণীর মত আয়তচক্ষে সন্ন্যাসীর পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “কেন? কিসের ভয়? কি করেছি আমি?”

সন্ন্যাসীও ক্ষণেক তাহার পানে চাহিয়া যেন আত্মগতভাবেই বলিলেন, “একেবারেই বালিকা।”

আবার সন্ন্যাসীর পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া কিশোরী বলিল, “আমার নাম ললিতা!”

“চল, তোমায় তোমার দাদুর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।”

“চলুন, কিন্তু কোথায় তাঁকে পাবেন? তিনি যদি গোবিন্দকুণ্ডে না থাকেন এতক্ষণ?”

“কাছাকাছি থাকারই কথা, অন্ততঃ সঙ্গী কেউ না কেউ পাওয়া যাবেই। কিন্তু শোন ললিতা, তোমাকে সঙ্গীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েই আমার কাজ শেষ হবে, তখন যেন এই রকম কোন ছেলেমানুষী ক'র না। তাদের দেখ্‌লেই তুমি তাদের কাছে চলে যাবে! আমাকে আর কোন বিব্রতে ফেল্‌বে না?”

“আচ্ছা চলুন তো” বলিয়া বালিকা মুখ ফিরাইয়া তাহার ওষ্ঠোদ্যত মৃদুহাসি যেন লুকাইল। সহসা তখনই অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া সন্ন্যাসীর পানে চাহিয়া বলিল, “তাই বা কেন, আপনি কেন কষ্ট করবেন আমার জন্যে? আপনাকে ফির্‌তে হবে না—আমি একাই যাব বল্‌ছি ত!” ঝরণার ন্যায় গতিতে বালিকা যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিল। দূরে দূরে সন্ন্যাসী তাহার অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

৫

দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

পূর্ব্ববঙ্গের একখানি সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রামের প্রান্তভাগ। সম্মুখে লোক্যাল্ বোর্ডের সুদীর্ঘ রাস্তাটি প্রসারিত হইয়া বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে গিয়া মিশিয়াছে। একদিকে কর্ষিতভূমি বৈশাখের প্রখর মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণে ঝলসিত! দূরে দুই একজন কৃষক সেই রৌদ্রেও সেই ভূমিকে কর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে পূর্ব্ববঙ্গসুলভ শ্যামশোভার মধ্যে গ্রামের প্রান্তে দূর-বিসর্পিত পথটির উপরে একটি বৃহৎ শ্বেত অট্টালিকা বৈশাখী রৌদ্রে যেন হাসিতেছিল। চারিদিক যেন মধ্যাহ্ন বিশ্রামসুখে নীরব, কেবল সেই অট্টালিকাটির বহির্ভাগের একটি কক্ষমধ্য হইতে একটি মধুর বালকণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিত হইতেছিল। কক্ষটি অতি প্রশস্ত, গৃহমধ্যে বড় বড় কয়েকখানি চৌকীর উপর একটি ঢালা বিছানা আগন্তুক অভ্যাগত এবং গৃহস্বামীর উপভোগের চিহ্নধারণ করিয়া পড়িয়া আছে, আর তাহারই একদিকে একটি অপূর্ব্ব-দর্শন বালক কতকগুলি পুস্তক লইয়া যেন ক্রীড়ার ভাবে নাড়াচাড়ার সঙ্গে কখনও কোনটা খুলিয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাহার মধ্য হইতে কোনটার কোন কিছু উচ্চারণ করিতেছিল। পুস্তকগুলি বোধ হয় তাহার পাঠ্যপুস্তক, কিন্তু কণ্ঠের গুণে তাহার আবৃত্তি সেই নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে একটি মধুর মোহময় সঙ্গীতগুঞ্জনের মতই ধ্বনিত হইতেছিল।

সহসা গৃহদ্বারের নিকটে একটি শব্দ উঠিল, "বাবা, একটু বিশ্রামের স্থান কি পেতে পারি?" বালক সচকিতে মুখ ফিরাইয়া দেখিল দ্বারপথে একটি প্রবীণ ব্যক্তি দণ্ডায়মান! তাঁহার বক্ষ পর্য্যন্ত বিলম্বী শ্বেতশ্মশ্রুভার বাতাসে দুলিতেছে, মস্তকেও সেইরূপ শুভ্রকেশজাল

আস্কন্ধলম্বিত। বেশ একটু বড় বড় রুদ্রাক্ষের মধ্যে মধ্যে মোটা মোটা তুলসী কাষ্ঠের দানা গ্রথিত একছড়া মালা তাঁহার কণ্ঠ হইতে আবক্ষ দোদুল্যমান। সৌম্য শুভ্র শান্তমূর্ত্তি! রৌদ্রতাপে ঈষৎ যেন ক্লিষ্ট। বালক ব্যস্তভাবে শয্যা হইতে নামিতে নামিতে "এই যে বিছানা পাতা রয়েছে, এসে বসুন," বলিয়া আগন্তুকের দিকে অগ্রসর হইল এবং তাঁহার হস্তের ক্ষুদ্র পুঁটুলিটি গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইল। আগন্তুক বালকের হস্তে পুঁটুলিটি ছাড়িয়া দিয়া প্রীতভাবে ফরাসের এককোণে বসিয়া পড়িলেন এবং ঈষৎ বিস্মিতদৃষ্টিতে বালকের অপূর্ব্ব সুন্দর মুখের পানে চাহিলেন, যেন এমন দৃশ্য এবং এমন কথা তিনি আশা করেন নাই। বালক ততক্ষণে তাহার হস্তন্যস্ত পুঁটুলিটি অভ্যাগতের নিকটেই ফরাশের একধারে রাখিয়া গৃহের ভিতর দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। গতির বেগে তাহার স্কন্ধ লম্বিত গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিতকেশ স্কন্ধ ও পৃষ্ঠের সুগৌর কান্তির উপর নাচিয়া উঠিয়া দর্শকের চক্ষে যেন একটি আনন্দের হিল্লোল তুলিয়া দিল। আগন্তুক বালকটিকে দেখিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে, নিজের শ্রান্তির কথা বিস্মৃত হইয়া বালকের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় অন্তর্গৃহের দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বালক শীঘ্রই ফিরিল। তাহার হাতে একঘটি জল। ঘটিটি নীচে রাখিয়া অপ্রস্তুতভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আপনাকে পাখা দিতে যেতে ভুলে গেছি, দাদামহাশয় বাড়ী থাক্‌লে খুব বক্‌তেন।" বলিতে বলিতে বিস্তীর্ণ শয্যার একদিকে ঝুঁকিয়া বালক একখানি পাখা লইবার চেষ্টা করিতেই আগন্তুক সরিয়া গিয়া হস্তদ্বারা তাহাকে ক্রোড়ের নিকট আকর্ষণ করিলেন এবং তাহার হাত হইতে পাখাখানি নিজের হাতে লইয়া স্নিগ্ধমুখে বলিলেন, "তোমার নাম কি বাবা?"

বালক নাম বলিল। "কি বল্লে? কমলাক্ষ?—আহা—ঠিক নাম রাখা হয়েছে বাবা তোমার। কমলাক্ষই বটে!" বালকের মধুর কণ্ঠ পুনঃ পুনঃ শুনিবার জন্যই যেন আগন্তুক তাহার সেই সুন্দর মুখের বিস্তৃত কমলনয়নের দিকে চাহিয়া বালককে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে বালকের দর্পণোজ্জ্বল ললাট এবং শুভ্রের উপর আরক্ত আভাযুক্ত গণ্ডস্থলের উপর হইতে কুঞ্চিত কেশগুচ্ছকে সরাইয়া দিতে লাগিলেন, নিজের শ্রান্তি ক্লান্তির কথা যেন আর তাঁহার কিছুই মনে রহিল না। বালকও বিরক্তিহীন চিত্তে প্রসন্ননম্র মুখে আগন্তুকের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মাঝে মাঝে তাহার যুগল নয়ন বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেছিল। তাহার পৌরাণিক কাহিনীময় কল্পনাকুশলী মন এই অভ্যাগতকে এক একবার নারদ ঋষি অথবা মহাদেবই ছদ্মবেশে আসিয়াছেন এইরূপ ভাবিয়া লইয়া তাঁহার বীণা বা তান্‌পুরার সন্ধানে মাঝে মাঝে চকিত দৃষ্টিতে পুঁটুলিটির পানেও চাহিতেছিল। সহসা ব্যস্তভাবে বালক বলিয়া উঠিল, "কই পা ধুলেন না? জল তো এনেছি!"

"ধুই বাবা" বলিয়া আগন্তুক উঠিয়া দাঁড়াইতেই বালক ঘটিটি তুলিয়া লইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া ও মুছিয়া আগন্তুক আসিয়া গৃহমধ্যস্থ শয্যায় বসিতেই বালক এবার পাখাখানি লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল। পথিক স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত তাহার হস্ত হইতে ব্যজনখানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তা হলে একঘটি খাবার জল এনে দাও।" বালক আবার ভিতরের দিকে ছুটিল এবং অবিলম্বে পানীয় জল আনিয়া তাঁহার হস্তে দিতে দিতে বিজ্ঞের মত প্রশ্ন করিল, "কিছু খাবার আন্‌ব না?"

"না বাবা, আহারের সময় এ নয়, তবে—"

"তবে কি? আর কি কর্‌ব আদেশ করুন!"

"সে কি তুমি পার্‌বে বাবা? বুড়োমানুষ আমরা একটু তামাক্‌ খাই, তোমাদের চাকর-বাকর যদি কেউ দিতে পা..."

"আমিই পার্‌ব! দাদামশায়ের কাছে আমি শুই, রাত্রিবেলা তিনি মাঝে মাঝে তামাক্‌ খান! আমি তাঁকে সেজে দিই!"

বালক কক্ষান্তরে গিয়া ক্ষণকাল পরেই তামাকু সাজিয়া আনিয়া বৃদ্ধের হাতে দিতে দিতে হাসিয়া বলিল, "এইসব কল্কে দিনে রাতে সাজাই থাকে—দাদামশায় আর অতিথিদের জ... টিকেটা একটু ধরিয়ে দিলেই হয়।"

বৃদ্ধ হুক্কা হস্তে লইয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়াই সুচতুর বালক এবার বহির্দিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সেই রৌদ্রের মধ্যে সে বাহিরে যাওয়ায় বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া তাহাকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন কিন্তু সে তাহার নিজকার্য্য ...িয়া তবে ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল তাহার হস্তে সদ্যছিন্ন কদলীপত্র রহিয়াছে। বৃদ্ধ অত্যন্ত প্রীতভাবে তাহার হস্ত হইতে পত্রটুকু লইতে লইতে বলিলেন, "বাবা, এতো বুদ্ধিমান্‌ তুমি! সকলের মুখের হুঁকোয় যে সকল খায়না সেটুকু লক্ষ্য করেছ। তোমাদের সংসারও যে খুব অতিথিবৎসল তা বোঝা যাচ্ছে।"

কলার পাতার দ্বারা একটি ক্ষুদ্র নল প্রস্তুত করিয়া ... তামাকু সেবন করিতেছেন, আর বালক একমনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। হঠাৎ সে এক সময়ে বলিয়া উঠিল, "আপনি তান্‌পুরা বাজান্‌ না?"

বৃদ্ধ হাসিলেন। দৃষ্টিতে দ্বিগুণ স্নেহ ভরিয়া বলিলেন, "না বাবা!"

"তবে কি আপনি বীণাই বাজান্‌?"

"তাও না। তবে তোমার কাছে সেই তান্‌পুরা বা বীণাধারীকেও

হয়ত একদিন ধরা পড়তে হবে, তোমায় দেখে এম্‌নি আনন্দ আর এম্‌নি লক্ষণ আমার মন পাচ্ছে !"

বালক একথায় সন্তুষ্ট না হইয়া একটু ক্ষুণ্ণমনে বসিয়া আছে, বাহির হইতে এমন সময় কে ডাকিল, "দাদাঠাকুর, একটু জল দাও গো !"

বালক দ্বারের নিকটে আসিয়া দেখিল—বাহিরে একখানা লাঙ্গল ফেলিয়া রাখিয়া এক কৃষক মলিনবস্ত্রে শরীরের ঘর্ম্ম মুছিতেছে। বালক ডাকিল, "নিতাই-দা, ঘরে এস। একজন ঠাকুর এসেছেন, দ্যাখ ! জল এনে দিচ্ছি !"

ক্ষণপরে জল লইয়া বালক গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল এক অপূর্ব্ব-ভাবের স্তব্ধতা সেই কক্ষে বিরাজ করিতেছে। শয্যার উপরে উপবিষ্ট ব্যক্তি হুঁকাটি মুখে মাত্র ধরিয়া একদৃষ্টিতে সম্মুখের গৃহের মেঝেয় যোড়হাতে উপবিষ্ট কৃষকের পানে চাহিয়া আছেন, আর সেই সরল কৃষক একেবারে যেন মোহাবিষ্টভাবে স্থিরদেহে স্তব্ধনেত্রে বৃদ্ধের মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে। উভয়ের চক্ষের দৃষ্টিতে যেন কি একটা ভাবের আদান-প্রদান চলিতেছে। কৃষকের চক্ষু দুটি আরক্তবর্ণ, আগন্তুকের দৃষ্টি একইরূপ প্রশান্ত। তত্ত্বসন্ধিৎসু-বালকও স্থিরভাবে উভয়ের দিকে কিছুক্ষণ দেখিয়াও তাহাদের ভাব কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। বৃদ্ধকে তামাকু পানে বিরত দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "কই ঠাকুর, তামাক্ খাচ্ছেন না যে !" বৃদ্ধ যেন সচেতন হইয়া "এই যে খাচ্চি বাবা" বলিয়া হুঁকায় দু-একবার টান দিলেন এবং তখনই সেটি মাটীতে নামাইয়া রাখিয়া কৃষকের দিকে একটু ঝুঁকিলেন। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী সম্মুখে হেলাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক রেখো মন গুরুর চরণ, নিরিখ্ ছেড়ো না।" সঙ্গে সঙ্গে কৃষক মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। বৃদ্ধও অমনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একহস্তে পুঁটুলি গ্রহণ করিলেন; একবার মাত্র হাসি-

মুখে "আসি বাবা!" উচ্চারণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং আর কাহারও দিকে না চাহিয়া সেই প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যেই পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। বালক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আর নিতাই নামক কৃষক একইভাবে পড়িয়া রহিল, উভয়েরই যেন সংজ্ঞা নাই।

সহসা বালক তড়িৎস্পৃষ্টের মতই চমকিয়া উঠিয়া ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। দ্রুতপদে রাস্তার উপরে আসিয়া চাহিয়া দেখিল দূরে সেই মূর্ত্তি প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে সতেজে পথ অতিবাহন করিতেছেন। বালক চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ঠাকুর, ঠাকুর!" বালকের ক্ষীণ কণ্ঠ যে যথাস্থানে পৌঁছিল না তাহা বুঝিতে পারিয়া বালক তৎক্ষণাৎ দৌড়িতে আরম্ভ করিল! রৌদ্রে কোমল পা পুড়িয়া যাইতেছে, ততোধিক কোমল শরীর উত্তপ্ত হইয়া দর দর ধারে ঘাম ঝরিতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। কিছুক্ষণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আবার বালক উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "ঠাকুর—ঠাকুর-মশায়!"

বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া গিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন। বালককে তদবস্থ দেখিয়া তিনিও দ্রুতপদে তাহার দিকে আসিতে লাগিলেন। উভয়ে ক্রমে নিকটস্থ হইতেই কি এক উত্তেজনায় বালকের দুই হস্ত সম্মুখের দিকে প্রসারিত হইয়া গেল, আর দুই হস্তের আকর্ষণে একেবারে তাহাকে বক্ষের উপর তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "এ কি বাবা—এ কি! এমন করে কেন এই রৌদ্রে ছুটে এলে?" "ঠা[illegible]—ঠাকুর!" "কেন বাবা—কেন? কি হল তোমার?"

বালক যেন একটু সসংজ্ঞ হইল! ধীরে ধীরে তাঁহার ক্রোড় হইতে নামিবার চেষ্টা করিতে করিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "চলে এলেন, আপনাকে যে প্রণাম করা হয়নি!" বৃদ্ধ বালককে নামিতে না দিয়া দ্বিগুণ আদরে বক্ষে চাপিয়া বলিলেন, "প্রণামের ঢের বড় জিনিষ যে আমায় দিলে!

এই রৌদ্রে আবার কি করে ফিরবে? এই নরম পা দুখানি যে আবার পুড়ে যাবে!”

“ঠাকুর, আপনি নিতাইদাকে ও কি বল্‌লেন?—‘ঠিক রেখো মন গুরুর চরণ, নিরিখ্ ছেড়ো না’। ও কথার অর্থ কি? গুরু তো পূজনীয় লোককে বলে। এখানে গুরু কাকে বললেন? কে গুরু, কার গুরু?” ধীরে ধীরে বালকের মস্তক ও মুখখানি নিজ স্কন্ধের উপর রাখিয়া মৃদু মৃদু করাঘাতে যেন বালককে ঘুম পাড়াইয়া দিবার মত ভাবে বলিলেন, “সময় হলেই এসব কথার অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌বে বাবা! এখন তো বুঝ্‌বার সময় আসেনি।” বালক উত্তর দিল, “নিতাই দাদাকেই যে কি বুঝালেন; সে কেন এমন হয়ে পড়ে আছে?”

“ঐ সরল ভক্ত মানুষটির বুঝ্‌বার সময় এসেছে বাবা, তাই সে বুঝেছে। তুমিও সময় হলে বুঝ্‌বে, আর সে সময় যে শীগ্‌গিরই আস্‌বে, তাও তোমাকে দেখে বুঝ্‌ছি। এখন ঘরে যাও, বড় রৌদ্র, তোমার দাদামশায় উদ্বিগ্ন হবেন—সকলে ব্যস্ত হবে।”

“দাদামশায় তো এসময়ে চতুষ্পাঠীতে থাকেন, আমার উপরেই অতিথ-অভ্যাগতকে দেখার ভার দিয়ে যান্। আপনি এমন করে কিচ্ছু না খেয়ে চলে এসেছেন শুন্‌লে আমাকে কি বলবেন?”

“কিছু বল্‌বেন না বাবা, সব কথা তাঁকে বলো, তিনি বুঝবেন। তিনি বড় ভাগ্যবান গৃহী যে, তাঁর ঘরে তোমার মত শিশুর উদয় হয়েছে। তুমি আমার যথেষ্ট সৎকারই তো করেছ, এইবার ঘরে যাও দাদু!”

“বড় মন কেমন করছে” বলিতে বলিতে মুগ্ধ বালক আবার তাঁহার স্কন্ধে শির রক্ষা করিল। বালককে ক্ষণিক স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে যেন অতি অনিচ্ছাতেই নামাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, “এখন ঘরে যাও বাবা, পরে হয়ত কখনও—”

বলিতে বলিতে কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া তিনি অতি দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিলেন, আর একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। বালকও তাঁহাকে আর বাধা দিল না বা সহসা সেস্থান হইতে নড়িলও না, স্থিরচক্ষে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া সেই ক্রমে অপস্রিয়মান মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

৬

হাটের জনতা! গ্রামের মধ্যস্থলে হাট, আর তাহার চারিদিকে লোকসংঘ যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কয়েকখানি গ্রামের লোকই সেখানে জড় হইয়া ফিরিতেছে ঘুরিতেছে বেসাতি করিতেছে। চারিদিকে শুধু লেনা দেনা! ব্যাপারীরা তাহাদের বোঝা কমাইবার জন্য যেমন ব্যগ্র, ক্রেতারাও সেই সুযোগে অভীপ্সিত দ্রব্যের দাম কমাইবার জন্য তেমনই উৎসুক, উভয় দলে যেন একটা হারজিতের খেলা চলিয়াছে। শাকসব্জী ফলমূল আনাজের স্তূপ ক্রমে যেন লুঠের ভাবেই কমিয়া আসিতেছে, জমিয়া রহিয়াছে কেবল শুষ্ক বস্তুর দোকান! তাঁহাদের দ্রব্য নষ্ট হইবার ভয় নাই, তাই তাহার বিক্রেতারা আশানুরূপ দর কমাইতেছে না। তাঁতি জোলারা তাহাদের রং-বেরংয়ের গামছা ও বস্ত্রের গাঁটরী ধীরে ধীরে বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছে, কেন না বেলা আর বেশী নাই; কিন্তু কোন কোন নাছোড়বান্দা গ্রাহক এখনও তাহার মধ্য হইতে দুই-একখানা বস্ত্র টানিয়া লইয়া দর-দস্তুর করিবার চেষ্টা করিতেছে। মনিহারীর দোকান অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণে হাটুরিয়া-দিগের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া নিজেদের দর আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে! মুদির দোকান অটলভাবে বসিয়া, বাঁধা দরের জন্য তাহাদের কোন চাঞ্চল্য নাই। হাঁড়ি পাতিলের যেখানে স্তূপ সেই 'কুমারের' দোকানেই

গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের বেশী ভিড়! তাহারা রন্ধনস্থালীগুলি ঘুরাইয়া বাজাইয়া দর দাম করিয়া সে স্থানটি জাঁকাইয়া তুলিয়াছে।

হাটের অদূরে গ্রাম্য স্কুল। ছুটিপ্রাপ্ত বালকের দল মহা কলরবে মনোহারী দোকানের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। খাতা-পেন্সিল-কলম-লাট্টু-বাঁশী-ঘুড়ি, তাহাদের চাহিদার বস্তু অনেক, কাজেই গোলমালের আর শেষ নাই। এখানে-ওখানে দু-চারজন ভিক্ষুক ঘুরিয়া বেড়াইয়া করুণ প্রর্থানায় জনগণের মন গলাইবার চেষ্টায় ফিরিতেছে, কিন্তু কে তাহাদের দিকে মন দেয়! হাটের বেলা যে ক্রমেই ফুরাইয়া আসিতেছে। কোথাও কোন বাউল তাহার গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান ধরিয়াছে—

"এ হাটে বিকায় না কো অন্য সুত
বিকায় নন্দরাণীর সুত'
সে সুত' যে না লবে
সেই হারাবে
জন্মের মত—

অন্য একজন গাহিতেছে—

"হরি দিনতো গেল সন্ধ্যা হল
পার কর আমারে।"

সঙ্গে সঙ্গে 'গাব্‌গুবাগুব্‌' বা 'ডুব্‌কী'র তালে তাহার তাল যোগাইতেছে।

অনুচরের মস্তকে সওদা চাপাইয়া মাঝে মাঝে দুই একজন গ্রাম্য ভদ্রলোক জনতার মধ্য হইতে বাহির হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ঐরূপ এক গায়ক বাউলের নিকট একটি বালককে দণ্ডায়মান দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। ব্যস্ত হইয়া জনতা ঠেলিয়া নিকটে গিয়া

বলিলেন, "কমলাক্ষ! তুমি যে এ গ্রামে এ বেশে ভাই! তোমার দাদামশায় কই—কার সঙ্গে তুমি এখানে এমন সময়ে এসেছ?"

বালক সে ব্যক্তির মুখের পানে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আমি একাই এসেছি—না, হরিচরণদাদার সঙ্গে এসেছি।"

"কোথায় এসেছ? এই হাটে?"

বালক নিঃশব্দে অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

"তবে? চেহারাই বা এমন কেন? সমস্ত দিন কি খাওনি—স্নান করনি?"

এ প্রশ্নের আর উত্তর না পাইয়া তিনি বলিলেন, "কই তোমার হরিচরণদাদাই বা কই? সে সেই তোমাদের গ্রামের বৈরেগি ছোঁড়া তো? তার সঙ্গে তুমি একা এমনভাবে এখানে? তোমার দাদামশাই তোমার আসার কথা জানেন তো?"

"কি বাঁড়ুয্যেমশায়, কার সঙ্গে এত বকাবকি করছেন, হাট করা কি শেষ হয়নি?"

"হাট করার কথা এখন যাক্—এই ছেলেটিকে এখানে দেখে ভাবনায় পড়েছি হে!"

"কে এ ছেলেটি?"

"আরে আমাদের সান্ন্যালমহাশয়ের দৌহিত্র, তাঁর নয়নের তারা বল্লেও চলে, তাঁর সংসারের ও প্রাণ! একে এখানে এ বেশে দেখে আমার ভাল লাগ্ছে না তো! কোন্ এক বৈরাগী ছোক্রার সঙ্গে এই তিন চার ক্রোশ দূর এগ্রামে এসেছে! সান্ন্যালমশায়কে তুমি চেনো ত?"

"তাঁকে এদিকে পাঁচ-দশ ক্রোশের মধ্যে কে না জানে? প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। ছেলেটি কি উড়োনচণ্ডে গোছের হয়েছে নাকি?"

"আরে না না, একটি রত্ন বল্লেও চলে, তা কি রূপে কি গুণে! এইটুকু ছেলের মেধা আর পড়াশুনার কথা যদি শোন—সে এক আশ্চর্য্য! তাই তো ভাব্‌ছি যে—কমলাক্ষ! ওদিকে কোথায় যাচ্ছ দাদা? তোমার নিশ্চয় খাওয়া হয়নি, তুমি আমার সঙ্গে এস—তোমার হরিচরণদাদাকেও ডাক। শুনি কি ব্যাপার।"

"এই বাউলের গান শুন্‌তে সেও তো দাঁড়িয়ে ছিল, কোথায় গেল জানি না।"

"কোথায় আর যাবে, আমাকে হয়ত চেনে, দেখে হয়ত গা ঢাকা দিয়েছে। কি উদ্দেশ্যে সে তোমাকে সঙ্গে এনেছে তা তো বুঝ্‌ছি না—আচ্ছা সে কথা পরে হবে, তুমি আমার সঙ্গে এস। আমায় চিন্‌তে পারছ তো কমলাক্ষ? তোমার দাদামশায়ের আমি ছাত্র বল্লেও চলে, কতদিন তোমাদের বাড়ী—তাঁর কাছে গিয়েছি!"

"আপনাকে চিনেছি। হরিচরণদাদা আমাকে এখানে নিয়ে আসেনি, আমি নিজেই এসেছি, সে আমার সঙ্গে এসেছে মাত্র। তাকে খুঁজে না নিয়ে কোথাও আমি যাব না, আপনার সঙ্গেও যাব না, আপনি যান্‌।"

বালকের দৃঢ়স্বরে একটু আশ্চর্য্য হইয়া ভদ্রলোকটি তাহার মুখের পানে চাহিলেন। একটু থামিয়া পরে বলিলেন, "তুমি কি বেড়াতে এসেছ এ গ্রামে?"

"তাও আমি বল্‌ব না"—বলিয়া বালক সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্যই যেন অন্য দিকে চলিল। ভদ্রলোক কর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে তাহার অনুসরণ করিতে করিতে বলিলেন, "কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে যে কমলাক্ষ! এখন তো তোমরা বাড়ী যেতে পারবে না! রাত্রে কোথায় থাক্‌বে, কোথায় খাবে? তোমার হরিচরণদাদাকে খুঁজে ডেকে নিয়েই আমার সঙ্গে এস দাদা, পরে সকালে—"

"আপনি মিথ্যা ডাকাডাকি করছেন, আমি যাব না, আপনি যান্," বলিতে বলিতে বালক একটু দ্রুতপদেই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। ভদ্রলোক আর বালকের অনুসরণ না করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া যেন ইতি-কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া লইলেন।

* * *

রাত্রি গভীর—অন্ধকারময়ী! স্কুলগৃহের পশ্চাৎ দিকের বারান্দায় এককোণের মৃদু মৃদু গুঞ্জনধ্বনি রজনীর ঝিল্লীরবের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল। "ভাই কমলাক্ষ, আমার ভয় কর্ছে, তুমি বাড়ী ফিরে চল! সকালেই আমরা—"

"তুমি কিরকম বৈরাগী হরিচরণদাদা, তোমার ভয় কর্ছে? কিসের ভয়?"

"তা জানি না, তোমার দাদাঠাকুর মশায়—"

"তোমাকে বক্বেন এই তো? আমরা ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়্ব—তিনি তোমায় পাবেন কি করে যে এত ভয় লাগ্ছে তোমার? আর তাতেই বা এত ভয় কিসের তাঁকে? কেন তাঁর কথা বার বার আমার মনে পড়িয়ে দিচ্ছ? অন্য কথা বল! কাল আমরা উঠে সোজা পূর্ব্বদিকে চলে যাব—কেমন? যতদূর—নজর যাবে, ততদূর যাব—কেবলই যাব!" দ্বিতীয় কণ্ঠটি ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আমরা যতদূরই যাই না কেন ভাই, আবারও ততদূর যেতে বাকি থাক্বে; পথ কি ফুরায় ভাই, যতই চল্বে ততই বাকি থাক্বে।"

"তবুও—তবুও আমরা যাব। একদিন না একদিন তো পথকে ফুরাতেই হবে। আর না-ই যদি ফুরায়, তাই বা কি—সে তো আরও মজা।"

"সমস্ত দিন তোমার খাওয়া হয়নি, ভিজে চাল কি তুমি খেতে পার ?"

"কেন, আমি তো খেয়েছি চিবিয়ে খুব—খাইনি ?"

"তাই তো ভাব্ছি যদি অসুখ করে, দাদাঠাকুর মশায় এতক্ষণ কি করছেন না জানি—"

"আবার সেই কথা ? এই রাত্রেই আমি বেরিয়ে পড়ছি তা হলে। চল্লাম !"

আস্তে ব্যস্তে তাহাকে যেন চাপিয়া ধরিয়া দ্বিতীয় কণ্ঠ আর্তস্বরে বলিল, "আর বল্বো না ভাই ! তুমি এই চাদরখানার ওপর শোও ! এই ঝুলিটি মাথায় দাও ! অনেক রাত হয়েছে, খুব ভোরে আবার তো চল্তে হবে, এইবার ঘুমোও।"

"হরিচরণদাদা, তুমি নিজে মাটীতে হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে আমাকে এইসবে শোয়াচ্ছ, ভাব্ছ আমি মাটীতে খালি মাথায় শুতে পার্ব না। আচ্ছা, আমি কত কি যে পারব, তা তুমি এর পরে দেখে নিও—"

"তা আমি এখনই বুঝ্তে পার্ছি ভাই, এখন ঘুমোও !"

* * *

একটা সমবেত লোকসমাগমের চাপা কণ্ঠস্বরে এবং চক্ষে আলো লাগায় উভয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া বসিতে না বসিতে কমল দুইটি প্রসারিত বাহু বেষ্টনে বেষ্টিত হইয়া এক বিশাল বক্ষের মধ্য আবদ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের উল্লাসসূচক কণ্ঠধ্বনি "। এইখানেই ছিল ! আমার লোক ওদের ওপর চোখ রেখে রাত্রে এখা এদের ঢুকতে দেখেছিল, তবু আমার ভয় লাগ্ছিল যদি পালায় আপনি যতক্ষণ না এসে পড়েছিলেন সান্ন্যালমশায়, ততক্ষণ আমি

ছট্‌ফট্‌ করেছি! যাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম সে লোকটা ঘোড়ার মতই দৌড়ুতে পারে দেখ্‌ছি—য়ঁ্যা ?”

কাহারও নিকটে সাড়া না পাইয়া তিনি কুণ্ঠিত জড়সড়ভাবে একপাশে উপবিষ্ট হরিচরণকেই আক্রমণ করিলেন, “তুমিই বা কেমন ছোক্‌রা হ্যা—এই ঘরের এই ছেলেকে নিয়ে এমনি ভাবে পালিয়ে যাচ্ছ? তোমার বৈরেগিগিরির সাক্‌রেদ আর খুঁজে পেলে না? তোমাকে আচ্ছা করে—”

বাধা দিয়া গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হইল, “নির্দ্দোষীকে তিরস্কার ক’র না! আমি জানি এই রকমই ঘটবে। কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন অন্ততঃ ঘরে থাক কমলাক্ষ! সেও বোধ হয় খুব বেশী দিন নয়। সেই ক’টা দিন আমার বুকেই থাক দাদু।”

বক্ষে আবদ্ধ বালক এতক্ষণ যেন পাথরের মতই কঠিনভাবে স্তব্ধ হইয়াছিল। ক্রমশ তাঁহার আশ্রয় স্থানের অনির্ব্বচনীয় স্নেহোত্তাপে ধীরে ধীরে যেন গলিতে গলিতে কোমল হইয়া ক্রমে তাহাতে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। সেই আশ্রয়স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া সেই বিপুল বক্ষে মাথা রাখিয়া বালক শীঘ্রই যেন একেবারে ঘুমাইয়া পড়িল।

৭

বিস্তৃতহৃদয়া নদী বহিয়া যাইতেছে, কূলে একটি অর্দ্ধ শহর বা জেলার মহকুমা। একখানি নৌকা আসিয়া নদীর কূলে ভিড়িলে দুইটি উদাসীন মূর্ত্তি তটে অবতরণ করিলেন। এক জন অতি তরুণ, কিশোর বলিলেও চলে, অন্যটি পূর্ণ যুবা। উভয়েরই বৈষ্ণবের বেশ! কিশোরটি বয়োজ্যেষ্ঠকে বলিলেন, “এ যে শহরে এনে ফেল্‌লেন ব্রহ্মচারী! এইখানে আপনার গুরুদেবের বাস? এত লোক সংঘটের মধ্যে?”

"গিয়ে দেখ্‌বে চল, এই লোকালয়েও কেমন সব ব্যক্তি বাস করেন। তোমার সঙ্গীত আর সুরের দিকে যে রকম ঝোঁক, তাঁকে পেয়ে তুমিও সুখী হবে, আর তাঁকেও তোমাকে একটু পাইয়ে দিই। আমি তো তাঁর উপযুক্ত শিষ্য হতে পারিনি।"

"রক্ষা করুন, ও রকম কথা বললে আর আমি একপাও এগোবো না!"

"কি কর কমলাক্ষ! চল, ভাল, আর কিছু বল্‌ব না।"

"মনেও ভাব্‌বেন না বলুন! মনে পাপ থাক্‌লেই কোন সময়ে প্রকাশ পাবে।"

"আচ্ছা তাই হবে, চল!"

উভয়ে অনতিবিলম্বে একটি গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ—ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত যুবক, অগ্রসর হইয়া কাহার নাম ধরিয়া আহ্বান করিতেই একটি সুদর্শন যুবক বাহির হইয়া আসিল এবং ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া সহর্ষে "আসুন দাদা, কতদিন পরে" বলিয়া সম্ভাষণ করিতে করিতে সঙ্গের তরুণটিকে দেখিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল—পৌর্ণমাসী বা প্রতিপদের চাঁদ প্রভাত অরুণোদয়ে যেমন মুগ্ধ ও রুদ্ধগতি হইয়া ক্ষণকাল পশ্চিমাকাশে দাঁড়ায়। ব্রহ্মচারী বুঝিয়া সহাস্যে বলিলেন, "এটি আমার ছোট ভাই বলেই জেন'। বাবাকে দর্শন করাতে এনেছি।"

"আসুন আসুন" বলিয়া যুবক ব্যস্তভাবে অভ্যাগতদিগকে পথ দেখাইয়া অগ্রসর হইল এবং গৃহমধ্যস্থ একটি কক্ষমধ্যে পৌঁছিল। সেখানে একজন বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি উপবিষ্ট, ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকটস্থ হইয়া আভূমি নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বয়ঃকনিষ্ঠও প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ যেন একবার

চমকিত হইয়া উঠিল। বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিকটে বসিতে বলিলেন।

গম্ভীর প্রশান্তমূর্ত্তি! শ্বেত কেশজাল স্কন্ধ বহিয়া প্রায় পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতেছে, শ্বেতশ্মশ্রুতে বক্ষোদেশও আচ্ছন্ন। কারুণ্যপূর্ণ চক্ষু দুটিতে কি যেন একটি আলো মাঝে মাঝে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার তখনই নেত্র দুটিকে স্নেহ সরলতায় ভরিয়া দিতেছে। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, গৈরিকবাসে আবৃত দিব্য তেজোময় অবয়ব! নবাগত তরুণ স্থিরচক্ষে সেই মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিলেন। বর্ষীয়ান্ ব্রহ্মচারীকে কুশল প্রশ্ন করিয়া প্রীত সহাস্যমুখে তরুণের দিকে লক্ষ্য করিয়া শিষ্যকে প্রশ্ন করিলেন, "এ বস্তুটিকে কোথায় পেলে বাবা? আজ প্রভাতকে সুপ্রভাতই বল্‌তে হবে, যে প্রভাতে আমাদের গৃহে এমন অরুণের উদয়!"

ব্রহ্মচারী নতমুখে বলিলেন, "কিছুদিন হতেই এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।"

"বাবা জীবানন্দ কি এর মধ্যে দীক্ষাও হয়েছে নাকি?"

"না প্রভু। ইনি সম্প্রতিই গৃহত্যাগ করেছেন। এঁর পূর্ব্বে নিবাস যে গ্রামে ছিল, কয়েক বৎসর সেই স্থানে যাতায়াতেই এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। ইনি মহাত্মা দর্শনে উৎসুক, তাই শ্রীচরণে উপস্থিত করিয়াছি।"

"বয়স অতি অল্প, তাতে এই আলোকসামান্য রূপ! দীক্ষা যদি না হয়েছে তবে এই বৈষ্ণবের বেশ কে দিলে?"

"এঁর গৃহস্থাশ্রমই বৈষ্ণবাচরণের অনুকূল ছিল। সে গৃহে বিষ্ণু বিগ্রহসেবা নিত্য নিয়মিত, এঁর মন এবং সংস্কারটিও সেইভাবে অনুপ্রাণিত বুঝে পথে বার হবার সময় এই বেশই উপযুক্ত বলে আমরা মনে কর্‌লাম।"

প্রবীণ ব্যক্তি ঈষৎ যেন চিন্তা করিয়া অম্লান প্রফুল্লমুখেই বলিলেন, "তোমার বৈষ্ণবী দীক্ষার গুরুদেবের কাছেই আগে একবার নিয়ে গেলে না কেন? তাতেই বোধ হয় এঁর বেশী উপকার হত! প্রথম জীবনের আরম্ভে ভাবের অনুকূল পুষ্টিই সমধিক প্রয়োজনীয়।"

তরুণ উদাসীন এতক্ষণ নত মস্তকেই বসিয়াছিলেন, এইবার মুখ তুলিয়া বক্তার দিকে চাহিলেন। যেন প্রভাতের আলোকে রক্ত কোকনদ ফুটিয়া উঠিল। নয়ন কমল ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া বক্তার উদ্দেশে ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত বলিতে লাগিলেন, "আমি কোন ভাবকেই এখনো দৃঢ় করে অনুভব করতে পারিনি প্রভু। আমার এ বেশ নিতান্তই একটি বেশ মাত্র। উনিই এ বিষয়ে আমার পরামর্শদাতা।"

বর্ষীয়ান প্রীতভাবে বলিলেন, "কণ্ঠস্বরটিও আকৃতির অনুরূপ! এ বেশটি তোমার আকৃতির অনুরূপই হয়েছে বাবা, এ বিষয়ে আমাদের ব্রহ্মচারীর বেশ রুচি আছে। আমি যেন সম্মুখে তরুণ নবদ্বীপচন্দ্রকেই দেখ্‌ছি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উভয়হস্ত জোড় করিয়া ললাটের উপর ধরিলেন, শ্রোতারাও সেই সঙ্গে সেইরূপ ভাবে প্রণত হইল। তরুণ উদাসীনের আরক্ত আভাময় শুভ্রোজ্জ্বল মুখ দ্বিগুণ আরক্ত হইয়া তাহা হইতে কুণ্ঠিতভাবে এই কথা কয়টি মাত্র বাহির হইল, "আমি জানি, আমি এ বেশের নিতান্তই অনুপযুক্ত।"

"না বাবা, হয় ত তুমিই এ বেশের উপযুক্ত! লক্ষণই যে তোমার অনন্যসাধারণ!" তরুণ উদাসীন ব্রহ্মচারীর পানে চাহিলেন। যেন তাঁহার নয়নসঙ্কেতেই প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এঁর যিনি প্রতিপালক, তিনি অতি মহদাশয় গূঢ় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন! তিনি নাকি আদর করে শৈশবে এঁকে বলেছিলেন যে, 'এই কপালে এই নাসিকায়

তিলক দিয়ে বৈষ্ণবের বেশ কেমন দেখায় দেখ্‌তে আমার এক একবার সাধ হয়!' এঁর মুখে সেই কথা শুনে—এঁর নিষ্ক্রমণের সময় সেই বেশ ধরাই আমার উচিত মনে হয়েছিল।"

গৃহস্বামী একইভাবে প্রসন্নমুখে বলিলেন, "এরা যে বেশ ধর্‌বে সেই বেশই ধন্য হয়ে যাবে, সুন্দরতর হয়ে উঠ্‌বে, এম্‌নি লক্ষণযুক্ত এঁর মূর্ত্তি। তবে এই কথার সঙ্গে এ বেশের যৌক্তিকতা আছে বটে! বাবার নামটি কি?"

"কমলাক্ষ!"

"নামটিও তেম্‌নি, কিন্তু মাত্র একটি বিশেষণে তো সবটা বলা হল না এঁর, সর্ব্বাঙ্গই যে কমলে গঠিত, অথচ তার মধ্যে বজ্রাদপি কঠোর প্রাণের অস্তিত্বও প্রকাশ পাচ্চে। এঁর প্রতিপালক জীবিত অবস্থাতেই কি ইনি গৃহত্যাগ করে এলেন?"

তরুণকে একটু বিচলিত হইতে দেখিয়া ব্রহ্মচারী সংক্ষেপে 'না' মাত্র বলিয়া একথার উপসংহার করিতে চাহিলেন। তরুণ একটু অগ্রসর হইয়া জোড়হস্তে বর্ষীয়ান্‌কে বলিলেন, "প্রভুকে কি এর আগে আমি কখনো দেখেছি?"

গৃহস্বামী ঈষৎ বিস্মিত এবং ব্যগ্রভাবে তাঁহার দিকে সরিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "কই, না বাবা, তোমাকে কখনো দেখার আনন্দলাভ করেছি বলে তো মনে হয় না! তা হলে কি ভুল্‌তে পার্‌তাম! আমাকে 'প্রভু' কেন বল্‌ছ বাবা! দেখ্‌ছ তো আমি গৃহী! মনের সাধ মেটাবার জন্যই গৈরিকখানা পরেছি মাত্র।"

"আপনাকে এ সম্বোধন আপনা হতেই আমার মনের মুখে আস্‌ছে! শৈশবকালে অর্থাৎ—সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে আপনারই মত একজন মহাপুরুষের ক্ষণিক সঙ্গলাভ অদৃষ্টে ঘটেছিল। এম্‌নি মহাদেবের মত

মূর্ত্তি, তবে আপনার অপেক্ষা তিনি যেন একটু খর্ব্বাকার ছিলেন মনে হচ্চে। তাঁকে আমি মনে মনে কেবলই খুঁজি! তিনি যেন আমায় পুনর্দর্শনের আভাসও দিয়েছিলেন এমনি আমার মনে হয়!”

“না বাবা, দেখ্ছই তো আমি পুত্রকলত্রযুক্ত গৃহী! চিরদিন একস্থানেই বদ্ধ। যাক্, তোমরা পথশ্রমে ক্লান্ত, আমার ভাগ্যে যখন এ গৃহে অতিথি হয়েছ তখন আশা করি কিছুদিন আমার কাছে থাকবে! কি বল ব্রহ্মচারী, আপত্ত্য নাই তো কিছু?”

ব্রহ্মচারী জোড়হস্তে মাথা নত করিয়া উত্তর দিলেন, “প্রভুর অনুগ্রহ!”

বর্ষীয়ান্ একটু জোরের সহিত হাসিয়া উঠিলেন, “তোমার এই নবীন বৈষ্ণব-জীবনের বিনয়ের জ্বালায় তো আর বাঁচি না। ও জিনিষটা আমাদের বাবাজী মশায়দের জন্য রেখে আমার সঙ্গে তুমি ও তোমরা আমার সন্তানের মতন ব্যবহারেই চল!”

ব্রহ্মচারী পুনশ্চ সেইভাবেই উত্তর দিলেন, “সন্তানও কি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে শিষ্যোচিত ব্যবহারেই পিতার কাছে চল্‌বে না?”

“কিন্তু সদাসর্ব্বদার সঙ্গে তা কি ঘটে?”

“দাস তো অনেকদিনই শ্রীচরণ ছাড়া!”

“তোর কাছে আমি হার্‌লাম বাবা! যা এখন আমাদের এই নতুন ধনটিকে আদর যত্ন কর্।” পুত্রের দিকে চাহিয়া আদেশ দিলেন, “এঁদের ভিতরে নিয়ে উপযুক্ত পরিচর্য্যাদি কর।”

পূর্ব্বোল্লিখিত যুবক এতক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের বাক্যালাপ শুনিতেছিল। এইবার আনন্দপূর্ণ মুখে অগ্রসর হইয়া তরুণ উদাসীনকে হস্ত ধরিয়া আসন হইতে তুলিলেন এবং ব্রহ্মচারীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “দাদা, উঠুন!”

"ওঁকে নিয়ে তুমি যাও ভাই, আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

অল্পক্ষণেই উভয় তরুণের মধ্যে যেন একটি বিমল সখ্যভাব স্থাপিত হইয়া গেল। গৃহস্বামীর পুত্র একটু বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও অপেক্ষাকৃত তরুণের গাম্ভীর্য্যেই এ সখ্যভাব কিছুমাত্র বিসদৃশ বোধ হইল না। বহু কথোপকথনের মধ্যেই তরুণ উদাসীনের স্নানাদি শেষ হইলে একটি ক্ষুদ্রতর কক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া গৃহস্বামীর পুত্র বলিলেন, "এই ঘরে বাবা স্বরসাধনা করেন। এইখানে তাঁকে শিবশ্যামা দর্শন দেন্!"

উভয় মস্তক একসঙ্গে সেই গৃহের দ্বারদেশ স্পর্শ করিল।

৮

প্রদোষে সেই কক্ষমধ্যে কথোপকথন চলিতেছিল।

"বাবা কমলাক্ষ! কি আনন্দেই যে আছি এ ক'দিন! জানি তুমি চিরদিন আমার কাছে থাকবে না, কোন বন্ধনই তোমায় হয় ত বাঁধ্তে পারবে না, তবু মনে হয় আর কিছুদিন থাক।"

"প্রভু, অনেক দিনই তো হল! এ আনন্দের স্মৃতি হয় ত চিরকালই আমার মনে থাক্বে, তবু তো একদিন এর শেষ হবেই, একদিন—"

"যেতে তো হবেই—এই কথা বল্তে চাও? সে তো একদিন সব জিনিষের শেষ আছেই, কিন্তু আমি ভাব্ছি, তুমি যে আমার কাছে এলে আমি তোমায় কি দিলাম!"

"অনেক, অনেক। সে কথা তো আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না, তা ছাড়া দাদাদের স্নেহে আদরে—" বলিতে বলিতে তরুণ উদাসীন যেন নিজ মনেই একটু চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু গৃহকর্ত্তা তাহা লক্ষ্যমাত্র না করিয়া বলিয়া চলিয়াছেন, "সন্ধ্যাটা বড় আনন্দেই কাটে, সে আনন্দ-মেলাটা ভঙ্গ হয়ে যাবে।"

"আপনার সে আনন্দ তো কারও অপেক্ষা রাখে না। আমি আমার এই অনুভবটি অনুচার্য্যই রাখ্‌তে চাইছি। আপনার এই নিত্যকার সাধনায় আমার মত ব্যক্তিকেও যে সঙ্গী করেছিলেন এ সৌভাগ্য কখনো ভুল্‌ব না। সাক্ষাৎ মহাশিবের স্বর-সাধনানন্দই যে আমাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়েছেন।"

গভীর আবেগভরা দৃষ্টিতে তরুণের মুখের পানে চাহিয়া বর্ষীয়ান্‌ বলিলেন, "না না, তোমাকে দিয়ে যে আমার সাধ মেটে নি, কমলাক্ষ! মনে হয়, বুকটা উজাড় করে যা আমার আছে সব তোমায় ঢেলে দিই।"

তরুণের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, দেহ যেন ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল, তখনই সে ভাবটিকে সংযত করিয়া অকম্পিত স্বরে উদাসীন বলিলেন, "আপনার এমনি কৃপার অনুভব পেয়েই আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে যে! আপনার এই স্নেহে আমার পূর্ব্বজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বন্ধনের কথাই কেবল মনে আসে, আপনার আলিঙ্গনের মধ্যে সেই বক্ষের সাদৃশ্য অনুভব করেই আমি চমকিয়া উঠি, মনে হয়—আপনি ত্যাগ করলেও বুঝি এর পরে আমি যেতে পারব না, তাই—"

"তাই তুমি এ বন্ধনকেও শীঘ্র কাটতে চাও! বাবা, তোমার কথা ব্রহ্মচারীর মুখে কিছু কিছু শুনেছি। সংসারে যা লোকে কামনা করে তোমার তা এমন প্রচুর ছিল যে তাই নাকি তোমার বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল! রাজবেশ ছেড়ে তুমি চীরখণ্ড পরে আনন্দে অধীর হয়েছ! ভিক্ষান্নে তোমার পরমানন্দ! আমার মনে হয়েছিল তোমাকে কাশী যেতেই পরামর্শ দিই, কিন্তু—"

"আমারও তাই ইচ্ছা, কিন্তু প্রভু কি আমাকে তার অনুপযুক্ত মনে করেন?"

"অনুপযুক্ত! যাঁদের যথার্থ বেদান্ত পাঠের অধিকার আছে, তোমাতে তাঁদেরই সহধর্ম্মিত্ব আমি লক্ষ্য করেছি। এই সুতীক্ষ্ণ মেধা, এই বয়সে এতখানি শাস্ত্রজ্ঞান, তার উপরে বৈরাগ্য! এই মাথায় সেই ব্রহ্মদর্শন যে কি ভাবে স্ফুরিত হবে সে শোভা দেখার বড়ই সাধ জন্মাচ্ছিল। তোমার অভিভাবক তোমায় মালা তিলকধারী বৈষ্ণববেশে দেখার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, তোমায় কাষায় বস্ত্রপরা মাথা মুড়ানো যতির বেশে দেখি। এই 'ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল' দেহের সে শোভা আমি কল্পনার চোখে দেখেও আত্মহারা হই। সাধে কি সেদিন শ্রীচৈতন্যপ্রভুর নাম তুলনার স্থলে মনের মুখে এসেছিল? তুমি কুণ্ঠিত হয়ো না—আর তোমার সাক্ষাতে উচ্চারণ কর্‌ব না—মনেই থাক্।" বলিয়া বর্ষীয়ান সস্নেহে হাসিলেন।

তরুণ উদাসীন জোড়হস্তে নতমুখে বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন। কিন্তু তবুও অন্য কিছু যেন বল্‌তে চাচ্চেন মনে হচ্চে? আদেশ করুন অসঙ্কোচে!"

"আদেশ নয় কমলাক্ষ! ভাব্‌ছি। শুন্‌লাম তুমি ভিক্ষা আহরিত কদন্ন নারায়ণকে নিবেদন কর্‌তে গিয়ে নাকি এক একদিন চোখের জল ফেল? ক্ষীর সর নবনীত যাঁকে নিবেদন করেছ তাঁকে কদর্য্য অন্ন নিবেদনে ক্লেশবোধ কর! এ ভাবটা যে একটু অন্য বস্তু! তাই আমার এখন মনে হয়েছে, তুমি আমার ব্রহ্মচারী বাবার পরবর্ত্তী গুরুদেব বাবাজী মহাশয়ের কাছে গেলেও মন্দ হয় না! ব্রহ্মচারী আমার কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর মর্ম্মের অনুকূল বস্তু পান্‌নি, তাই তাঁকে আবার দীক্ষান্তর, সাধনান্তর নিতে হয়েছে। তাই মনে হয়, তোমার এই নবীন সাধনোন্মুখ জীবনে বেশী কিছু হাঙ্গামা না ঘটে! তুমি যেন—"

"ঘটুক, তাতে আমি ভীত নই, তবু যেন যা চরম ও পরম সত্য তা থেকে চরম বঞ্চিত না হই! তার জন্য যত ঝঞ্ঝা, যত হাঙ্গাম ঘটে ঘটুক!"

বর্ষীয়ান্ গভীর আবেগে সহসা উদাসীনকে আলিঙ্গন করিলেন। গাঢ়স্বরে বলিলেন, "এ উদ্যমের কখনো পরাজয় ঘটে না, এমনি সাহসই তো চাই। এক সত্যই যে ভুবনে কত ভাবে প্রকাশিত হয় তাও যে অনুভব করার প্রয়োজন। আমি যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি তুমি—" বলিতে বলিতে তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চল সময় হয়েছে।"•

সেই ক্ষুদ্রতর কক্ষে পৃথক পৃথক আসনে তিনজনেই উপবিষ্ট। বর্ষীয়ানের হস্তে একটি বাদ্যযন্ত্র! তাহা হইতে তিনি এক অদ্ভুত শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছিলেন! এমন শব্দসৃষ্টি শ্রোতারা বোধ হয় কখনও শোনেন নাই, তাই তাঁহারা নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতই বসিয়া শুনিতে-ছিলেন। যন্ত্রের অভ্যন্তর হইতে এক অপূর্ব্ব ধ্বনি উঠিয়া কক্ষের আকাশ বাতাসকে এক উদাত্ত গম্ভীর শব্দে পূর্ণ করিতেছিল। গায়কের কণ্ঠ হইতেও তাহার যেন প্রতিধ্বনি জাগিয়া সেই শব্দকে দ্বিগুণ গভীর করিয়া তুলিতেছে। শ্রোতাদের ভাবকণ্টকিত দেহের মধ্য হইতে একটি কণ্ঠ হইতে এই শব্দটি ফুটিল—"নাদব্রহ্ম!"

ভাবের আবেগে সাধকও সহসা উচ্চারণ করিলেন—"মা—মা!" আবার তিনি সেই শব্দের মধ্যেই যেন ডুবিয়া গেলেন। শ্রোতা দুইজনও নিজ নিজ আবেগে পূর্ণ!

তরুণ উদাসীন সহসা সেই ভাবমগ্নতার মধ্য হইতে নিজেকে টানিয়া তুলিলেন। কণ্ঠকে ঈষৎ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বর্ষীয়ানের সঙ্গে স্বর মিলাইতে গেলেন। এই একবার চেষ্টার পরই সেই উদাত্ত কণ্ঠের সঙ্গে

স্বর মিলাইতেই সাধকের কণ্ঠ ও যন্ত্র যেন দ্বিগুণ বেগে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়া একটা গভীর ওঁকার ধ্বনিকে অতি পরিস্ফুট করিয়া তুলিল।

এমনই গাম্ভীর্য্যময় পূর্ণতার মধ্যে তরুণের দৃষ্টি সহসা কক্ষের ভিত্তি-গাত্রে আকৃষ্ট হইতেই তিনি চমকিত হইলেন। সে গৃহের ভিত্তিতে একখানি অতি সাধারণ চিত্র—একখানি কালিকামূর্ত্তির ছবি বিলম্বিত ছিল। ঠিক্ তাহারই সম্মুখে বসিয়া সাধক তাঁহার স্বরসাধনা করিতেন। সেই ছবিখানির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তরুণ উদাসীন দেখিলেন, সে ভিত্তিগাত্র আর নাই, সমস্তই একেবারে খোলা, যতদূর দৃষ্টি পড়িতেছে সব একেবারে শূন্য, দৃষ্টি একেবারে অব্যাহত, আর তাহারই মধ্যে সেই ছবিটি শূন্যেই যেন লম্বিত এবং ক্রমশ বর্দ্ধিত আয়তন হইয়া দুলিতে দুলিতে তাঁহাদের নিকটস্থ হইতেছে। চারিদিকে কি ঔজ্জ্বল্য! তীব্র মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোকে সব যেন ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই আলোকের কেন্দ্রস্থিতা সেই মূর্ত্তি যেন সজীব, যেন মানবের মতই দৃষ্টিশক্তিসম্পন্না! বুঝি বাক্‌শক্তিও এখনি স্ফুরিত হইবে. ওষ্ঠে ও অধরে এমনি হাসির আভাস! উদাসীনের মনে হইল যেন চরাচর সমস্তই সেই ছবির সঙ্গে দুলিতেছে।

সাধক এক ভাবেই ওঁকার নাদে মগ্ন রহিয়াছেন, ব্রহ্মচারীও ধীর স্থির মূর্ত্তি; কেহই তো কোন ভাবান্তর প্রকাশ করিতেছে না, কেবল তাঁহারই কি এই ইন্দ্রজাল অনুভব হইতেছে? উদাসীন যেন নিজের উপরে একটা সচেতনত্বের দৃঢ়তা আনিয়া স্থিরভাবে সেই মূর্ত্তির পানে চাহিলেন। দৃশ্যের কিছুই পরিবর্ত্তিত হইল না, সেই মধ্যাহ্ন রৌদ্রোজ্জ্বল নির্ম্মেঘ নীলাম্বরের মত বর্ণদ্যুতি হইতে সেই অপূর্ব্ব আলোকের সৃষ্টি হইয়া চলিতেছে। সেই আলোতে যেন চরাচর গলিত রৌপ্যধারার মত গলিয়া পড়িতেছে, তীব্রোজ্জ্বল সে ধারা! তরুণ তাঁহার দৃষ্টিকে

সেই নীলোজ্জ্বল বর্ণদ্যুতির মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া সহসা আবিষ্টের মত গাহিয়া উঠিলেন—

"এ রূপ কোথায় পেলি নবনীরদবরণি !
তোর ঐ বরণ দেখে (আমার) হৃদয় কাঁপে ভুবনমোহিনী ।"

সাধকের যন্ত্র আবার সবেগে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘন গম্ভীর "মা মা" ধ্বনি গৃহকোণকে পূর্ণ করিয়া তুলিল। ব্রহ্মচারী যিনি এতক্ষণ নিঃশব্দে একভাবেই বসিয়াছিলেন তিনি সহসা কক্ষতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটি শব্দ ক্ষণে ক্ষণে উচ্চারিত হইতে লাগিল, "নীরদবরণ, নবনীরদবরণ !" তরুণ উদাসীন দেখিলেন, তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, ললাটের শিরাগুলি স্ফীত, সর্ব্বাঙ্গ কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে স্বেদ জলে পূর্ণ, ক্ষণে ক্ষণে সে দেহ কণ্টকিত স্তম্ভিত হইয়া উঠিতেছে, চক্ষুযুগল নিমীলিত। সাধক এক ভাবেই শব্দব্রহ্মে লীন, মাঝে মাঝে তাঁর দেহ যেন ঝাঁকিয়া উঠিতেছে, কণ্ঠ হইতে এক একবার সেই "মা—মা" শব্দ বহির্গত হইতেছে, সম্মুখে সেই আলোক ও আলোক-মধ্যস্থা অপরূপ-মূর্ত্তি !

ব্রহ্মচারীর মুখ ক্রমে শবের মত বিবর্ণ হইয়া উঠিল। বেতসলতার মত কম্পিত দেহ ক্রমে কাষ্ঠ কঠিন, মুখের সেই অৰ্দ্ধস্খলিত বাক্য 'নব নীরদবরণ' শব্দও ক্রমে থামিয়া গেল। ব্রহ্মচারী একেবারে সংজ্ঞাহীন।

সকলের এই অবস্থার মধ্যে তরুণ উদাসীন স্থির উন্নত দেহে একমাত্র দ্রষ্টা, একমাত্র সাক্ষীর মত অটলভাবে বসিয়া রহিলেন। ভাবের সমুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গে 'উথাল পাথাল' হইয়া আবার ক্ষণে ক্ষণে অসীম স্তব্ধতার সঙ্গে ঘন আনন্দের সমাধিতে যেন মগ্ন হইয়া পড়িতেছে, তার মধ্যে তিনিই একাম্নেক সসংজ্ঞ সম্বিতযুক্ত, যেন সেই সমুদ্রে রাজহংসের মত।···

বহুক্ষণ পরে সাধক উঠিয়া তরুণ উদাসীনকে একটা বেগের সহিতই গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গিত ব্যক্তিকে যেন নিজের অন্তর হইতে নিজেকেই দান করিয়া ফেলিয়া আবিষ্টভাবে বলিলেন—

"তোমায় যিনি পথ দেখাবেন তিনি এখনো তোমাকে খুঁজে পান্‌নি! কোথায় তিনি বুঝি তোমার অপেক্ষাতেই আছেন। নিজেই তিনি তোমায় খুঁজে নেবেন, তুমি নিজের মনে কেবল অগ্রসর হয়ে চল! নিজেই বুঝি তুমি তোমার পথ-প্রদর্শক, এর বেশী আর কিছু বল্‌তে পারছি না। তুমি আমায় তো প্রশ্ন করনি, নিজের মনের মধ্যে এই কথাগুলো যেন আমি কুড়িয়ে পাচ্ছি আর সেই আনন্দে বলে যাচ্ছি! আর কিছু না।"

৯

দক্ষিণ বঙ্গের গঙ্গার পূর্ব্বতীরের এক স্থানে সামান্য একটি দেবালয়কে উপলক্ষ করিয়া বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে একখানি গ্রাম ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। গ্রামবাসীরা অবশ্য তীর হইতে অন্তত অর্দ্ধক্রোশ দূরেই নিজেদের আবাস বাঁধিতেছিল, কিন্তু এক দুঃসাহসী ব্যক্তি ভাগীরথী-গর্ভের বালুকারাশি শেষ হইয়া যেখানে উচ্চ তটরেখা আরম্ভ হইয়াছে তাহার সামান্য দূরেই কতকগুলা তৃণাচ্ছাদিত গৃহ তুলিয়া কয়েক বৎসর হইতেই বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমেই সে গৃহশ্রেণী বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া দেবালয়টিকেও নিজ আবেষ্টনের মধ্যে লইবার উদ্যোগ করিতেছিল। ইতিমধ্যে গঙ্গাতীরে একখানি পুষ্পোদ্যানও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে; গৃহস্থের গাভী গরু-মহিষ জমিজমা এবং তদনুসঙ্গী রাখাল কৃষাণ শস্যের জন্য 'খামার' ইত্যাদি ক্রমেই বর্দ্ধিতায়তন হইয়া

সেইখানেই একটি 'উপগ্রামের' সন্নিবেশ হইয়াছে। ইহা ছাড়া গৃহস্থের আর একটি কার্য্যই সাধারণ গ্রামবাসীদের চক্ষে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য হইতে উচ্চ পদ দিয়াছিল। গৃহপ্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি বিদ্যার্থী ছাত্রও গৃহস্থদের সঙ্গে আসিয়া লম্বা একখানা ঘর দখল করিয়াছিল এবং তাহাদের পাঠের শব্দে গঙ্গাতীর সর্ব্বদা মুখরিত হইত। এই ছাত্রগুলির এবং গৃহস্বামী তথা তাঁহার পরিজন-বর্গের এমন একটি স্বাতন্ত্র্য ছিল যে, গ্রামবাসী সকলেই তাহাদের অতি সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত। তাহারা যেন সাধারণের মত নয়। তাহাদের রুক্ষ কেশ, তৈলহীন দেহ, অসংস্কৃত সঙ্কীর্ণ বসন, প্রতিদিনের নিয়মিত গঙ্গাস্নান ও কথাবার্ত্তা চালচলনে অনভিজ্ঞ গ্রামবাসী তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য-যুক্ত অধ্যয়নের তত্ত্ব না বুঝিলেও তাহাদের সান্নিধ্য মাত্রেই তাহারা একটু দূরে দূরে থাকিয়া বিস্মিত চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। পুষ্পোদ্যানের নিকটেই যে ঘাটে তাহারা স্নান করিতে নামিত গ্রামবাসী ও বাসিনীরা সে ঘাট সুবিধাজনক হইলেও তাহা পরিহার করিয়া 'আঘাটা'তেই নিজেরা একটি ঘাট সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল। যখন এই 'ঠাকুর'রা তাহাদের দ্বিপ্রাহরিক স্নানে জলে নামিত সেই সময়টিতে মাত্র তাহাদের তরুণ যৌবন বা কিশোরস্বভাবসুলভ কিছু খেলাধূলার চাঞ্চল্য তাহাদের চোখে পড়িত মাত্র। তাহাদের বুদ্ধির অনধিগম্য হইলেও 'ঠাকুর'দের এই সময়ে যে বাক্-বাহুল্যের এবং কখনও উচ্চ কখনও হাস্যযুক্ত কণ্ঠস্বরের রোল উঠিত তাহাতে গ্রামবাসীরা যেন পরম পরিতুষ্টভাবে ঈষৎ নিকটস্থ হইয়া তাহাদের সেই জলক্রীড়া এবং বাকৃতর্ক একমনে শুনিত ও দেখিত। বোধ হয়, মনে মনে ভাবিত, "না 'ঠাকুর'রা আর যাই হোক্, মানুষের ছেলে-ছোকরাই বটে।" নারীরা কিন্তু প্রত্যূষে বা সন্ধ্যায় জলাহরণে আসিয়া ইহাদের সংযত গম্ভীর সেই দ্বিকালিক স্নানের ব্যাপার দেখিয়া

ইহাদের মুনিঋষির পর্য্যায়েই ফেলিয়া মাহাত্ম্যে অভিভূত হইয়া তেমনি দূর হইতেই অবগুণ্ঠনের অন্তরালে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত এবং গ্রামে গিয়া ভক্তিগদ্‌গদ্ চিত্তে তাহার ব্যাখ্যান করিত। তবে তাহাদেরও নিকটস্থ হইবার সময় ছিল। যখন সেই আশ্রমের কর্ত্রী (ইহা অবশ্য প্রথমে গ্রামবাসিনীদের কল্পনাই ছিল) এবং তাঁহার সঙ্গে রুক্ষকেশ-ধূসরবসনা একটি তরুণীও স্নানার্থে ঘাটে নামিতেন তখনই তাহারা আলাপ জমাইবার জন্য অগ্রসর হইত। মেয়েটির সঙ্গে কিন্তু তাহা জমিত না। বিদ্যার্থী তরুণকয়টির স্নানের অব্যবহিত পরেই তাঁহারা ঘাটে আসিতেন এবং মেয়েটিও তাহাদের মত মৌন সংযতভাবে ঝুপ করিয়া জলে নামিয়া কয়েকটা ডুব দিয়া উঠিয়াই আশ্রমাভিমুখে চলিয়া যাইত; মাথা মুছিবার বা বস্ত্রের জল নিষ্কাসনের জন্যও একবার দাঁড়াইত না। গৃহিণীটিই কেবল শান্ত স্নিগ্ধ মুখে প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহাদের কৌতূহলের কিছু নিবৃত্তি করিতেন। তাঁহার নিকটেই তাহারা শুনিয়াছে যে গৃহকর্ত্তা তাঁহার স্বামী, কন্যাটি তাঁহার বিধবা কন্যা এবং ছেলেগুলি তাঁহার স্বামীর শিষ্য ও ছাত্র। এই ছেলেগুলির মধ্যে তাঁহার নিজ সন্তানও আছে। শুনিয়া সরলা গ্রাম্য রমণীদের কৌতূহল শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিত কিন্তু গৃহিণীরও স্নিগ্ধ অথচ গাম্ভীর্য্যযুক্ত পরিমিত কথাবার্ত্তায় তাহারাও বেশী কথা কহিতে পারিত না।

বৎসরাধিক কাল হইতে এই তরুণগুলির মধ্যে গৈরিক বস্ত্র পরিহিত একটি অপরূপ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে, সেইটির বিষয়ে তাহাদের কৌতূহল ও সশ্রদ্ধ বিস্ময় অসম্বরণীয় হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু ঐ একটি 'ছাত্র'—এই একটি শব্দ ছাড়া আশ্রম-স্বামিনীর নিকটে তাহারা আর কিছুই আদায় করিতে পারে নাই। আর ছাত্র ছাড়া পুত্র কোন্‌টি সেটিরও সন্ধান না পাইয়া তাহারা ক্রমে হতাশ হইতেছিল।

আর ভাবান্তর হইতেছিল সেই ছাত্রদলের মধ্যে। যেমন ভাবে নৈমিষারণ্যে কলি ঢুকিয়াছিল তেমনই ভাবে তাহাদের মধ্যেও যে দ্বেষের বেশে কে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে তাহা তাহাদের বোধ হয় তখনও অজ্ঞাত ছিল।

প্রভাত হইয়াছে। সদ্য-আগত হিমানীর হিমাভাষ তখনও নদীর উপর হইতে সম্পূর্ণ মিলায় নাই। কয়টি ছাত্র নিত্যকার প্রাতঃস্নানে আসিয়াছিল কিন্তু পূর্ব্বের মত যেন মৌন সংযত ভাব আর তাহাদের মধ্যে নাই; তাহারা যেন কিছু বলিতে চাহে, অব্যক্ত বাক্যের প্রকাশ আভাষ তাহাদের মুখের ভাবে পরিস্ফুট, অথচ কে প্রথমে সেটি ব্যক্ত করিবে তাহার জন্য এ উহার পানে যেন প্রতীক্ষার ভাবেই চাহিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে একজন বলিয়া ফেলিল, "নাঃ—এ একেবারে অসহ্য।" কেহ আবার তাহার মধ্যে একটু বেশী চতুর, এক কথাতেই সে 'ধরাছোঁয়া' দিতে চায় না; অতি সরলের মত সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "কি হে, কি আবার অসহ্য হল তোমার? গঙ্গার জল?—শীত তো এখনও পড়েই নি—সবে কলির সন্ধ্যা—মাত্র কার্ত্তিক মাস।" প্রথম বক্তা দ্বিতীয়ের এই চাতুরীভরা বাক্যে একেবারে যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, "ন্যাকামো? চালাকি?" দ্বিতীয় এই সোজা আঘাতে মুখ নামাইতেই তৃতীয় বলিয়া উঠিল, "সত্যই তো! তোমার আবার এত ভালমানুষির ভাণ কবে থেকে শেখা হল? তুমিই হলে পালের গোদা—তোমারই আবার এত সাধুত্বগিরি আমাদের কাছে?"

দ্বিতীয় আর একটুও দ্বিধা না রাখিয়া এইবারে বলিল, "আচ্ছা, আমিই না হয় সাধু সাজ্ছি, আর তোমরাই কি আড়ালে এই লম্ফঝম্ফ করে এখনি সুমুখে গিয়ে অতি ভালমানুষের মত পুঁথি খুলে পদ্মলোচন ঠাকুরের চেলা সেজে বসে যাবে না? কারু ক্ষমতা থাক্‌লে বল্‌বে মুখ

তুলে এককথা—যে, ও-ও ছাত্র, আমরাও ছাত্র, ... তে হয় গুরুর কাছে পড়্‌ব, ওর কাছে পাঠ নেব কেন?"

"আরে আমরা তো আমরা—আমাদের আনন্দদারই কি সাধ্য আছে এক কথা বলে? আমাদের না হয় গুরু, ... তো বাপ, সেই বা কোন্ একথা বলে বাপ্‌কে যে তোমার পদ্মলোচন তোমারি থাক্—আমাদের তুমি পাঠ দাও।"

একজনের সহসা যেন একটু ন্যায়বুদ্ধির উদয় হইলে সে বলিল, "এটি ভাই অন্যায় কথা হচ্চে তোমার, ঠাকুর আমাদের কি ছেলে আর ছাত্রে কোন তফাৎ রাখেন কখনও? বরং আমরা কখনও মুখ তুলে একটা কথা কইতে পারি, তবু আনন্দদা মোটেই পারে না।"

"মুখ তুলে কইছ না কেন তবে? নিজে এতদিন কোথায় সব পড়ে টড়ে এসে এখানে অতি নিরীহের মত ছাত্র সেজে আসা হয়েছে এই মত্‌লবেই যে, গুরু বল্‌বেন এদের যা দু-চার বছরে শিখিয়েছি তুমি তো ছয় মাসে শিখ্‌লে? গুরু আবার রসিকতা করে বলেন কি না, 'তুমিই আমার এই গরুগুলা চরাও, আর আমি বসে তোমার কোঁচড়ের মুড়িগুলো খাই—কি না, তোমার অপূর্ব্ব পড়ানো শুনি।' তাঁর না হয় ভাল লাগে, আমাদের মনে কি হয় তা তো তাঁর একবার ভাবা উচিত! তাই ভাব্‌বেন? না, আরও তার গরব বাড়িয়ে বলবেন, 'শ্রবণ মাত্রে কণ্ঠে, কৈল সূত্রবৃত্তিগণ—চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন, চৈতন্য-চরিতামৃতকার যা লিখে গেছেন—তোমাতে তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি কমলাক্ষ!'"

"আরে চুপ্ চুপ্, অত চেঁচিয়ে নয়—আর ঠাকুরের সম্বন্ধেও রাগের চোটে ও কি রকম করে কথা বলছিস্? রসিকতা? ছি! ছি!"

পূর্ব্ব বক্তা একটু অপ্রস্তুত হইয়া নীরব হইল। "চল শীগ্‌গির—রোদ

উঠে গেল, আনন্দদা পাঠ লাগিয়ে দিয়েছেন, গলা শোনা যাচ্চে। তিনিও দেখ্‌ছি তাঁর হালের গুরুদেবের সঙ্গে ভোরেই আজকাল স্নান সারছেন। আমাদের সঙ্গটা তাঁরও ভাল লাগ্‌ছে না,—না বেশী করে যোগ অভ্যাস আরম্ভ করেছেন?"

তৃতীয় ছাত্র বলিয়া উঠিল, "এই ত্থাখ, অন্যকে সাবধান করে নিজের বেলায় কি হচ্চে? চাষার ভাষাও যে আয়ত্ত করে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি।"

পূর্ব্ব বক্তা তখনও গুমরাইতে ছিল, "কমলাক্ষ! পদ্মলোচন নামটা কি সাধে দিইছি!"

"তা বলে 'কানা ছেলে' নয়! কমলাক্ষ বা পদ্মলোচন যা বল তাই খাটবে। ন্যায়ের নাম করে অন্যায় কথাগুলো তা ব'লে বলো না, বুঝ্‌লে হে! সেটা নিছক ঈর্ষার পর্য্যায়েই পড়্‌বে। একে তো তার গুণের আর বিদ্যের হিংসে করছি আমরা, আবার রূপেরও কর্‌ব?"

সকলে সচকিতে তীরের দিকে চাহিয়া দেখিল—একটি ছাত্র আসিয়া তাহাদের অজ্ঞাতে একেবারে জলের নিকটেই দাঁড়াইয়াছে। সকলে একটু বেশী রকম অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, কিন্তু পূর্ব্ব বক্তা নিজেদের লজ্জা ক্ষালন করিবার জন্য সকলের সঙ্গে জল হইতে উঠিতে উঠিতে বলিল, "তোমার আর কি ভাই! বাপের আদেশে তার কাছে পাঠ নিতে লজ্জা হয় না, কিন্তু আমাদের যে মাথা কাটা যায় আনন্দদা?"

"ঠাকুরের কাছে সরলভাবে বললেই পার যে, 'আমাদের আপনিই পড়ান্, ওঁর কাছে আমরা পড়ব না।' ত্থাখ দাদা, আমি বলি কি 'স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ'—সকলের যখন পঠনই উদ্দিষ্ট, তখন দেখ যেখান হতেই ভালরূপে আদায় হয় সেইটাই আমাদের দেখা উচিত। বাবাকে নানা বিষয়ে মন দিতে হয়—নিজের গ্রন্থালোচনা, ভজন-সাধন, তারপর

এই আশ্রমের সমস্ত বিষয়, যায় চাষ-আবাদ গরু-বাছুর, লোকজন আয়-ব্যয়—সবই যখন তাঁর, তখন তিনি যদি একটি ছাত্রের দ্বারা সাহায পান তো নেবেন না ?”

“ছাত্র কেন বল্‌ছ তবে ? একজন অধ্যাপক এনে দিয়েছে আমাদের এইটি বললেই তো ভাল হয়। তিনিও আবার গ্রন্থ খুলে বসেন কেন আমাদের সঙ্গে ছাত্রের অভিনয় করে ?”

আনন্দ জিভ্ কাটিয়া বলিল, “ছি ছি ! বড্ড অন্যায় বল্‌ছ দাদা বিদ্যার কি সীমা আছে ? উনি বাবার কাছে বিদ্যার্থী আর সাধনার্থী হয়েই এসেছেন, কিন্তু সত্যই উনি আমাদের অধ্যাপক হবারই উপযুক্ত। ওসব লজ্জা-টজ্জা রেখে দিয়ে আপন কাজ হাসিল করে চল। আমার না হয় বাপের আদেশ, তোমাদেরও তো গুরুর ইচ্ছা, এতে এত অপমানবোধ নাই বা করলে। চল চল, বেলা হয়ে গেছে, কমলাক্ষ তাঁর ভজন সেরে গ্রন্থ নিয়ে বসেছেন। তিনি আজ এক নূতন সূত্র বোঝাবেন আমাদের।”

“ঠাকুর ? তিঁনিও কি উঠে এয়েছেন সাধন-কুটীর ছেড়ে ?”

“না না—তত বেলা হয়নি এখনও—চল।”

* * *

প্রবীণ অধ্যাপক একমনে ব্যাকরণ সূত্রবৃত্তির আবৃত্তি ও বিশ্লেষণ করিয়া ছাত্রমণ্ডলীকে পাঠ দিতে দিতে বলিয়া উঠিলেন, “কমলাক্ষ ? তাকে কেন দেখ্‌ছি না ?”

এ উহার মুখপানে চাহিল—কে উত্তর দিবে ? কেহই সাহস পায় না। আবার তিনি প্রশ্ন করিলেন। এবার আনন্দ ধীরে ধীরে উত্তর দিল, “তিনি আমাদের খানিকটা পড়িয়েই চলে গেলেন মাঠের দিকে। বললেন, ‘একটু ঘুরে আসি।’ ”

"বোধ হয় শ্রান্তিবোধ করেছে। যে পরিশ্রম কর্‌ছে বেচারা আমার জন্য! কত রাত পর্য্যন্ত যে লিখে গেছে আমার কাছে। যেমন মুক্তার মত লেখা—তেমনই শ্লোকার্থ গ্রহণের শক্তি! কি উপকার যে হয় আমার তার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায়! তোমরাও এ সুযোগ ছেড় না, যে যা পার তার কাছ থেকে আদায় করে নাও। ছেলেটিকে যে বেশী দিন রাখ্‌তে পার্‌ব আমাদের কাছে, তা আমার মনে হয় না; কেন না, বিদ্যার দিক্ দিয়ে তাকে বেশী কিছু দিতে পারছি বলে আমার মনে হয় না। যা বোঝাতে যাই দেখি তাই সে জলের মত বুঝে আছে। কেবল এক বিষয়ে, মাত্র এক বিষয়ে তার আমাকে একটু প্রয়োজন আছে মনে হয়। সেদিকেও তার শক্তি অদ্ভুত।" বলিতে বলিতে অধ্যাপক সহসা ছাত্রদের মুখের দিকে চাহিয়া নিরুৎসাহিতভাবে থামিয়া গেলেন। একটু যেন চিন্তা করিয়া আবার গ্রন্থের পানে চাহিতেই নিজের পূর্ব্ব বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে নিঃশব্দে কখন মগ্ন হইয়া আবার ছাত্রদের পাঠ দিতে আরম্ভ করিলেন।

পাঠগৃহের প্রায় পশ্চাতেই ক্ষুদ্র একখানি পুষ্পোদ্যান। উদ্যান না বলিয়া তাহাকে গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কতকগুলি ফুল গাছের জমি বলিলেই ঠিক হয়। তাহার কিছু দূরেই গঙ্গার দুকূল প্রসারি ধারা! গৈরিকবস্ত্রপরিহিত সেই তরুণ উদাসীন গঙ্গাতীরে ধীরে ধীরে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। নব উদ্দীপ্ত সূর্য্যকিরণ যে মুণ্ডিত মস্তকে ও আরক্তিম মুখমণ্ডলে পড়িয়া তাহাকে দ্বিগুণ আরক্তিম করিয়া তুলিতেছিল, সে বিষয়ে তাঁহার খেয়ালই নাই। সহসা সেই পুষ্পবাগিচার মধ্য হইতে শব্দ আসিল, "রোদ উঠেছে। এখন আর বেড়াবার সময় নেই।" উদাসীন অত্যন্ত সচকিত হইয়া শব্দের অভিমুখে চাহিয়া দেখিলেন—কাষায়বসনা রুক্ষকুন্তলা এক নারীমূর্ত্তি ফুল তুলিতে তুলিতে

তাহার আরব্ধ কার্য্য থামাইয়া সাজি হস্তে একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে, তিনি চাহিতেই সে মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে নত হইয়া পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইল। সে-ই যে কথা কহিয়াছে, এমন লক্ষণই যেন প্রকাশ পাইতে দিতে সে অনিচ্ছুক। তরুণ উদাসীন দ্রুতপদে সেদিক হইতে অপসৃত হইয়া আশ্রমের অন্তরাল-পথে মাঠের অন্যদিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন—যেখান হইতে এই পুষ্পোদ্যান আর চক্ষেই পড়িবে না।

১০

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে জলস্থল একাকার করিয়া তুলিতেছিল। বিদ্যার্থী ছাত্রের দল সান্ধ্যস্নান সমাপন করিয়া আশ্রমে গিয়াছে। আকাশের শেষ আরক্ত আভাটুকুও নদীবক্ষ হইতে মুছিয়া গগনের দিগন্তরেখায় ক্রমে লীন হইয়া গেল। আশ্রম হইতে আগত গোদোহনের শব্দের সঙ্গে জাহ্নবীর শান্ত সান্ধ্য কুলুকুলু ধ্বনি মিশিয়া একটা একতাল সুরের সৃষ্টি করিতেছিল।

স্নান ও সন্ধ্যা সমাপনান্তে তীরে উঠিতেই কলসধারিণী সেই মূর্ত্তি তরুণ উদাসীনের দৃষ্টিপথে পড়িল। দুইচক্ষের স্থির দৃষ্টি পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারার মতই জ্বলিতেছে। দেহও নিশ্চল নিথর, যেন ক্রিয়া বিহীন। একটি দৃষ্টিমাত্রই যেন সেখানে জাগ্রত, আর সবই নিস্পন্দ!

উদাসীন জল হইতে ত্রস্তে উঠিতে গেলেন, উঠিবার এবং যাইবার সেই একটি মাত্র পথ! সে দৃষ্টিপাত হইতে সরিবার বা পলাইবার পথ নাই। অস্ফুট গর্জ্জনের মতই সক্ষোভ কণ্ঠস্বর শান্ত নদীবক্ষকেও যেন ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল, "আবার! পালাবার পথও বন্ধ।"

ধীরে ধীরে পথ পরিষ্কার হইয়া গেল কিন্তু দৃষ্টি সরিল না, সমাধিমগ্নের

মত সে যেন দৃশ্যের সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল দেহ যেন সেই রোষক্ষুব্ধ স্বর শুনিয়া অভ্যাসবশে সরিয়া দাঁড়াইল মাত্র। তরুণ উদাসীন কিন্তু আর পলাইলেন না! দীপ্ত অগ্নিবর্ষীচক্ষে সেই সমাধি-মগ্নতাকে যেন একেবারে পুড়াইয়া জাগাইয়া দিবার মত ভাবে চাহিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "যখন তখন যেখানে সেখানে আপনার এই দৃষ্টি! আপনিই দেখ্‌ছি আমাকে আশ্রম ছাড়ালেন!"

"কি দোষ?" ধীরে ধীরে সেই সম্মোহিত মূর্ত্তির নিস্পন্দ দেহে যেন স্পন্দন আসিল। নিশ্চল অধরোষ্ঠ একবার একটু কাঁপিয়া মাত্র স্থির হইল।

"কি দোষ? আপ্‌নি না আপনার পিতার কাছে ছাত্রের মত পাঠ নেন্ শুনি? আপনি না ব্রহ্মচারিণী? ধর্ম্মশাস্ত্র সামাজিক নীতিশাস্ত্র সবই নাকি জানেন কিছু কিছু? কি দোষ এতে তা জানেন না?"

"না—না!" আর্ত্তকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "মাত্র শুধু চোখের দেখা! এতেও কি অপরাধ? মাত্র শুধু দেখা—"

দ্বিগুণ রুক্ষস্বর নদীবক্ষে বাজিয়া উঠিল, "আপনার ন্যায়ে জগৎ চল্‌বে না। আপনার এই রাক্ষসী দৃষ্টির দায়েই আমাকে পালাতে হল দেখ্‌ছি।"

সম্মুখে যেন বান ডাকিয়া আসিল। চক্ষের জলের সেই অজস্র উৎসারিত সহস্র ধারার সম্মুখ হইতে তরুণ সন্ন্যাসী সবেগে একদিকে ছুটিয়া পলাইয়া গেলেন।

* * *

গঙ্গার তীরে তীরে বিস্তীর্ণ মাঠ ভাঙিয়া আমাদের উদাসীন নিজমনে চলিয়াছেন। হাত দুইটি দীর্ঘভাবে লম্বিত, পরিধানে এবং বক্ষে মাত্র একখানি গৈরিক বস্ত্র ও উত্তরীয়, অঙ্গে আর দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। বক্ষে

উপবীতের পার্শ্বে জপের একগাছি তুলসীমালা লম্বিত, মাঝে মাঝে ওষ্ঠাধর স্পন্দিত হইতেছে, যেন কোন কিছু উচ্চারণ করিতেছেন।

সায়াহ্নের সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। এইবার অস্ত গমনোন্মুখ হইলেন। উদাসীন সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা কণ্ঠ ছাড়িয়া পূরবীতে তান ধরিলেন। সুমধুর কণ্ঠস্বর বিশুদ্ধ তানলয়ে ও মূর্চ্ছনায় আকাশবাতাসকে পূর্ণ করিয়া সেই রাগিণীকে একটা উদাস-মূর্ত্তিতে যেন প্রকটিত করিল—"দিবা অবসান হল কি কর বসিয়ে মন?"

সহসা তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। কে যেন পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া গতিরোধ করিতেছেন। অথচ গতিতাল সমান রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। ঈষৎ সচকিত নেত্রে পার্শ্বে দৃষ্টিপাতের সঙ্গে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর কর্ণে বাজিল, "এতদিনে, আজ দুবৎসর পরে তোমায় খুঁজে পেলাম! এইদিকে তুমি, এ স্বপ্নেও মনে করিনি! তুমি কি নবদ্বীপে ছিলে কমলাক্ষ?"

উদাসীন তাহার গতিবেগ শ্লথ করিয়া যেন আশ্বস্তভাবে উত্তর দিলেন, "না, তবে কাছাকাছি বটে। তুমি কি এখনও ঐ ডাক্ই ডাক্বে ব্রহ্মচারী?"

"কোথায় বা তুমি, কোথায় বা আমি! কে তোমাকে আর এ নামে ডাকে? পূর্ব্ব-পরিচয়ের এইটুকু চিহ্নমাত্র, না পছন্দ কর আর ডাক্ব না।"

উদাসীন ব্যথিতভাবে তাহার হাত ধরিলেন, "দুঃখ দিলাম তোমায় বুঝি? আমার সঙ্গেরই এই গুণ ব্রহ্মচারী, দুঃখ দিই কিন্তু দুঃখ পাইও—এইটুকু দেখো।"

ব্রহ্মচারী একটু স্নেহাবেগের সহিতই ধৃতহস্তে একটু চাপ দিলেন।

বলিলেন, "আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এই দু বৎসর এদিকে কেমন করে কবে এলে ?"

"তুমি যেমন করে এসেছ তেমনি করেই এসেছি। দু বৎসরই প্রায় এদিকে।

"আমি তো তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি একরকম।"

"সত্য ? কিন্তু কেন ?"

"এ প্রশ্ন যে করতে পারে তাকে সেকথা বলেই বা কি হবে! মনে কর খেয়াল্।"

স্থিরনেত্রে ব্রহ্মচারীর পানে চাহিয়া উদাসীন মৃদুহাস্যের সহিত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "আ-ছি ব্রহ্মচারী!"

"আমিও নিজেকে সে ধিক্কার সর্ব্বদা দিই। যাক্, এখন বল, সেই পূর্ব্ববঙ্গ থেকে এতদূর বিনা পাথেয়ে কি করে এলে ? পথে কষ্ট পেয়েছ খুব ?"

উদাসীন একটু উচ্চশব্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আবারও সেই 'ছি-ছি'রই কথা। কষ্ট যদি পেয়েই থাকি, পেলামই বা; এই যে তুমি আমার জন্য এমনই করে বেড়াচ্চ, আমি কি তা একবারও মনে করি বা খোঁজ রেখেছি ? তবে কেন তোমরা এমন করে বেড়াও—এমন কর ? এ কি বিড়ম্বনা তোমাদের ?"

বলিতে বলিতে ক্ষোভে এবং যেন অন্তর্নিহিত কি একটা কষ্টে উদাসীন নিস্তব্ধ হইলেন। ব্রহ্মচারী সনিশ্বাসে বলিলেন, "এ কেনর উত্তর বুঝি তিনিই দিতে পারেন যিনি এই মনোভাবকে জীবের মধ্যে সঞ্জীবিত রেখেছেন।"

"কেন—উত্তর তো ঢেরই আছে, তোমারই কি তা জানা নেই,

পঞ্চদশী-কারের অনাদি মায়া—অদ্বৈতবাদীর ভ্রান্তি—অন্যত্রে মোহসংস্কার ইত্যাদি ?”

“তত্ত্বকথা এখন থাক্, কি করে এদিকে এলে তাই বল ? আর দু-তিনবার যে যুষ্মদশব্দে দ্বিবচন প্রয়োগ করলে আমি ছাড়া ‘আমরা’, আবার কে এমন ভাগ্যবান্ হলেন যে তোমার পেছনে পেছনে এমনি করে বিড়ম্বনা ভোগ করছে, সে কথাও বল শুনি।”

উদাসীন একটুক্ষণ চুপ করিলেন। ভাবিতে ভাবিতে সহসা উচ্চ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কি করে এদেশে এলাম, সেই গল্প শুনবে ? সে চালাকির কথা যদি শোন, অবাক্ হয়ে যাবে একেবারে।”

“চালাকি ? শুনি তা হলে ব্যাপারটা !”

“তোমাকেও না বলে তো নিঃশব্দে চলে এলাম। দু-চার দিনের কথা বলা অনাবশ্যক, এক মন্দিরে মহান্তের সঙ্গে মিলন হল। নবদ্বীপে এসে টোলে পড়ব তখন সেই চেষ্টাই একান্ত, পাথেয় সংগ্রহ করা চাইই। দুই হাত-পা ছাড়া কিছুই নেই ত !”

“কবেই বা তা ছাড়া অন্য কিছু ছিল ?”

“ছিল বইকি ! প্রথম ঘরের বার হতে হরিচরণদাদা, তারপরে তুমি ! তবু সঙ্গে কিছু ছিল না—বল্‌তে চাও ? যাক্, হঠাৎ মনে ভাগবতপাঠ ও কথকতা করার ফন্দি জাগ্‌ল। মহান্তের নিত্যপাঠ্য শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে নিঃশব্দে দু-তিন অধ্যায় কাগজে তুলে নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়লাম। তুমি তো জানই, শ্রীধর স্বামী আর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের ভাষ্যটা একটু দুরস্তই ছিল—পথ চল্‌তে চল্‌তে এক গ্রামের হাটের মধ্যে এসে পড়ে তখনই সেখানে গায়ের আবরণটুকু বিছিয়ে ভক্ত অম্বরীষের উপাখ্যান পাঠ আরম্ভ করলাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দ্বিতীয় হাট জমে গেল সেখানে স্ত্রীপুরুষের।”

ব্রহ্মচারী কি যেন স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কথার মধ্যপথে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "গ্রামের হাটে তো? আমারও সেই সন্দেহ এসেছিল। তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির দিন কয়েক পরেই আমিও যে সেইখানে উপস্থিত হই। সে গ্রামের লোক একত্র হয়ে তখন গদ্‌গদ্‌ভাবে স্মরণ করছে…বলাবলি করছে, সাক্ষাৎ মহাপ্রভু নবীন বেশে উদয় হয়ে সে গ্রামে ভক্তের চরিত্র ব্যাখ্যানের ছলে অপূর্ব্ব ভাগবত ব্যাখ্যা তাদের শুনিয়ে গেছেন। সেই একদিন ছাড়া আর কেউ তাঁকে দেখ্‌তেও পায় নি। তারা সামান্য প্রণামী যা নিবেদন করেছিল তা পর্য্যন্ত সেইখানে সেইভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সেটুকুও গ্রহণ না করে মূঢ় গ্রামবাসীদের যা দিয়ে গেছেন তা মহাপ্রভু ভিন্ন কে আর দিতে পারে! তারা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে চিরদিন এই ভাগ্যকে স্মরণ করবে। ইনি তবে তুমিই?"

"নিরীহ বেচারারা! তাদের দত্ত ঐ প্রণামীগুলোর মধ্যে আমি যে আমার এদেশে পৌছুবার পাথেয় সংগ্রহ করেছিলাম তাও ধরতে পারেনি? আহা! কথক মশায়ের এই ফন্দির কি বুঝবে তারা বল?"

"যাক্, নবদ্বীপের টোলে কি পড়্‌লে এতদিন, তা বল! কোন শাস্ত্র-টাস্ত্র?"

"বল্‌লাম না, নবদ্বীপে নয়। টোলের 'গোলে হরিবোল্' দেওয়া কি আমাদের মত অপদার্থের সাধ্য! এখানেও এক মহাত্মার আশ্রয় লাভ করে কিছু পড়া বা পড়ানো এবং সৎসঙ্গের গুণে কিছু সাধন-ভজনের দৃষ্টান্তও দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু দুর্দ্দৈব যে সর্ব্বত্রই প্রবল। সঙ্গ ছাড়্‌তে চায় না যে সে।"

"তোমার নিজের স্বভাব ছাড়া আর কোন দৈব যে তোমার মনোমত স্থান থেকে চ্যুত করবে এ তো মনে হয় না।"

"এবার তাই ঘট্‌ল। সেই মহৎ ব্যক্তির আশ্রয়ে আমার মত আরও দু-চারজন বিদ্যার্থী, একটু তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্থাৎ সাধন-ভজনকামী ছাত্রও দু-একটি ছিল। আশ্রমটি গৃহস্থাশ্রমের মত অনেকটা হলেও *বিদ্যার্থী ছাত্রগুলির সঙ্গে বেশ ভালই ছিলাম এতদিন। কিন্তু ক্রমে—"*

"অপ্রীতি ঘট্‌ল কি কারু সঙ্গে?"

"সেটুকু আমি শুধ্‌রে নিতে স্বচ্ছন্দেই পারতাম—তার জন্যে এমন কিছু না—"

"তবে?"

"কেবল দৃষ্টি। একটা দৃষ্টির দায়েই সে সৎসঙ্গ ছাড়্‌তে হল এবার।"

"সে কি? স্ত্রীলোকের দৃষ্টি নিশ্চয়? আশ্রমে স্ত্রীলোক?"

"বল্‌লাম না কি, গৃহস্থাশ্রমই অনেকটা সেটি। সেই মহাত্মা তাঁর স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়েই এই আশ্রমটি খুলেছেন। টোল নয় অথচ কয়েকটি ছাত্রকেও ভরণপোষণ দিয়ে রেখেছেন—আশ্রমটিতে সংসারের উপকরণও সব আছে, অথচ ছাত্রপুত্র-কন্যাস্ত্রী সবগুলিই যেন একটি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিয়মে বদ্ধ। গৃহকর্ত্তা নিজে একজন সাধক! অতি শান্তির স্থান। বিশেষ ছাত্রগুলির সঙ্গ পরম লোভনীয়ই হয়েছিল আমার পক্ষে।"

"তার মধ্যেও এই উৎপাত!" তারপরে সহসা ব্রহ্মচারী যেন জ্যেষ্ঠের মত অভিভাবকের মত উদাসীনের পানে চাহিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "অসম্ভবই বা কি। এই দুই বৎসরে তোমার মূর্ত্তি যে সাংঘাতিকই হয়ে উঠেছে! এ রূপ দেখে অনেক রাক্ষস-রাক্ষসীই যে লোলুপ হয়ে উঠ্‌বে।"

উদাসীনের আরক্ত মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া উঠিল! বিস্ফারিতচক্ষে ব্রহ্মচারীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "তুমিও ঐ কথা বল্‌লে? তুমি তো

আমার মত কাঠ-কঠিন নও, জীবের দুঃখের দরদী তুমি, তুমিও ঐ নামটা দিও না। মানুষের এই যে আদিম বন্ধন, এই যে তাদের অনেক-বস্তুকেই ভাল-লাগার স্বভাব, এবং তার জন্য তাদের অধিকাংশ স্থলে যা প্রাপ্তি ঘটে, সে ব্যথার ওপর কি ঐ শব্দপ্রয়োগ উচিত! কি নিরুপায় কি অসহায় তারা ভাব দেখি।"

ব্রহ্মচারী একটু বিস্মিতভাবে উদাসীনের পানে ক্ষণেক চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যদি সে ব্যথা অনুভবই করেছ, তবে কেন আবার ব্যথা দিলে?"

"সে যে তাদের পেতেই হবে। এও যে অনিবার্য্য—নইলে আর দুঃখ কি! কিন্তু রাক্ষসী যদি তার ক্ষুধায় কাঁদে, তার ওপর তো দোষারোপও চলে না! কেবল ভাব্‌বার বিষয় এই যে, কিসের এ ক্ষুধা? আর কিসে বা এ ক্ষুধার চির-নিবৃত্তি? যে এই ক্ষুধাবৃত্তি মানুষের অন্তরে চির-সঞ্চারিত করেছে, সে এ ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্ন—এ তৃষ্ণার জল কোথাও রেখেছে কি না। এ ক্ষুধার দেহভেদে আবার কত নূতন নূতন মূর্ত্তি, নূতন নূতন প্রকাশ। কিন্তু তার মূর্ত্তিও যে সাময়িক। চিরকালের জন্য এ ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটে এমন কোন চিরসত্য চিরনিত্য বস্তু আছে কি জগতে? সেই সন্ধানই কর্‌ছে জীব অনাদিকাল ধরে। যা সুমুখে এসে একটু মনোহরণ কর্‌ল, অমনি ভাবে বুঝি এই সেই। অপ্রাপ্তিতে বা অতৃপ্তির ব্যথায়ও ক্রমে বুক ভেঙে পড়ে, কিন্তু ব্যথা কি মিথ্যা? এই ব্যথা পেতে পেতে চলার নামই কি পথচলা? এই পথ বেয়ে চল্‌তে চল্‌তেই কি সেই বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাবে—যার দিকে অমনি সব ভুলে দিবারাত্র অনিমিষে চেয়ে থাকৃতে হয়? যার দূরত্বে অমনি চক্ষের জলে বুক ভেসে যাবে—ধুলায় লুটিয়ে পড়তে হবে। বৈষ্ণব দর্শন যে বলেন, এই ব্যথাই তার

প্রাপ্তি। সত্যই কি তাই? ব্যথার সময় তো নিজের এ অনুভব হয় না। কিন্তু সত্য আছে, সত্য আছে এ তত্ত্বে।" বলিতে বলিতে উদাসীনের চোখ মুখ যেন জ্বলিয়া উঠিল, যাহা বলিতেছিলেন তাহা ছাড়াইয়া তিনি যেন অন্য জগতে চলিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে তাঁহার বাহুমূল স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ওদিকে পথ নেই ভাই—এদিকে এস।"

উদাসীন তাঁহার প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাস সজোরে ত্যাগ করিয়া যেন এই জগতে ফিরিয়া আসিলেন। অর্দ্ধ উন্মীলিত চক্ষু সম্পূর্ণ খুলিয়া সনিশ্বাসে বলিলেন, "চল।"

"আজ সমস্ত দিন বোধ হয় খাওয়া হয়নি?"

"না।"

"কখন সে আশ্রম থেকে বেরিয়েছ?"

"ভোরে!"

"কোথায় যাবে এখন?"

"যেদিকে তুমি নিয়ে যাবে!"

"এস তবে।"

কিছুদূর ব্রহ্মচারীর অনুসরণ করিয়া সহসা এক সময়ে উদাসীন দাঁড়াইয়া গেলেন। কঠিন মুখে বলিলেন, "না—কাশী যাব, সেইখানেই আমার দরকার।"

ব্রহ্মচারী নিকটস্থ হইয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া শান্তস্বরে বলিল, "তাই হবে, কিন্তু সমস্ত দিন উপবাসী আছ, আমিও তাই। ক্রোশ খানেকের মধ্যেই আমার একটা জানিত স্থান আছে—যেখানে অনায়াসে অতিথি হতে পারব। আজ চল সেইখানেই উঠি।"

"আচ্ছা, কিন্তু কাশী আমি একাই যাব, তুমি সঙ্গ ধরবে না—এই প্রতিশ্রুতি দাও আগে।"

"তাই হবে, চল।"

১১

বেশ একটু রাত্রি হইয়া গেলে তাঁহারা একটি গ্রামের প্রান্তভাগে কয়েকখানি কুটীরের সন্নিবেশে এক নিরালা আশ্রয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুটীর কয়টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গনগুলি পরিষ্কৃত মাটি দিয়া লেপা! মধ্যস্থলে একটি করিয়া তুলসী গাছ, তাহার চারিদিক ক্ষুদ্র বেদীর মত বাঁধানো, নিম্নে একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। ধূপের গন্ধে বায়ু সুরভিত। কোন কোন কুটীর হইতে মৃদু মৃদু খঞ্জনির শব্দের সঙ্গে গানের সুরে উচ্চারিত হইতেছিল—"হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।"

উদাসীন বলিয়া উঠিলেন, "একি ব্রহ্মচারী, আমাকে যে বৈরাগীদের আড্ডায় এনে ফেল্লে দেখ্ছি।"

ব্রহ্মচারী নম্রস্বরে বলিলেন, "যা বল! আমার বৈষ্ণব দীক্ষার গুরু বাবাজীমশায় এইখানেই বাস করেন, তাঁকে একবার দর্শন করে যাব।"

"তিনি? এইখানে থাকেন? ওঃ তাঁকে দেখ্‌বার আমারও যে সাধ ছিল। শ্যামা-সাধক ঠাকুরমশায়ও এই কথা বলেছিলেন—কিন্তু এই অসময়ে এখানে নিয়ে এলে ভাই? মনের এই দুর্দ্দশার সময়ে?"

"তোমারও আবার সময়-অসময় আছে এ তো এতদিন জান্‌তাম না।"

উদাসীন পূর্ণচক্ষে ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিতেই অন্ধকারেও সেই দীপ্ত চক্ষের উজ্জ্বল দৃষ্টি তারকা জ্যোতির মত তাঁহার চক্ষে পড়িল। উদাসীন গাঢ়স্বরে বলিলেন, "তোমার মত হৃদয়বান্ লোকের মুখে এমন কথা শুন্‌ব এ আশা করিনি ব্রহ্মচারী! হিংস্রজন্তুকেও আঘাত করে তার যন্ত্রণা দেখ্‌লে ব্যথিত না হয় এমন নির্দ্দয় কেউ কি আছে জগতে? যদি থাকে সে পশুর চেয়েও অধম।"

"হিংস্রজন্তুকে আঘাত করেও ব্যথা বোধ?"

"হ্যাঁ। হিংস্র নাম আমরাই তাকে দিচ্ছি। সে তো নিজের ক্ষুধারই নিবৃত্তি চায় মাত্র; তার নাম যদি হিংসা হয় জগতের সবাই হিংস্রক।"

ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে মস্তক নত করিলেন। মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিলেন, "তুমিই যথার্থ বৈষ্ণব। আমাদের ভাণ মাত্র।"

"এর ওপর আর অপরাধী ক'র না। চল সাধু দর্শনে যদি গ্লানি কাটে মনের।"

সম্মুখে একটি কৌপীন বহির্বাস পরিহিত বৈরাগীকে দেখিয়া ব্রহ্মচারী মস্তক নত করিতেই বৈরাগীও মস্তক নত করিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—"আপনি? আঃ ঠিক্ সময়েই এসেছেন। আমরা আপনাকে মনে মনে ডাক্‌ছিলাম। বাবাজী মশায়ের দেহের কিছু ব্যতিক্রম অবস্থা মনে হচ্চে।" ব্রহ্মচারী স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া গেলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বৈরাগী ব্যস্তভাবে পুনর্ব্বার বলিলেন, "অতখানি ভয় পাবেন না। তবে বৃদ্ধশরীর, তাই ভয় হচ্চে—বিশেষ এখানে আমাদের উনিই একমাত্র আশ্রয় জানেন ত!"

"কতদিন হতে এ রকম আশঙ্কা কর্‌ছেন আপনারা?"

"এই দু-তিন দিন মাত্র। চলুন কুটীরে চলুন, আপনাকে দেখে

সুখী হবেন। সঙ্গে ইনি—” বলিতে বলিতে সেই অস্পষ্টালোকেও উদাসীনের পানে চাহিয়া বক্তা বিস্মিত ভাবে নীরব হইলেন। ব্রহ্মচারী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “আমার ভ্রাতৃতুল্য—সুহৃদ্—সাধু পুরুষ।”

“আমাদের দ্বিগুণ সৌভাগ্য যে এমন ব্যক্তির দর্শন লাভ হল। বয়সে অতি কিশোর বলেই মনে হচ্চে। আজ আমাদের কুটীরে আতিথ্য স্বীকার করে আমাদের কৃতার্থ করতে হবে বাবাজীকে।”

উদাসীন মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, “সে হবে, আগে বাবাজীমশায়কে দর্শন করি। কে আছে তাঁর কাছে?”

“আমাদের কাছে আর কে থাকবে বাবা! শ্রীরাধাগোবিন্দের নাম মাত্র ভরসা।”

কীর্ত্তনকারীর কণ্ঠ অদূর কুটীর হইতে কীর্ত্তন-শেষ পদগুলি মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া গাহিতেছিল—

“মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন।
শ্রীগুরু চরণ বন্দি ভক্ত সঙ্গে বাস
জনমে জনমে করি এই অভিলাষ।”

একখানি কুটীরের দ্বারে তিনজনে উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত বৈরাগীটি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, “কি অবস্থায় আছেন—গিয়ে প'ড়ে তাঁর ভজনানন্দে ব্যাঘাত না ঘটাই।”

ব্রহ্মচারী ঈষৎ আশ্বস্ত হইয়া চুপি চুপি বলিলেন, “ভজন করতে পাচ্চেন তা হলে?”

“বলেন কি ব্রহ্মচারী বাবা! আজীবন যিনি এই করছেন তাঁকে এটুকু শক্তিও যদি না দেবেন নাম ব্রহ্ম, তা হলে আমরা কোন্ ভরসায় থাকি?”

ব্রহ্মচারী একটু অপ্রস্তুত হইয়া নীরব হইলেন। উদাসীন মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিলেন, "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ!" বৈরাগী কুটীরের দরজা হইতে ডাকিলেন, "বাবাজী মশায়!" বার দুই-তিন ডাকের পর কুটীর হইতে গম্ভীরস্বরে উত্তর আসিল, "কেন বাবা?"

"ব্রহ্মচারী বাবা এসেছেন, প্রভুর দর্শনপ্রার্থী।"

"তাঁকে আস্‌তে বল—তুমিও এস।"

উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন—উদাসীন বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্ষণপরেই বৈরাগী বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে আহ্বান করিলে উদাসীন কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—একটি তৃণ কম্বল নির্ম্মিত শয্যার উপরে একটি ক্ষীণ দেহ অথচ স্নিগ্ধদর্শন বৃদ্ধ বৈষ্ণব বসিয়া আছেন —হস্তে তাঁহার জপমালা, আর পায়ের কাছে ব্রহ্মচারী যেন বিহ্বল ভাবে চরণ দুখানি জড়াইয়া পড়িয়া আছেন। এক হস্তে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ যেন আলিঙ্গনের ভাবে স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধ বৈরাগী উদাসীনের পানে স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "এস বাবা, বাইরে কেন ছিলে? একে তুমি এই আশ্রমের অভ্যাগত অতিথি, তাতে এই সাধুর বেশ!" বলিতে বলিতে বৈরাগীর নেত্রে যেন দ্বিগুণ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল, "হরিদাস— প্রদীপটা উজ্জ্বল করে তুলে ধর তো একবার। চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ, বাবাজীর শ্রীমূর্ত্তিটি ভাল করে দেখি।"

হরিদাস নামে অভিহিত বৈরাগীটি প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে করিতে ব্রহ্মচারী গুরুর চরণ হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এঁর কথা একবার শ্রীচরণে আমি নিবেদন পেয়েছি। আমার ভ্রাতৃতুল্য স্নেহাস্পদ।"

"সেই তিনি? আঃ একি, গৌরচন্দ্র! গৌরচন্দ্র! নবদ্বীপচন্দ্র আমার?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের শরীর কাঁপিয়া উঠিয়া পতনোন্মুখ

হইতেই ব্রহ্মচারী ব্যস্তভাবে তাঁহাকে ধারণ করিলেন। অস্ফুটস্বরে আরও দুই চারি বার কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেই বৃদ্ধের কণ্ঠ মধ্য হইতে এমন একটা শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ ধ্বনি উঠিল যে সভয়ে উদাসীন ও পূর্ব্বোক্ত বৈরাগী উভয়েই একসঙ্গে তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং তিনজনে মিলিয়া ত্রস্তে তাঁহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। বৈরাগী একটু উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে!" ব্রহ্মচারী গুরুর হস্ত নিজ হস্তে লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে ইঙ্গিতে তাহাদের আশ্বস্ত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "দুর্ব্বল দেহে ভাবাবেশ! তবু ভয় নেই মনে হচ্চে।"

কিছুক্ষণ পরে সসংজ্ঞ হইয়া বৃদ্ধ বৈষ্ণব কর্ণপথে আগত শব্দের সঙ্গে অস্ফুট ভাবে কণ্ঠ মিলাইতে চেষ্টা করিলেন "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—গৌরচন্দ্র প্রভু আমার, কই—কই?" বিপদগ্রস্ত এবং অপ্রস্তুত উদাসীন ত্বরিতগতিতে কুটীরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মনে হইতেছিল সেই মুহূর্ত্তেই সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেই ভাল হয়, কিন্তু পাছে অভুক্ত অতিথি চলিয়া যাওয়ায় সাধুরা দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হন, ব্রহ্মচারী পাছে কষ্ট পান্, এই ভয়ে অগ্রসরোন্মুখ পদযুগলকে নিস্পন্দ করিতে তাহাদের উপর জোর দিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারী তাঁহাকে কি বিপদেই ফেলিলেন—তাঁহার সঙ্গে আসিয়া কি অন্যায়ই হইয়াছে—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই কথা ভাবিতেছেন—এমন সময়ে বৈরাগীটি আসিয়া তাঁহাকে আবার আহ্বান করিলেন, "বাবাজী প্রকৃতিস্থ হয়েছেন—আপনাকে না দেখে কাতর হচ্চেন, চলুন আপনি।"

উদাসীন জোড়হাত করিতেই আবার সানুবন্ধভাবে বলিলেন, "আপনার মনোভাব বুঝ্‌ছি, কিন্তু অনুপায়; আমাদের অবস্থা অনুভব করে একটু দয়া করুন, সহ্য করুন ওঁর ভাবাবেশকে! আমি আপনাদের

যৎসামান্য আতিথ্য সম্পাদনের চেষ্টা দেখি—শ্রান্ত আছেন আপনারা—তবু দয়া করুন আমাদের।"

দ্বিগুণ বিপদগ্রস্ত ভাবে উদাসীন নত-মস্তকে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—এবারে সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজী ব্রহ্মচারীর বুকে ঠেস্ দিয়া বসিয়া হস্তস্থ জপমালাটিকে জপের ভাবে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে করিতে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতেছেন। উদাসীনকে একবার চকিতে দেখিয়া লইয়া চোখ্ বুজিয়া মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন, "এস বাবা, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর! এইখানে আসন নিয়ে বস। তোমার কথা আমাকে আমার নিতাইদাস বলেছিলেন একসময়! আমার ভাগ্য যে এমন সময়েও তোমাকে একবার দেখ্‌তে পেলাম। দেখ্‌বার সাধ হয়েছিল সেদিন ওঁর মুখে শুনে। গৌরচন্দ্র তা পূর্ণ কর্‌লেন। আতিথ্য স্বীকার কর বাবা আজ আমাদের এই কুটীরে। নিতাইদাস যাও বাবা, এঁর যথাসাধ্য শ্রান্তি দূর করার চেষ্টা আর ভোজনের—"। উদাসীন তাঁহার নিকটস্থ আসনে বসিয়া পড়িয়া যোড়হস্তে অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আপনি যদি স্থির হয়ে থাকেন তবেই *আতিথ্য সম্ভব হবে। উনি গেলেন সেইজন্য, ব্রহ্মচারীদাদাকে ঐরকমেই যদি বসে থাক্‌তে দেন তবেই আমার উপরে দয়া করা হবে, অন্যথায়—"*

"আচ্ছা তাই হোক্।" বলিয়া বৃদ্ধ মৃদু জপ করিতে লাগিলেন।

উদাসীন ব্রহ্মচারীর পানে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "নিতাই দাদা, যদি কোন কবিরাজ এদিকে থাকেন তাঁকে ডাক্‌বার চেষ্টা কর্‌লে ভাল হয়। শ্লেষ্মারই প্রকোপ দেখা যাচ্চে। গলার মধ্যে এখনো শব্দ হচ্চে একটু।"

ব্রহ্মচারী নিঃশব্দেই তাঁহার বক্ষে ও পৃষ্ঠে বোধহয় পুরাতন ঘৃতই

মালিশ্ করিয়া দিতেছিলেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না—বৃদ্ধ সাধুই একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, তোমার আদেশই মান্‌লাম। কি নাম বলেছিলে নিতাই দাস? কমলাক্ষ? আহা আমার দয়াল অদ্বৈতপ্রভুর নাম যে! জয় রাধা গোবিন্দ! বাবা তুমি চঞ্চল হয়ো না, বৃদ্ধাবস্থায় এই রকমই দুর্ব্বল হতে হয়। এতটুকু মনোবেগও দেহ ধারণ করতে পারে না, বিশেষ এর কাজও বোধহয় এইবার শেষ হয়ে এসেছে। আমি সুস্থির হয়েছি, নিদ্রাকর্ষণ হচ্চে! নিতাইচাঁদ! তুমি আমার গৌরচন্দ্রকে নিয়ে আতিথ্য সেবা করাওগে—তোমার গুরুর প্রতিনিধি হয়ে—যাও!"

* * *

নির্জ্জন পুষ্করিণী-তীরে হস্তপদমুখ প্রক্ষালনান্তে উভয়ে উপরে উঠিয়া একটু স্থান দেখিয়া বসিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ভাই, আমাকে একটি ভিক্ষা দেবে?"

"আবার ও কি বল্‌বে না জানি, ভয় লাগ্‌ছে।"

"সে কি—তোমারও ভয়? 'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়ো স্মৃতিঃ!' তা কি ভুলে গেছ?"

"প্রায়, বল কি বল্‌ছিলে?

"তুমি দু-চারটি দিন আরও আমাকে ভিক্ষা দাও। প্রভুপাদের কাছে তুমি থাক। আমি একটি বিশেষ প্রয়োজনে দু-তিন দিনের জন্য স্থানান্তরে যেতে চাই।"

"কি বিশেষ প্রয়োজন আমাকে বল্‌তে বাধা আছে কি?

"বাধা আর কি! তোমার সম্মুখেই তো তাঁকে এনে উপস্থিত করব।"

"কাকে এনে উপস্থিত করবে? কে তিনি?"

"আমার প্রভুপাদের গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম-পত্নী! আজীবন ব্রহ্মচারিণী—শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী আমার মাতৃসমা পূজনীয়া দেবী তিনি। বৃদ্ধ বয়সেও কি কঠোর ভজনশীলা! প্রভুপাদ তরুণ বয়সেই সংসার ত্যাগ করেন, তিনিও সেই হতেই স্বামীর আদর্শে গৃহস্থাশ্রমে থেকেই সর্ব্বত্যাগিনী।"

"তুমি তাঁর কথাও এত জান্‌লে কি করে?"

"কিছুকাল পূর্ব্বে প্রভুর মুখেই তাঁর কথা শুনে গিয়ে দর্শন করে আসি। মনের বেগে প্রভুর সংবাদও তাঁকে কিছু কিছু দেওয়ায় তাঁর স্নেহও লাভ করি। গ্রামের লোকের মুখে তাঁর নিষ্ঠা ও ভজনের কথা শুনতে পাই। প্রভু তো এতদিন এদিকে ছিলেন না—কয়েক বৎসর মাত্র এই একটা নির্দ্দিষ্ট আশ্রমে ভজন করছিলেন। তিনিও এখন একাকিনী, তবুও বাহ্যে কেউ কারু উদ্দেশ রাখেন না। কেবল মা আমাকে এই প্রতিশ্রুতি করিয়ে রেখেছেন যে ওঁর সেবার বিশেষ প্রয়োজন হলে বা এই রকম ক্ষেত্রে তাঁকে আমি সংবাদ দেব।"

উদাসীন কিছুক্ষণ নিষ্পন্দভাবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে উচ্চারণ করিলেন, "আচ্ছা যাও। আমিও ওঁকে এ অবস্থায় রেখে চলে যেতে পারব না হয়ত। যদি উনি আর নাই থাকেন—কিছু দেখ্‌তে সাধ আছে। সাধ হয় ওঁদেরও এ অবস্থায় সেই 'অব্যক্তনিধনান্যেব'—'জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মেশায় জলে' চিরকালের সেই কথাই, না নূতন একটু কিছু বুঝতে পারা যাবে! কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কেন উঠ্‌ছে মুখে?"

"ঠাকুরাণীটিকে যে আমি বড় ভয় করি। ঠাকুরের সঙ্গে এক হাত লড়তে পারি দাঁড়িয়ে বরং—কিন্তু তিনি উদয় হলে চরণেই যে কেবল জোর আসে।"

"আঃ কি বল' কমলাক্ষ। সাধ্বী ব্রহ্মচারিণী বৃদ্ধা—একেবারে মাতৃমূর্ত্তি—তাঁকেও তোমার ভয়?"

"বল কি! মহামায়ারও আমার যে মাতৃমূর্ত্তিই। উনি যে সব বেশেই সমান শক্তিশালিনী। জীবনে ঐ ডাক্ কখনো ডাকিনি এবং ও স্নেহই যে কেমন তা জানি না,—তাই ঐ অচিন্ত্য তত্ত্বকেই আমার বেশী ভয় ভাই।"

"সেই জন্যই অত শৈশবেই এমন হতে পেরেছ। মহামায়া তোমায় প্রথম থেকেই কোল ছাড়া করেছিলেন—তাই এত স্বাধীন! যাক্ আমি তবে চল্লাম। তুমি প্রভুপাদকে বৈদ্য দেখিয়ে বেশী হাঙ্গাম ক'র না, উনি যা চাইবেন তাই মাত্র দিও।"

উদাসীন হাসিয়া বলিলেন, "তুমি তো যাও, সে দেখা যাবে।"

গভীর রাত্রি। কুটীরের মধ্যে অতন্দ্রভাবে বৃদ্ধ সাধুকে প্রায় কোলে করিয়াই আমাদের উদাসীন বসিয়া আছেন। রাত্রেই শ্লেষ্মার আধিক্য ঘটে। শ্লেষ্মার কোপে এক একবার বৃদ্ধ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছেন, আর উদাসীন ধীরে ধীরে অঙ্গুলি করিয়া নিকটে খলে-মাড়া ঔষধ লইয়া তাঁহার জিহ্বায় দিতেছেন। বৃদ্ধ চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছেন, অথচ আশ্চর্য্য এই যে তাহাতে আপত্ত্য মাত্র করিতেছেন না। পুরাতন ঘৃত গরম করিয়া বক্ষে পৃষ্ঠে মর্দ্দন করিয়া দিতেছেন পায়ের তলায় দিতেছেন, কিছুতেই তাঁহার আপত্ত্য নাই। কেবল এক একবার চক্ষু চাহিয়া তাঁহাকে দেখিয়া লইতেছেন; আবার পরম নিশ্চিন্তমনে যেন নিদ্রার ঘোরে ঢুলিয়া পড়িতেছেন। মুখে অস্ফুটে 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' শব্দ, কখনো 'গৌর' এই কথাটি মাত্র ধ্বনিত হইতেছে। যেন তিনি এক পরম আবেশে আবিষ্ট হইয়া আছেন—যাহাতে বাহ্যিক কোন কার্য্যই তাঁহাকে অন্যদিকে আনিতে পারিতেছে না। কিসের এ আবেশ?

ব্যাধিরই প্রকোপে মস্তিষ্কের জড়তা, অথবা এ এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের মধ্যে অসংশয়ে আত্মসমর্পণ। কে ইহার উত্তর দিবে!

১২

ব্রহ্মচারীর সঙ্গে যিনি আসিলেন তাঁহাকে দেখিয়া উদাসীন একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন। ইনিই কি এই মহাত্মার ধর্ম্মপত্নী? একেবারে বিধবার বেশ যে! তাঁহার মনে সেই গঙ্গাতীরের গার্হস্থ্য অথচ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের স্বামিনীর মূর্ত্তিটিই আদর্শ হইয়াছিল। লালপাড়ের কাপড় এলা মাটি দিয়ে ছোপান, রুক্ষ কেশের মধ্যেও আরক্ত সিন্দূর চিহ্ন! হস্তে দুইটি লাল শাঁখা—কখনো লাল সূতা বাঁধা—সর্ব্বাঙ্গেই যেন একটা আরক্ত ছাপে তাঁহাকে শিবসংযুক্তা শিবানীর মতই দেখাইত। আর ইনি তার একেবারে বিপরীত; যেন কতকালের তপঃকৃশা বিধবা তাপসী, মুখে এবং সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা উদাসীনতার ছাপ, যেন জগতের সহিত কোনখানে কোন সংযোগ নাই, সর্ব্বদা আত্মসমাহিত নিম্ন দৃষ্টি। মস্তকের কর্ত্তিত ক্ষুদ্র কেশ শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে, তবু যেন কাহারো সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে চাহেন না বা বাক্যালাপও করেন না। উদাসীনের ইচ্ছা হইল একবার ব্রহ্মচারীকে বলেন যে এই কি তোমার মাতৃমূর্ত্তি? ইনি যে মৌনব্রতা গুহাবাসিনী তপস্বিনী! কিন্তু তাঁহার যে 'মহামায়া'র ভয় হইয়াছিল তাহা নিরসন হওয়াতে একটু সুখী ও নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি নিঃশব্দে আসিয়াই বৃদ্ধ বৈষ্ণবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; এজন্য উদাসীনের মুক্তিরও পথ হইয়াছিল, ইচ্ছা করিলেই তিনি যাইতে পারিতেন; কিন্তু সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণবই তাঁহার ক্রমে যেন এক পরম বন্ধনের কারণ হইয়া উঠিলেন। সুস্থ অথবা নির্দ্দিষ্ট পথের যাত্রী তাঁহাকে একদিকে

ভিড়িতে দেখিলেই যেন উদাসীন নিশ্চিন্ত হইতেন, কিন্তু শীঘ্র যে দুটার একটাও ঘটিবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না।

বৃদ্ধ বৈষ্ণবেরও কোন ভাবান্তর মাত্র নাই। সেই তপস্বিনী যেন চিরকালই এই আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন, বালকের মত তাঁহাকে খাওয়াইতেছেন মুছাইতেছেন শোওয়াইতেছেন, হস্তে জপের মালা তুলিয়া দিতেছেন, পুঁথি পড়িয়া শুনাইতেছেন। উভয়ের মধ্যে কখনো যে কোন সম্পর্ক ছিল এমন একটা কথা মাত্রও একবার উঠে না।

সেদিন ঠাকুরাণী বৈষ্ণব সাধুকে তাঁহার ইচ্ছায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া শুনাইতেছিলেন। যদৃচ্ছা পাঠ অগ্রসর হইয়া আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি পড়িতেছিলেন—

"শ্রীবলরাম গোঁসাই মূল সঙ্কর্ষণ
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন।
আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়
সৃষ্টি-লীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায়।
দৃষ্টাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন
শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন।
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ সেবানন্দ
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ।"

কুটীরের বাহিরে ব্রহ্মচারী এবং তরুণ উদাসীন নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, উভয়ের কর্ণে ই পাঠের শব্দগুলি যাইতেছিল। হাসিয়া উদাসীন ব্রহ্মচারীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "পুরুষরূপী প্রকৃতি আর কি! যাঁকে শাক্ত উপাসকরা বল্‌ছে শক্তি। 'সেই প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা।' তবে ঠাকুরের পুরুষের বেশ ধর্‌বার দরকার কি ছিল! এত সেবা স্ত্রীবেশেই তাঁকে বেশ মানাত। আবার একটা পুরুষ নাম বা বেশ ধরা কেন?"

ব্রহ্মচারী একটু হাসিলেন মাত্র; কিন্তু কুটীর মধ্য হইতে নারী ক সহসা উত্তর আসিল, "শক্তি বস্তুকে কি ব্যাকরণ দিয়েই বিচার কর হবে বাবা? সে কি শব্দ মাত্র? ভগবদ্ শক্তি কি স্ত্রী পুরুষ দুইই হ পারেন না। দুই তত্ত্বই তাঁর উপর আরোপ কি চলে না?" সঙ্গে সঙ্গে ব বৈষ্ণবের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল, "নিতাইচাঁদ—আমার নিতাইচাঁদ

উদাসীন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পরিহা একটা কুতর্ক তুলিয়া রঙ্গ করিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু স্বল্পভাষি অজ্ঞাতবিদ্যা রমণীর উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিলেন, বুঝিলে ইঁহাকে আপাতদৃষ্টে যেমন মনে হইতেছে ইনি তাহা নন্। উদাসী একটু অপ্রস্তুত হইয়া স্নানার্থে উঠিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারীকে বলিলেন "যাবে না?"

"আমার কিছু দেরী আছে, তুমি এগোও।"

পুখুরটি গ্রামের কোল্ ঘেঁসিয়া; তাহাতে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ সকলেই স্নান করে। উদাসীন আজ তাঁহার মধ্যাহ্নস্নান সময়ের পূর্ব্বেই ঘাটে আসিয়া পড়িয়া দেখিলেন—ঘাটে স্ত্রীলোকেরই আধিক্য বেশী! ঘাটের দিকে তো অগ্রসর হইবারই উপায় নাই; যদিও আখ্ড়ার দুই একজন বৈষ্ণবও সে ঘাটে স্নান করিতেছিল তথাপি উদাসীন সেদিকে না গিয়া আঘাটার জঙ্গল ভাঙ্গিয়াই জলে নামিয়া পড়িলেন, ফিরিয়া যাইতে আর ইচ্ছা হইল না।

যেখানে নামিয়াছিলেন জলের মধ্যে সেখানে বড়ই জলের জঙ্গল জড় হইয়া স্নানের বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। জলজ লতার দল ফুল ফুটাইয়া পত্র বিস্তার করিয়া একেবারে সেখানটা পুষ্পবন করিয়া তুলিয়াছে। উদাসীন স্থলের দিক হইতে ডুব সাঁতারে অন্য দিকে চলিয়া যাইবার জন্য নিঃশব্দে ডুব দিলেন। কিছুদূর গিয়া ভাসিয়া মাথ

তুলিতেই মনে হইল গলায় কি যেন মোটা জিনিষ জড়াইয়া গিয়াছে! বুঝি জল-লতার শৃঙ্খলই হইবে? এইরূপ ভাবিতে না ভাবিতে ঘাট হইতে তীব্র চীৎকার ধ্বনি কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল। "সন্ন্যাসী ঠাকুর—ও সন্ন্যাসী ঠাকুর—গলায় তোমার ও যে মস্ত সাপ, কি সর্ব্বনাশ, ও মা কি হবে—মুখ বের করছে ত্যাখ!" স্ত্রীলোকেরা আর্ত্তনাদে সমস্ত পুখুর ছাইয়া ফেলিল; বৈষ্ণব কয়জনও "জয় নিতাই জয় নিতাই" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; সাঁতরাইয়া অগ্রসর হইবার সাহস কাহারও হইল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সন্ন্যাসী ঠাকুরও তাহাদের চীৎকারের সঙ্গে একবার "জয় নিতাই" শব্দ করিয়াই সজোরে আবার জলের মধ্যে ডুব দিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল—সেই কয় মুহূর্ত্তই যেন সকলের এক যুগ! আবার সন্ন্যাসী জল হইতে মাথা তুলিলেন। সকলে একসঙ্গে সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ছেড়ে গেছে, সরে গেছে, জয় নিতাই জয় নিতাই! পালিয়ে এস সন্ন্যাসী ঠাকুর এইবার; আমরা এই ঘাট ছেড়ে উঠে যাচ্ছি, তুমি এই ঘাটে এসে ওঠ ঠাকুর!" বলিতে বলিতে কয়েকটি রমণী কাঁদিয়াই ফেলিল। বৈষ্ণব কয়জন তাঁহাকে জঙ্গলের দিকে নামার অবিমৃশ্যকারিতার জন্য মৃদুভাবে দোষারোপ করিতে লাগিলেন। উদাসীন সেদিকে মনোযোগ না দিয়া রমণীগণের পূর্ব্ব-অধিকৃত, এখন সম্পূর্ণ ত্যক্ত, ঘাটের নিকটে আসিয়া জলেই দাঁড়াইলেন। তীর হইতে মৃদুস্বরে কেহ বলিল, "গলায় কোন রকম কষ্ট বোধ হচ্চে না ত?—মোচড় দিতে পারেনি বোধ হয়।" সন্ন্যাসী সচকিতে ফিরিয়া দেখিলেন—ব্রহ্মচারীর বর্ণিত সেই মাতৃমূর্ত্তি প্রকট হইয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া আছেন—কক্ষে কলসী! জলাহরণেই আসিয়াছিলেন বোধ হয়।

তিনি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কলসধারিণী আবার বলিলেন, "গলায় একটা লাল দাগ কিন্তু পড়েছে, কিছু চাপ দিয়েছিল বোধ হয়।"

তাঁহার পশ্চাতে আরও দুই তিনটি রমণী তাঁহার আগমনে সাহস পাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের চক্ষু ও মন হইতে তখনো সে বিভীষিকা রহস্য যেন অপসৃত হয় নাই, তাহারা "উঃ—বাবা গো—কি হ'তো গো!" বলিয়া যেন শিহরিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। একজন বর্ষীয়সী আরও সাহস ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি এসে দাঁড়াইলেই আমরা এখান থেকে উঠে যাব—আপনি 'চান্' সেরে গেলে তবে নাম্‌ব, আর আপনি অমন জঙ্গল আঘাটায় যেওনি বাপু! যাবে নি ত বাবা?"

উদাসীন এইবার মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "না।" সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কথাটুকুর উত্তর পাইয়াই সে যেন বর্ত্তাইয়া গিয়া পরম বিজয়িনী ভাবে সঙ্গিনীদের মুখপানে চাহিয়া যেন বুঝাইল, "ছাখ—ঠাকুরকে কথা কইয়েছি।"

কলস কক্ষে ব্রহ্মচারিণী মাতা জলের কাছে নামিতেই উদাসীন অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, "আমায় কলসী দেন, আমি বেশী জল থেকে পরিষ্কার জল তুলে দিই।" তাঁহার হস্তে কলসী ছাড়িয়া দিয়া মাতা ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাবা, যাকে তুমি ভয় কর্‌বে সেই তোমায় ভয় দেখাবে! অভয়ের সাধনা কর্‌ছ—কাকে তোমার ভয়? ভয় আপনি ভয়ে পালিয়ে যাবে। সাপ-বাঘ যার পথ ছেড়ে দেয় মানুষকে তার ভয়,—আর যে মানুষ তার মা—তার ভগ্নী—তার কন্যা!"

কলস ভরিয়া নির্ম্মল জল তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিয়া উদাসীন আরক্ত মুখে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মস্তকে দিলেন। বর্ষীয়সী স্নিগ্ধ প্রসন্ন নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া অস্ফুটে কি যেন আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলেন। তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন—সন্ন্যাসী নিজকৃত্য সমাপনান্তে

জল হইতে উঠিতে উঠিতে ভাবিতেছিলেন—এই মূর্ত্তি উঁহার এ কয়দিন কোথায় ছিল! সত্যই কি আমার নিজের মনের ভাবান্তরেই উঁহাকে অন্য মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলাম?

আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখেন সেখানে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী সংবাদ পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছিলেন এমন সময়ে উদাসীনকে সম্মুখে পাইয়া একেবারে সাপ্‌টাইয়া জড়াইয়াই ধরিলেন, "কি সর্ব্বনাশ—কি সর্ব্বনাশ! গলায় কিছু হয় নাই ত!" বার বার কণ্ঠের চারিদিকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। উদাসীন হাসিয়া বলিলেন, "কিছুই হয় নি! নিত্যানন্দ একটু রসিকতা কর্‌লেন আর কি, আমার সঙ্গে।"

"ঠিক্ ঠিক্—তাই বটে! জয় নিতাই—জয় নিতাই! কি আশ্চর্য্য! আমার মনেও কিন্তু তোমার পরিহাসটা বেজেছিল, ভয় করেছিল একটু।"

"বটে? তা যদি কর্‌ত তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌তে! দ্যাখো মা-ঠাকুরুণেরও নিশ্চয় লেগেছিল মনে, নৈলে তিনি ঐ সময়ে জল আন্‌তে যাবেন কেন? অবোধ সন্তানের জন্য মা'র চিন্তা হয়েছিল।"

উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন সেই বিকারশূন্য তপস্বিনী তাঁহাদের কথা শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। তাঁহার সেই হাসিতে জাগতিক স্নেহেরই সম্পূর্ণ আভাস।

* * *

সেই দিনই মধ্যরাত্রে তাঁহাদের নিশ্চিন্ত নিদ্রার মধ্যে কাহার আহ্বানে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। সচকিতে চাহিয়া দেখিলেন—তপস্বিনী মাতা তাঁহাদের উভয়কে ডাকিতেছেন। উভয়েই ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন, "তোমরা ওঠো, সময় আগত।"

"সময় আগত?" ব্রহ্মচারী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ

করিলেন, আর যেন দণ্ডাঘাতে আহত হইয়া উদাসীন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি যে মনে করিতেছিলেন প্রভাতেই বিদায় নিয়া কাশীর পথে রওনা হইবেন। বাবাজী যে সম্পূর্ণই সুস্থ হইয়া গিয়াছেন!

তখনি তাঁহারও ডাক্ পড়িল। কুটীর মধ্যে গিয়া দেখিলেন তিনি হাসিমুখে শয্যায় প্রায় বসিয়াই আছেন—হস্তে জপের মালা। ব্রহ্মচারীর অঙ্গে শরীরের ভর রহিয়াছে, আর সম্মুখে তপস্বিনী স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সাধু যেন আদরের সহিত আহ্বান করিলেন, "এ সময়ে দূরে কেন বাবা গোরাচাঁদ—আমার নিতাইচাঁদের পাশে এস! জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ না থাক্‌লে কি এসময়ে এমন মিলন হয়? সঙ্কোচ কিসের—কাছে এস।"

উদাসীন হাঁটু পাতিয়া নিকটে বসিয়া নাড়ী দেখিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেই সেই হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বৃদ্ধ বৈষ্ণব যেন তাঁহাকে নিকটেই আকর্ষণ করিলেন। কর্ত্তব্যমূঢ়ভাবে তিনি ব্রহ্মচারীর পার্শ্বেই বসিয়া পড়িলেন। সাধুর কোন ব্যতিক্রম বুঝিতে পারিতেছিলেন না, নাড়ীটা একবার দেখিতে পাইলে হইত, কিন্তু তাঁহাকে বিরক্ত করিতেও সাহস হইতেছে না। পত্নীর দিকে চাহিয়া সহসা বৃদ্ধ বলিলেন, "জগতের যে মায়িক সম্বন্ধ তাতে তোমায় আমি অনেক দুঃখ দিয়েছি, জানি—"

"কিন্তু অমায়িক সম্বন্ধে তেমনি আমায় পরম সুখ দিয়েছেন! এতদিন পরে আবার অতীত দিনের কথা, আর তার স্মৃতি কেন আন্‌ছেন প্রভু?"

"নৈলে সাধ্বীর কাছে যে অপরাধ থেকে যায়; তার মার্জ্জনা ভিক্ষার এই ত সময়। জাগতিক ঋণ রেখে যেতে নেই, সেও এক বন্ধন। দেনা-পাওনা শোধ হয়ে যাক্।"

সাধ্বী যোড় হস্তে উত্তর দিলেন, "প্রভু শুনেছি আপনাদের কোন

ঋণই থাকে না। আপনারা সংসারের সকল ঋণেই মুক্ত। স্ত্রীর কাছে ঋণ তো তুচ্ছ কথা।”

উদাসীন আশ্রমের অন্য সকলকে ডাকিবার প্রয়োজন ভাবিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেই মহাত্মা ইঙ্গিতে নিবারণ করিলেন। তাহার পরে সকলের সঙ্গে নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কখন এক সময় হস্ত হইতে মালা শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল। সকলে সচকিতে চাহিতে লাগিলেন—কিন্তু তপস্বিনী ইঙ্গিতে তাঁহাদের চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া একভাবে নাম উচ্চারণ করিয়া চলিলেন। তাঁহারা তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণে স্থিরভাবেই বসিয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পরে সহসা যেন জাগিয়া উঠিয়া বৃদ্ধ বৈষ্ণব চোখ মেলিয়া পরিষ্কার স্বরে ডাকিলেন, “কমলাক্ষ!” উদাসীন সচমকে তাঁহার মুখের সম্মুখে গিয়া উত্তর দিলেন, “প্রভু!”

“তোমার ঋণ তো শোধ হলনা—হঠাৎ এ সময়ে অহেতুকী এত আনন্দ কেন দিলে? একি জন্মজন্মান্তরেই সম্বন্ধ নয়? নিতাই দাসের মুখে তোমার কথা শুনে সাময়িক তখন একবার তোমায় কাছে পেতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তা যে এতখানি বন্ধন তা তখন জানিনি। এস বাবা, কি আমার কাছে তোমার প্রাপ্য আছে তাতো বুঝ্‌ছিনা, তুমি নিজে নাও এসে।”

উদাসীন ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার চরণধূলি নিতেই তিনি উভয়পদ একেবারে প্রসারণ করিয়া দিলেন। পরম আবিষ্টের মত বলিয়া উঠিলেন, “নাও, সব নাও, যা আছে আমার এতকাল ধরে সঞ্চিত, সব। তোমাকে দিয়ে যাবার জন্যই বুঝি এতকাল সঞ্চয় করে রেখেছিলাম, নিতাই দাসও নিতে পারেনি, তোমার জন্য ছিল বুঝি।” উদাসীনের

নয়ন হইতে অহেতুকী অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, দর্শক দুইজনের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। তাঁহারাও ভয়ে ভয়ে যখন পদধূলি লইতে নিজ নিজ হস্ত প্রসারণ করিলেন তখন আবার সাধু তাঁহার মুহু উচ্চারিত নামসমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন।

উষার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, তরুণ সূর্য্যরশ্মি আশ্রমের শিরে জাগিয়া উঠিল। আশ্রম সুদ্ধ সকলে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন, প্রত্যেকেই চরণধূলা নিতেছিল, কেহ বা নাম উচ্চারণ করিতেছিল। ইঁহাদের তিনজনের মুখের বিরাম ছিল না।

"কমলাক্ষ, ধর।" সকলে পূর্ণ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল সেই স্তব্ধ দেহ তুলিয়া উঠিয়াছে, চক্ষু ঈষদোন্মুক্ত অথচ তারকা দৃষ্টিশূন্য। একখানি হস্ত মুষ্টিবদ্ধভাবে প্রসারিত হইতেই উদাসীন উভয় হস্তে সেই মুষ্টিধারণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কিসের একটা বেগ তাঁহার সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত যেন তাঁহাকে বাহ্যজ্ঞান শূন্য করিয়া দিল। যখন তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিল, দেখিলেন—সকলে পূর্ণবেগে নাম উচ্চারণ করিতেছে, আর তার মধ্যে সেই জ্যোতির্ম্ময় দেহ স্থির উন্নত। ব্রহ্মচারীর বক্ষে আর অবলম্বন নাই, নিজ বেগে তাহা মেরুদণ্ডের উপরই দাঁড়াইয়াছে।

এইবার তপস্বিনী মাতা সহসা তাঁহার চরণের উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, বুঝিলেন এইবার মহাত্মা সত্যই মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে তিনি একি দান করিলেন শেষ মুহূর্ত্তে? এ লইয়া তিনি কি করিবেন! স্থির হইয়া আর যেন তিনি বসিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। কুটীরের বাহিরে মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইয়া তবে যেন স্বচ্ছন্দে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিলেন। যেন ক্রমে তাঁহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

সাধুর দেহের শেষ কৃত্য সম্পাদনের পর—আশ্রমের সকলে এক সময়ে লক্ষ্য করিলেন—উদাসীন তরুণ সন্ন্যাসী সকলের অলক্ষিতে কখন সে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন।

সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া আবার তিনি চলিয়াছেন। কানে বাজিতেছিল তপস্বিনীর একটি কথা, "বাবা মহাত্মার নিকট যা পেয়েছ তার যত্ন কর। যত্ন বিনে আমরা জীবনের অনেক রত্নই হারাই। তাই দিলেও পাওয়া হয় না; তা রাখ্‌তে জানা আর তার ব্যবহার জানা চাই।" তাঁহার উদ্দেশে মস্তক নত করিয়া উদাসীন নিজ গন্তব্য পথে আবার যাত্রা করিলেন।

ইহারই কয়েক বৎসর পরে এই কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে।

১৩

পশ্চিমের একটি সহরে প্রায় গরম আসিয়া গেলেও বসন্তের শেষ রেশ তখনো প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে আপনার অস্তিত্ব সময়ে সময়ে সহর-বাসীকে জানাইয়া দিতেছিল। চারিদিকে পুষ্পোদ্যানবেষ্টিত একটি সুসজ্জিত অট্টালিকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আধুনিক বেশে সজ্জিতা সুন্দরী দুইটী নারী। একটি তরুণী, আর একটিকে প্রৌঢ় যৌবনা বলিলেও চলে, কেননা মধ্যবয়সের তখনো তাঁহার অনেক দেরী আছে; কিন্তু তথাপি তিনি যেরূপ গম্ভীর মুখে স্নেহের সহিত তরুণীটির মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন তাহাতে তাঁহাকে নিজের বয়সের অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্না এবং তরুণীটির মাতৃপদবাচ্যা বা অভিভাবিকার মতই দেখাইতেছিল। তিনি তরুণীটির অসংযত বন্ধনভ্রষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশগুলি (এখানে বলা উচিত তখনো

'বব্' করা চুলের চলন এদেশে আসে নাই) ললাটের উপর হইতে সরাইয়া দিতে দিতে বলিতেছিলেন, "এক্‌জামিন শেষ হয়ে গেছে, ভাল লিখেছ জান্‌তে পেরেছ, বাড়ী এসেছ, তবু মুখ ভার ? হল কি—হ্যাঁ রে লতু ?"

ললিতা অথবা লতিকাই বোধ হয় তরুণীর নাম—সে প্রশ্নকর্ত্রীর হস্তের স্পর্শ হইতে মুখখানা অন্যদিকে সরাইয়া 'কিছু না' বলার সঙ্গে সঙ্গে এমনি জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল যে বয়োধিকা নারী দ্বিগুণ আগ্রহে তাহার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। "হ্যাঁ রে, 'বি-এ একজামিন হয়ে'গেলে বাঁচি—এই ক'টা দিন পরে তোমার কোলে সোয়াস্তিতে ঘুমুব'—এসব কথা দুদিনেই শেষ হয়ে গেল ? মিলা, লীলা, শীলা—কি যে সব বন্ধুদের নাম তোর—তাদের জন্য বুঝি এরি মধ্যেই মন কেমন করছে ?"

"কি বক' কাকিমা কতকগুলো—ভাল লাগে না বাপু।"

"আচ্ছা এইবার ঠিক্ বল্‌ছি—বেড়াতে বেরুবার জন্যে—না ?"

"কোথায় বেড়াতে বেরুব ? এই সব পার্কে—না শুক্‌নো হাড় বের করা নদীর ধারে, খোলা খাপ্‌রার ঢিপির মধ্যে ?"

"আহা তাই কি বল্‌ছি ! যে দেশে বড় বড় নদী ঝর্‌ণা, ভাল ভাল বাগান, মস্ত মস্ত পাহাড় আছে—সেই সব দেশে ?"

তরুণী ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া এবার ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাসকে একেবারে যেন অন্তরের ভিতর হইতে বাহিরে আনিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বেড়াবার নামেই প্রাণ কেমন করে ওঠে কাকিমা। 'দাদু' গিয়ে বেড়াবার মধ্যে যে একটা সুখ তা চলে গিয়েছে। তুমি বেড়াতে ভালবাস, তোমাদের সঙ্গে যাই বটে কিন্তু ঠিক্ ভাল লাগে না কিছুই ! সব সময়েতেই মনের মধ্যে কি যেন বিশ্রী—"

কাকিমা তাহার এই বিষাদময় ভাবকে সরাইয়া দিবার জন্য মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "ওরে আমার পাকা বুড়ি! আমি বেড়াতে ভালবাসি তাই আমাদের সঙ্গে অগত্যা উনি যান্! 'কাকা, নেপাল চল'—বলে ধুম তুলেছিল সেবার কে? দক্ষিণে আরবার পূজোর বন্ধে কে হায়রাণ করে মেরেছিল আমাকে? বাপ্‌রে বাপ্, যতগুলো ষ্টেশন সবগুলোতেই —'ও কাকিমা, ও কাকা, এটায় খুব ভাল ভাল মন্দির আর দেখ্‌বার জিনিষ আছে—কত যে গোপুরম্ দেখবে'—এই করে করে নেমে নেমে মেরে ফেলা হয়েছে আমাদের, আবার এখন বলা হচ্ছে তোমাদের জন্যই যাই?"

কাকিমার এই দোষারোপেও তরণীর ভাবান্তর হইল না; একই ভাবে সে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, আনন্দ পাব বলে যাই—কিন্তু গিয়ে দেখি তেমন হয় না, যেমন সেই দাদুর সঙ্গে ছোটবেলায় বেড়িয়ে সুখ পেতাম! সেই লোভে যাই কিন্তু ফল উল্টো হয়।"

কাকিমা তখনো হাল্ ছাড়িলেন না। "হ্যাঁ সে তো বড্ড ছোট-বেলায়! সেই ত ম্যাট্রিক্ দেবার পর তাঁর সঙ্গে রাজপুতানার ওদিক গিয়েছিলি! ছোটবেলায় তোমাকে তোমার কাকা কবে পাহাড় পর্ব্বতে বনে জঙ্গলে বেড়াতে দিয়েছেন? অসুখ করবে বলে তিনি ভয়েই অস্থির হতেন।"

"সেই ম্যাট্রিক দেওয়ার আগে পাঠাওনি একবার দাদুর কাছে? সেইবারের কথা বল্‌ছি। আর তার পরের বার গিয়েই যা অনেকদিন তাঁর কাছে থাকতে পাই; রাজপুতানা বেড়িয়ে আসারও আগে তাঁর সঙ্গে ডুলী করে যা বন বেড়িয়েছিলাম বৃন্দাবনে প্রায় একমাস ধরে, সেতো তোমাদের তখন বলিইনি!"

"না বল্‌লেও তোমার পড়া কামাইয়ে তোমার কাকা যা রেগেছিলেন!

বল্‌লেন, এই যে উচ্ছৃঙ্খলতা আর 'যাযাবর' স্বভাব মেয়েটার করে দিচ্ছেন স্নেহান্ধ বৃদ্ধ, এতে লতিকার শেষে স্বভাবই বিগড়ে যাবে হয়ত।"

"কাকা সে যাই বলুন, তোমরা যা-ই ঐ ক'মাস আমাকে দাদুর হাতে ছেড়ে দিয়েছিল তাই দাদু আমার একটু সুখী হয়ে গেছেন। নৈলে বড্ডই দুঃখ থেকে যেত কাকিমা আমার।"

কাকিমা বুঝিলেন লতিকার মন এখন একেবারেই অতীত স্নেহ-স্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, এখন সেখান হইতে তাহাকে টানিয়া তোলা দুষ্কর। নহিলে ঐ সব দোযারোপের আভাষ মাত্রে সে লাফাইয়া উঠিয়া বকিয়া রাগিয়া অনর্থ বাধাইয়া দিত, কিন্তু এখন একটু ভাবান্তরও তাহার হইল না। তিনি তখন পরম স্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কি করবি বল লতু! মানুষ তো চিরজীবী নয়।"

"কাকিমা, আমাকে লতিকা আর বলো না—ললিতা বলেই ডেক।"

কাকিমা সনিশ্বাসে বলিলেন, "তাই বল্‌ব! তুইই তো বল্‌তিস্ লতু যে কি বুড়ুটে নাম রেখেছেন দাদু—ললিতার চেয়ে লতিকা বরং ভাল। তাইত আমরা লতিকা বল্‌তে ধরি।"

ললিতা বলিল, "জানি তা! কি জানি, এখন ললিতাই ভাল লাগ্‌ছে।"

কাকিমা নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন আর তাঁহার বুকের উপর দুই চারি ফোঁটা জল যে ঝরিয়া পড়িতেছে তাহা অনুভব করিয়া কি কথায় তাঁহার স্নেহাস্পদকে একটু অন্যমনা করিবেন মনে মনে তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন। নিঃসন্তানা এই নারীর সমস্ত স্নেহই যে এই তরুণীটির উপর ন্যস্ত ছিল!

তিনি জানিতেন 'বিষস্য বিষমৌষধং'। বুঝিলেন সেই অতীত কাহিনীর সুখস্মৃতির মধ্যেই ললিতার এখনকার এই বিষাদগ্রস্ত মনের আনন্দ—ওষধি নিহিত আছে। সেই কথারই আলোচনা এখন এক্ষেত্রে বিহিত। তিনি সহসা উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "সে বনযাত্রার গল্প কিন্তু একদিনও করনি বাপু তুমি! এমন লুকিয়ে রেখেছিলে—"

"সাধে কি লুকিয়েছিলাম? কাকা পাছে দাদুর ওপর রাগ করেন, আর আমাকে যেতে না দেন তাঁর কাছে! দাদুও তাঁর ভয়ে আর না বেরোন্ আমাকে নিয়ে—এই ভয়! সে ভারি মজার কাণ্ড কাকিমা। ভারি ত রাস্তা, ৮৪ ক্রোশ কিনা একশো আটষট্টি মাইল—একখানা মোটরে ক' দিনের রাস্তা বল ত? পাহাড় পর্ব্বত নদী টপ্‌কানোও নয়, এক মথুরা জেলার মধ্যেই ঘুরে ঘুরে বেড়ান, তবে ভরতপুরের এলাকার ভেতর দু-চার বার পড়্‌তে হয় বটে, আর আলিগড়ের দিক্ ঘেঁসেও খানিকটা যেতে হয়, এই! গভীর বনের নামও নেই কোথাও, কেবল জায়গায় জায়গায় অদৃশ্য কাঁটার বন যদি বল তো বল্‌তে পার, খালি পায়ে একটু হাঁট্‌তে গেলেই সর্ব্বনাশ আর কি! আর সেই মাঠ ময়দান ভেঙে দলে দলে লোকের সে কি উৎসাহে ছোটা—যদি দেখ্‌তে। তাই কি দু-চার দিন? দিনের পর দিন—কম্‌সে কম তিন সপ্তাহ! 'যানে'র মধ্যে এক ডুলী আর কিছু না, বয়েল্ গাড়ীতে গেলে সব ব্রুন 'পর্‌কম্মা'ও হবে না, পুণ্যিরও কমতি থেকে যাবে, কাজেই দাদুর সঙ্গে আমাকেও ডুলীতেই বস্‌তে হল! দেখেছ কখনো সে ডুলীর চেহারা। হুঁ—ঘাড় নাড়্‌লেই হল? কক্‌খোনো দেখনি!"

"কি জ্বালা, কাশীতে ডুলী করে বুড়িরা দর্শনে যায় দেখিস্‌নি? ভুলে গেছিস্ বুঝি? আর নেপালের পথেও তো খাটুলি চলে, তবে ডাণ্ডি কাণ্ডিই বেশী সে পথে বটে। আর কম্বলের

ঝোলা? নেপালের পথের ঐ এক বিভীষিকা! চন্দ্রাগড়ি আর শিশাগড়ি পাহাড়ের সেই অসূর্য্যম্পশ্য পথে ছ্যাদ্‌লা ধরা বিরাট বনের মধ্যের ঝরণার জলে কাদায় পিছল উৎরাই রাস্তায় ঘোড়ার কদম কদম্ শব্দের মত তালে নেপালি ডাণ্ডিওলাগুলো যখন ডাণ্ডি ঘাড়ে ছুটে ছুটে নাম্‌তো, মনে হত তখন যদি এদের কারু পা পিছ্‌লায়, যদি আমারি ডাণ্ডিওলার সেই ভাগ্যি ঘটে, যে খডের মধ্যেই পড়ে ছাতু হই না কেন—তবু কম্বলে মুখচাপা হয়ে মর্‌ব না; দুচোখে আলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাছে গাছে ডিগ্‌বাজী খেতে খেতে পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতেই অক্কা পাব! তোমার মার কম্বল ঝোলার দিকে তাকিয়ে বাপু আমার কি যে ভয় হত! যেন আমাকেই কে কম্বল চাপা দিয়েছে। কি যে বিদ্‌ঘুটে সখ হল তাঁর শুয়ে শুয়ে যাবেন ঘুমুতে ঘুমুতে।”

তরুণীর অপরিমিত হাসিতে কাকিমা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। কথাটা আরও কিছুক্ষণ চালাইয়া ললিতার মনের কালিমার শেষটুকুও মুছিয়া ফেলিবার জন্য তিনি গল্পের জের টানিয়া চলিলেন—“ভুলে যাচ্ছিস বাপু সে সময়ে সে দলে আর ডাণ্ডি ছিল না, একটা কম্বলওয়ালাই ছিল মাত্র। সবাই ভাড়া পেলে—সে কাঁদ কাঁদ মুখে দাঁড়িয়ে থাকলো, মার তা সইলো না, আর আমাদেরও একটা যানের অভাব হচ্ছিল তো?”

“মনে আছে, গো সব মনে আছে, তবু তোমার মার বাহাদুরীটা কিছুতেই এখনো ভুল্‌তে পারি না! কেউ যাতে রাজী হল না তিনি অমন পাহাড়ে পথেও কম্বল চাপা হয়ে চল্‌লেন! বাবারে—”

“নে তোর বনযাত্রার গল্প বল্‌বি কি না?”

“সত্যি কথা বল্‌তে গেলে এই বনযাত্রায় আমাদের পক্ষে দেখ্‌বার কিছু না থাক্‌লেও পথের যাত্রাটা দেখায় বেশ আনন্দ ছিল। পাহাড়ে

পথে রাত্রে চলা চলে না, এদের ঐ বনযাত্রায় রাত্রি তিনটে বাজ্‌তেই সব তাঁবু তুল্‌তে আরম্ভ হত। যাত্রীদের বিছানা বাক্স ব্যাগ খাবার-দাবারের লট্‌বহর, বাসন-কোশন ভরা বস্তা টব্‌ তাঁবু কানাত্‌ চ্যাটাই ইত্যাদি বোঝাই বা 'লাদাই' করা বিরাট বিরাট বয়েল-গাড়ী যা হাতির মত তিনটে করে বলদে কি ষাঁড়ে টান্‌ছে, তারই একটা প্রসেশন্‌ চল্‌তো আলো জ্বালিয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে ডাক হাঁক কর্‌তে কর্‌তে! এদের দল চলতো একটা মেঠো চওড়া রাস্তায়, তা কোথাও ধুলোর সমুদ্র—কোথাও বর্ষার জলে কাদার দহ। আর পায় হাঁটা যাত্রী মায় ডুলি চল্‌তো অন্য সরু পথে পায়ে চলার রাস্তায়। মাঠের মধ্যে অল্প অন্ধকারে যখন দল পড়তো তখন কি যে মজা দেখাতো, যেন আলোর মালা দুল্‌ছে মাঠের এধার থেকে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্য্যন্ত। আর কি গম্‌ গম্‌ শব্দ, যেন নদীর স্রোত গজ্‌রাচ্ছে! আবার যখন বেলা দশটা এগারোটায় সেই যাত্রা পথের যত সব তীর্থ—অর্থাৎ ছোটখাটো বন আর তার ঠাকুর দেখে, কুণ্ডের জলস্পর্শ বা স্নান করে যে 'বনে' সেদিনের আড্ডা পড়্‌বে সেইখানে পৌছুতো—সে এক মহামারী ব্যাপার। ব্রজবাসী পাণ্ডাদের নিজেদের ছড়িদার আগে আগে ছুট্‌তো আপন আপন যাত্রীদলের জন্য কুণ্ডের ধারে গাছের ছায়ায় স্থান নির্ব্বাচন করে গণ্ডি কেটে জায়গা আগ্‌লাতে। বয়েল গাড়ী পৌছুলে তখন তাঁবু গাড়ার কি ধুম, কোদাল কাটারী হাতে জায়গা সাফ্‌ করছে, গাছের ডাল কাট্‌ছে। গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ইতিমধ্যে শুক্‌নো বন ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট আঁটি করে কাঠ বেচে বেড়াচ্ছে যাত্রীদের কাছে—গাঁয়ে যদি কারও তরি-তরকারী হয়ে থাকে এই সুযোগে সে বেশ লাভ করছে। তখন রান্না-বান্নারও কি ধুমধাম—একটা একটা তাঁবুতে তিন চারটা উনুন জ্বলছে। বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখ্‌তে ভারি মজা! আর কি কুণ্ড

সব ঐ বনে, দেখে আশ্চর্য্য লাগে! কোথায় কোন্ গ্রাম, লোক বসতি কিচ্ছু নেই কোথাও, অথচ হ্রদের মত একটা একটা বিরাট কুণ্ড, তার চারিদিকে সিঁড়ি আর প্রাচীরের মত ভাবে সেই জলরাশিকে ঘিরে চলেছে তার বাঁধাই! কি যত্ন আর কি পয়সা খরচ করেই তখনকার রাজারা আর বড় বড় ধনীরা ঐ সব তীর্থকে অমর করে রেখে গেছেন।"

"তুই আগেই দেখা সেরে রাখলি বাপু, আমার কপালে আর আশা নেই, শুনে এমন ইচ্ছে হচ্ছে—যেতে পাব কি কখনো?"

"কেন, একবার দেখ্‌লে কি আর দেখতে নেই? আমাকে তুমি পাণ্ডা করে নিয়ে যাবে—আমি তোমাকে সব দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাব, কোন ব্রজবাসী তোমায় ঠকাতে পারবে না যেমন দাদুকে ঠকাতো। তারপরে বুঝেছ কাকিমা, রাত্রেরও তেম্‌নি সুন্দর দৃশ্য। এই যাত্রার আগে থেকেই ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে পাশ হয়ে সব বন্দোবস্ত হয় কিনা, কোথায় কোন্ দিন যাত্রার দলের আড্ডা পড়্‌বে, কোন্ কুণ্ড কি কোন্ 'নহরের' ধারে, সেই সেই জলের সংস্কার—সেখানে-সেখানে পুলিশের চৌকী আর ছোটখাটো হস্‌পিটালের তাঁবু তো পড়্‌তোই, তা ছাড়া আলোর বন্দোবস্ত! বড় বড় খুঁটি পুঁতে যাত্রীদলের এক দিনের আর রাত্রির সহরকে মাঝখানে রেখে চারিদিকে বড় বড় 'ডে-লাইট্' জেলে 'যাত্রা'কে চৌকী দেওয়া! সারা রাত্রিই চৌকীদার হাঁক্‌ছে "জয় রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম"। তারি মধ্যেই চোরেরা সুযোগ বুঝে 'রাধেশ্যাম'কে কদলী প্রদর্শন করে নিজের কাজও গুচুচ্ছে। ওঃ তখন কি হৈ হৈ শব্দ, "ঐ চোর, ঐ যায়, ধর ধর পাকড়ো" শব্দ! সমস্ত যাত্রাটা সমস্ত রাত কি ঘুমোতো? জায়গায় জায়গায় 'লীলা গান' হচ্ছে, 'রাস' হচ্ছে—অর্থাৎ

াধাকৃষ্ণ আর সখীসখা সাজিয়ে নাচ গান! আর হাটে বাজারে ারদিক গম্ গম্। আমার এই সব দেখে বেড়াতে ভাল লাগ্‌তো— ার দাদু কোথায় কোন্ বনে কোন্ মহাত্মা তপস্যা কর্‌ছেন—কোন্ ন্দিরে কোন্ সাধু লুকিয়ে আছেন এই সন্ধানে ফিরতেন! আমাদের ার ভাল করে তীর্থের স্নান দর্শন ঘটে উঠ্‌তো না, তার জন্য ব্রজবাসী কুরদের কি গোঁসা। দাদুর ভয়ে আর তাঁর অঢেল্ দেওয়ায় কিছু ল্‌তে পারতো না—নৈলে আমাকে তাদের 'খিরিস্তান্' বল্‌বার জন্য মুখ চুলকাতো সে বেশ বুঝ্‌তাম—আর মনে মনে খুব হাসতাম। ামি সত্যই ঐ সব ধুম্ দেখতে আর বেড়াতে গিয়েছিলাম, কিন্তু দাদু য়েছিলেন অন্য উদ্দেশ্যে! তিনি—"

বলিতে বলিতে ললিতা বিমনা ভাবে সহসা নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। ন স্বচ্ছন্দচারিণী কলধ্বনিময়ী নির্ঝরিণীর গতি কোন এক প্রস্তর খণ্ডে াহত হইল। কাকিমার উৎসাহ তখন মাত্রা ছাড়িয়া উঠিয়াছে, গ্রস্বরে বলিলেন, "তিনি আবার কি উদ্দেশ্যে নিয়ে যাবেন? তীর্থ রতে আর সাধু সন্ন্যাসী খুঁজতে বল্‌লি যে এখনি?—তা তিনি বুঝি র মনের মত সাধু খুঁজে পেলেন না?"

"না, যেখানে যেদিন আড্ডা পড়্‌বে তার চতুর্দ্দিকে কোন' গাঁয়ে কি ান' বনে কোন' মহাত্মা আছেন কিনা আমাদের সঙ্গী বৃন্দাবনের াদ ব্রজবাসী যিনি, তাঁকেই আগে হতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে থ্‌তেন। তিনি সহর বৃন্দাবনে থাকেন—গাঁয়ের অত খোঁজ রাখেন . তিনি দাদুর দায়ে বিপদে পড়ে তাঁর সঙ্গী 'যাত্রা'র যত পাণ্ডা ব্রজবাসী তার পর ঐ সব জায়গার স্থানীয় পাণ্ডা সকলের কাছে খোঁজ নিতে তে হায়রাণ হতেন। দাদুকে যেটুকু সন্ধান দিতেন, দাদু সেদিনের ড্ডায় পৌছিয়েই না স্নান না খাওয়া—ডুলীর বেহারা বেচারাদের

বথ্‌শিষে খুসি করে সেই দিকে ছুটতেন। কিন্তু ফিরে আস্‌তেন এমন বিষণ্ণ মুখে—"

"তাঁর চেনা কোন' সাধুকে বুঝি খুঁজতেন তিনি ?"

"চেনা ? না—কেবল একবার দেখামাত্র, আর দেখা মিল্‌লো না।"

"কোথায় তাঁকে দেখেছিলেন ? বৃন্দাবনেই ? তুইও দেখেছিলি ? কি রকম সাধু তিনি ? খুব মহাত্মা বুঝি ? খুব বুড়ো ?"

"হ্যা—না—কাকিমা—উঃ বড্ড মাথা ধরে উঠ্‌লো—"

"ধরবে না ?—যে বকে চলেছিস্‌ একদমে ? চল্‌, মাথায় একটু কিছু দিয়ে ফ্যানের তলায় শুবি। তার আগে ডাবের জল খা দেখি একটু, এনেছিস্‌ গুচ্ছার কেবল, খেলিনে একটাও, খাবারও তো খাস্‌নি এখনো।" বলিতে বলিতে কাকিমা বারান্দা হইতে ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন, আর ললিতা বামহস্তে নিজের কপাল টিপিয়া ধরিয়া রেলিংয়ের উপর মুখ রাখিল।

একটু পরেই গ্লাশ্‌ হস্তে কাকিমা নিকটে আসিতেই ললিতা একটু অতিরিক্ত আগ্রহে তাঁহার হস্ত হইতে পানপাত্র গ্রহণ করিয়া জলটা পান করিয়া ফেলিল এবং দ্বিগুণ আগ্রহে বলিল "তার পরে শোন কাকিমা, বনযাত্রার কথা।"

"না বাপু আর বক্‌তে হবে না—মাথা ধরিয়ে ফেল্‌লি—"

"ও কিছু না—হঠাৎ একটা শির্‌ টন্‌ টন্‌ করে উঠেছিল, ডাবের জল খাবার আগেই সেরে গেছে—"

"খাবার খাবি তবে চল্‌।"

"না আগে শোন ! ভরতপুরের রাজা এই যাত্রীদলের খুব তদারক করেন জান কাকিমা, তাঁর অধীন 'ডিগ্‌' বলে যে সহর আছে তার মধ্যে বনযাত্রার পথ নয়—তবু তিনি যাত্রীদের সেবা করবেন বলে

সেই পথে 'যাত্রা' চালিয়ে একদিন ঐ ডিগ্ সহরে তাদের আড্ডা বসান। ডিগের কাছে বুঝি একটা বন আছে তার নাম 'লাঠা বন'। সেদিন ডিগে একটা উৎসব বসে যায়। রাজার একটা বাগান আছে তার নাম 'ফুয়ারা বাগ্'। ফোয়ারার বাগানই বটে। সেদিন বৈকাল থেকে যাত্রীদের আনন্দ দেবার জন্য সমস্ত ফোয়ারা খুলে দেওয়া হয়, আর সব যাত্রী গিয়ে তাই ছাখে। কত রকম আকারের—আর কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফোয়ারাই তৈরী করা আছে বাগানটায়। কোন' থামের মাথায় প্রকাণ্ড পদ্মের মত চেহারা, আর তারই প্রতি দল দিয়ে জলের ঝরণা, কোনটা লম্বায় চওড়ায় যেন মৃত্তিকাবেরই প্রস্রবণ! হাতির উঁচু শুঁড় দিয়ে কোথাও জল ঝরছে। ফোয়ারাগুলো যেন ফুলগাছ, সেই গাছেরই বাগান সাজান। এক একটা মস্ত দালানের মত, কোনটা হ্রদের মত, অজস্র ঝরণার নানা খেলায় সেগুলো ভর্ত্তি, আবার এমন বৈজ্ঞানিক ভাবে এক জায়গায় শ'খানেকই বোধ হয় ঝরণার ডাণ্ডা সাজানো যে তাদের মুখ দিয়ে জল জোরে ওপরে উঠ্ছে—আর তাদের জলের কণায় পশ্চিমে হেলা সূর্য্যের আলো লেগে শূন্যে গোটা কয় রামধনুর সৃষ্টি হয়েছে, এই দৃশ্যটা দেখ্তে এত সুন্দর কাকিমা যে কি বল্ব!"

"বাঃ—শুনেই যে লোভ লাগ্ছে। চা খাবিনে? চল্ এইবার।"

"যাচ্ছি, বেচারা যাত্রীরা সেই ভাদ্রমাসের দারুণ রোদে পুড়ে সেই মাঠে মাঠে নির্জ্জলার দেশে ঘুরে ঘুরে সেদিনের জলের কণাভরা বাতাসে শরীরটাকে জুড়িয়ে নেয় যেন। আর তাদের কষ্ট কমায় গাঁয়ের লোকেরা। বনযাত্রী দেখ্তে আশে পাশের গাঁ থেকে ছেলে বুড়ো বৌ ঝি সব পথে এসে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ বা দুধ নিয়ে কেউ বা ঘোলের হাঁড়া নিয়ে আসে যাত্রীদের 'সেবা' কর্বার জন্য—অর্থাৎ বিনামূল্যে তাদের খেতে দেয়। জায়গায় জায়গায় শেঠেরা মহান্তরাও যাত্রীদের

ভাণ্ডারা দেয়, কিনা পুরী মিঠাইয়ের ভোজ খাওয়ায়; কাঙাল যাত্রীরা ভিন্ন সকলে সে সব 'দান গ্রহণ' করে না—কিন্তু কাঙাল যাত্রীই তো বেশী! ওঃ, সে যে এক কাণ্ড ৺বদরীনারায়ণের পথে! যেমন রোদ—তেমনি এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো পাথরের পথ, খানিক খানিক বেশ ছোটখাট পাথরের ভাঙা রাস্তার মধ্যে পড়ে সব তেষ্টায়—কষ্টে যাত্রীরা—"

বাধা দিয়া কাকিমা বলিলেন, "ওর মধ্যে আবার বদরীনারায়ণ কিরে? থালির মধ্যে হাতি?"

"তা বুঝি জাননা? সব তীর্থই যে ব্রজধামে আছে। কেন কাশীতেও দেখনি, ভারতবর্ষের সব তীর্থের পকেট এডিসন। কিন্তু বৃন্দাবনের ঐ সব এডিসন্‌গুলো কাশীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত সত্যি ঘেঁষা!—ভরতপুর রাজার "কামবন" বা 'কামা' সেই মহাভারতের কাম্যবন তা জান কাকিমা? এই কথাটা মনে করে কেবলি আমার মন কি রকম করে উঠ্‌ত—কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বৈঠক বলে যা দেখায় তাতে আমার মন লাগে নি। কৃষ্ণঠাকুরের কথাগুলো বরং খাপ খায়।"

কাঁকিমা সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ওরে শুনেছিস্, তোর কাকাবাবুর বন্ধু রাজেনবাবু ডাক্তার এবার সপরিবারে বদরী কেদার যাচ্চেন, গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী এসবও নাকি তাঁরা ঘুরবেন, হয়ত কৈলাসও যেতে পারেন সুবিধা বুঝ্‌লে?"

ললিতা চমকিতভাবে বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "সত্যি?"

"তোর কাকাকে জিজ্ঞাসা করে দ্যাখ্‌ সত্যি কি মিথ্যে?" তিনি তাঁহার কন্যাস্থানীয়াটির স্বভাব ভালরূপেই জানিতেন এবং নিজেরও সে বিষয়ে যে সহানুভূতি এবং ঝোঁক ছিল তাহাও সত্য। এ বিষয়ে ললিতাও তাহার কাকিমা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল তাহা মিথ্যা নয়। একটা

সম্মুখে আগত ভ্রমণের সম্ভাবনায় অতীতের স্মৃতিমন্থন উভয়ের মন হইতেই সরিয়া গেল।

ললিতা একটু বেগের সহিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেল পাক্‌লে কাকের কি! কাকা কি বেরুবেন, না আমাদের যেতে দেবেন? একে তো ঘর থেকেই তিনি বেরুতে ভালবাসেন না, কত কষ্টে কত কাণ্ড করে এক একবার বার করা হয়, তাতে পাহাড়ে মুলুককে তাঁর ভয় বেশী, দার্জ্জিলিং আর নেপালটা আমরা কত কষ্টেই তাঁকে রাজী করিয়ে নিয়ে যাই মনে আছে তো? ট্রেণটা যাই সমতলে নামলো বল্লেন, 'বাব্বা বাঁচ্‌লাম! পাহাড় ছাড়া প্লেন মাটি যে পৃথিবীতে আছে তা ভুলিয়েই দিয়েছিল!' কি যে কাকার কাণ্ড!"—আবার ললিতার মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটিতে লাগিল, "এ পর্য্যন্ত মুসৌরী কি নৈনিতাল যেতে রাজী কর্‌তে পেরেছ? পাহাড় থেকে ট্রেণটাই গড়িয়ে পড়ে যাবে কি নিজেরাই কখন্ গড়িয়ে পড়্‌ব—কিম্বা পাহাড়টাই কখন ধসে যাবে, এইরকম ভয় বোধ হয় তাঁর মনে আছে—স্বীকার কর্‌তে চান্ না লজ্জায়—না কাকিমা?"

কাকিমাও হাসিতে যোগ দিয়া বলিলেন, "খুব সম্ভব; ওরে এই যাত্রায় ডেরাডুন মুস্থরী নৈনিতাল আলমোড়া সবই দেখা হতে পারে। রাণীক্ষেতের পাশ দিয়েই তো চলে আসার সময় পথ শুনেছি বদরীনারায়ণ থেকে।"

ললিতা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কোথা থেকে এত খবর জোগাড় কর কাকিমা, আমার চেয়েও তোমার ফূর্ত্তি বেশী কিনা বোঝ', কিন্তু বল্লে স্বীকার কর্‌বে না তুমিও। অত যে নাম করে গেলে, কাকা একেবারে সুপুত্তুরের মত সবগুলি আমাদের দেখাতে দেখাতে চলবেন আর কি! অত আশা কর না, যাহোক্ একটা স্থির করে তাঁকে বল্‌তে হবে।"

"তুই আগে তাঁকে বার্ কর তো ঘর থেকে, পরে দেখা যাবে।"

"তুমিও আমার সঙ্গে জোর রেখ' কিন্তু! কাকাকে খুসি করতে তাঁর স্বমুখে যে বল্‌বে 'তাইত রে লতু—এবারটা না হয় থাক্' তা হবে না। ছাখ' এই যে ডাক্তারবাবু যাবেন বল্‌ছ—এইটি একটা পরম স্বযোগ। সঙ্গে ওঁর মত একটা ডাক্তার থাকলে আর তাঁর ছেলে কি ভাগ্‌নের মত কাজের ছেলে কেউ থাক্‌লে, কাকা ভরসা পাবেন। কাকিমা শুধুই বেড়ানোর কথা বলো না বাপু। তুমি তোমার ধর্ম্মের দিক্ দিয়েও বুঝিও কাকাবাবুকে। বল কি শ্রীবদরীনারায়ণ শ্রীকেদারনাথ দর্শন—বুঝ্‌ছ তো? পুনর্জ্জন্ম হবে না আর।" উভয়েই তখন মন খুলিয়া হাসিয়া স্থানটির হাওয়া বদলাইয়া দিল। একটু পরেই কাকিমা বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু লতু আমার মাকে সঙ্গে নিতে হবে রে! নৈলে তাঁর আর হবে না—দুঃখ পাবেন তিনি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ সে আর বল্‌তে, সে বুড়ি ঝোলায় শুয়ে শুয়ে যখন নেপাল গিয়েছিলো তখন বদরীও যাবে বৈকি। এখনো সেকথা মনে পড়লে আমার এত হাসি পায়, আবার দুঃখও ধরে! আহা বেচারা! কম্বলওলারা ফিরে যাবে বলে নিজে অমন পথের কিছু না দেখে মড়ার মত কম্বলের ঝোলায় শুয়ে শুয়ে চল্‌লেন। বলেন 'পথের আবার কি দেখ্‌ব-- পশুপতিনাথ দেখতে পেলেই হল!' মাগো—" বলিতে বলিতে লতা অপরিমিত হাসিতে যেন লুটাইয়া পড়িল।

কাকিমা এখন একটু কম হাসিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "তিনি যে চোখ বুজে কেবল জপ করতে করতেই তীর্থের পথে চলেন —দেখার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি!"

"ভারী ভাল লোক তোমার মা-টি বাপু! কাকিমা, শীগ্‌গির তাঁকে আন্‌তে উপীন্‌কে পাঠিয়ে দাও। খুব বুদ্ধি মাথায় এসেছে! তিনি এলে আমাদের বেজায় পৃষ্ঠবল হবে। তিনি যখন কাকাকে বল্‌বেন,

'বাবা তুমি না হলে আমাকে এ বয়সে এ সঙ্কটের তীর্থ কে করাবে,' তখন কাকা বাছাধন আর পথ পাবেন না। শীগ্‌গির কাকিমা শীগ্‌গির—"

"বাবারে থাম্ থাম্—এখনি উনি হয়ত শুন্‌তে পেয়ে সব ভেস্তে দেবেন।"

"ভেস্তে দেবেন! আমি এখনি কাকাকে বল্‌ছি—দিদ্‌মা আস্‌তে চাচ্চেন—উপীনকে আজই পাঠাবেন, কিন্তু—যাঃ—কি হবে কাকিমা—"

"কি হলো রে আবার? লাফাতে লাফাতে মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লি যে?"

"শীলা যে আস্‌বে বলেছে এবারে বেড়াতে, কালই তার চিঠি পেয়েছি—হপ্তাখানেকের মধ্যেই সে এসে পড়বে যে।"

"তাইত, তবে কি হবে?"

"কুছ্‌ পরোয়া নেহি, তাকেও ফুস্‌লিয়ে সহযাত্রী করব। তুমি ব্যাগ্‌ ট্যাগ—অলষ্টর্ লং-কোট্ তারপর আর যা যা ঠিক্ করাতে হবে এখন থেকেই জোগাড় করতে ধর কাকিমা, আমি কাকার ফটোর ক্যামেরাটা সারাতে দিই। উপীন্‌কে সঙ্গে নিতে হবে, না কাকিমা? কি কাকে নেবে? তেওয়ারী, শুকুল, ওদের না নিয়ে তো কাকা এক পাও বেরুবেন না। চুপ করে রয়েছ যে! আমি চল্লাম শীলাকে এলারম্ দিতে—আর দিদ্‌মাকে এনে ফেলার জোগাড় দেখতে। তুমি ডাক্তার-বাবুর বাড়ী গিয়ে তাঁদের গোছগাছ দেখে আমাদেরও তেমনি সরঞ্জাম ঠিক্ কর। ও তুমি ভেবো না, দিদ্‌মা এলেই যাওয়া ঠিক্, বুঝ্‌লে?"

"যা হোক্ মেয়ে তুমি বাছা!"

১৪

পার্ব্বত্য পথে তীর্থাভিযান চলিয়াছে। পাদচারী নানা-দেশী নানা-বেশী নানা-ভাষী পথিকদলের মহাসমারোহের মধ্যে দ্রব্যভারবাহী কুলীর দল এবং মনুষ্যযানবাহী বাহকের দল যেন সে পথে একটি বিপ্লব এবং সেই একটানা নরস্রোতের মধ্যস্থলে একটি বিষম বাধাই সৃষ্টি করিয়া চলিতেছিল। ব্যবসায়ীদিগের মালবাহী ছাগপালও এ বিষয়ে বড় কম যাইতেছে না। তাহাদের গলঘণ্টানাদে ও প্রহরী কুকুরগণের মাঝে মাঝে উচ্চ চীৎকারে পাদচারী পথিক দল সন্ত্রস্ত।

একটি বড় দল, তাহাতে অনেকগুলি চারি চারি বাহকযুক্ত ডাণ্ডি, একক বাহকযুক্ত কাণ্ডি এবং তদুপযুক্ত মোটবাহক, পাদচারী অনুচরবর্গ সহ মহা সোরগোলের সহিতই চলিতেছিল। সবে তাহাদের দুই-তিন দিন মাত্র যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, সেজন্য এখনো তাহারা ক্লান্ত বা নিরুৎসাহ হয় নাই, দলটিও ছত্রভঙ্গ হয় নাই। বলা বাহুল্য এটি ললিতার কাকা সুজনবাবু এবং তাঁহার বন্ধু ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথের দল। ইঁহাদের মুসৌরীর পথেই গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী হইয়া কেদার বদরী ক্ষেত্র যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দুই দলের দুই বৃদ্ধা গুরুজনের (রাজেন্দ্রবাবুর মাতা এবং সুজনবাবুর শ্বশ্রূমাতার) নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহারা ডেরাডুন হইতে অগত্যা মাত্র কয়জন রাজপুর রোড পথে মুসৌরীতে দুই দিন থাকিয়া বেড়াইয়া আসিয়াছেন। বৃদ্ধা দুইজনকে সে কয়দিন ব্যবস্থা করিয়া হরিদ্বারেই রাখিতে হইয়াছিল। এখন তাঁহারা হৃষীকেশ লছমনঝোলার পথে (গঙ্গোত্রী যাইবার সাধ বাদ দিয়া) বদরী কেদার অভিমুখেই চলিয়াছেন। তরুণী মহিলা কয়টির সেজন্য ক্ষোভের সীমা নাই। এখনো তাহাদের মধ্যে সেই ক্ষোভ-সমুদ্রের তরঙ্গ উঠিতেছিল। আর তাহাদের

এক মহা অসুবিধা ঘটিতেছে। ডাণ্ডিগুলা পাশাপাশি চলে না, আগু-পিছুই তাহাদের গতি নির্দ্দিষ্ট; কাজেই চলিতে চলিতে মুখ দেখাদেখি বা গল্প করিবার একেবারেই সুবিধা নাই। এমন পথের অধিকাংশ সময় মুখ বুজিয়া চলিতে চলিতে তাহারা ইতিমধ্যেই ধৈর্য্যহারা হইয়া উঠিতেছিল। বাহকেরা কাঁধ জিরাইবার জন্য যেখানে যেখানে যান নামাইয়া শ্রান্তি অপনোদন করিতেছে—সেইটুকুই মাত্র মেয়েদেরও এই মনঃক্ষোভ নিবারণের উপায়। সেই সময়টুকুর মধ্যে তাহারা যতটা পারিতেছে এক সঙ্গে গল্প করিতে করিতে হাঁটিয়া লইতেছে এবং যানে আরোহণের পূর্ব্বে বা মধ্যপথেও এক এক সময় হাঁটিয়া চলিতেছিল।

দ্বিতীয় রাত্রে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক চটিতে বিশ্রাম করিয়া প্রভাতের যাত্রায় সুজনবাবু তাঁর ডাণ্ডি ছাড়িয়া 'পাঁয়দলে' যাত্রা করিয়াছেন; দেখাদেখি ডাক্তার রাজেন্দ্রবাবুও সেই পথ অবলম্বন করিলেন। ললিতা মুখ ভার করিয়া ডাণ্ডি আরোহণ করিতেছে দেখিয়া কাকা বলিলেন, "কিরে, হাঁট্‌বি না?" 'ঝঙ্কার' দিবার পরম সুযোগ পাইয়া ললিতা বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ—আবার তোমার বকুনি খাই আর কি! যে বকুনি দিয়েছিলে তুমি 'নাই মোহানা'য়!"

"কি কাণ্ড করেছিলি বাপু প্রথম দিনেই সেটা মনে করে ভাখ্। সেই যে 'গরুড় চটী' থেকে হাঁট্‌তে আরম্ভ কর্‌লি তোরা, সেখান থেকে 'নাই মোহানা' সাত-আট মাইল তা দেখ্‌লি তো? তোর কাকিমা তবু তিন-চার মাইল হেঁটেই উঠে পড়েছিল। শীলাকে নিয়ে তুই কি করেছিলি বল্‌তো? সন্ধ্যা হয়ে গেল তবু দেখা নেই। আমরা চটীতে আরাম করে বস্‌ব, কি চা টা খাব, সে সব চুলোয় গেল, দু-তিনটে লোককে আবার ছুটিয়ে দিই! দলের সবাই এসে গেল; মেয়েদের আর দেখাই নেই।"

ললিতা ওষ্ঠ স্ফুরিত করিয়া উত্তর দিল, "সঙ্গে তো ছোট্টু সিং পেছনে পেছনে বরাবরই ছিল, তবু তোমাদের অকারণ ভাবনা! কাকু, সেদিনকার রাস্তায় সেই সন্ধ্যাবেলায় তুমিও যদি থাক্‌তে, দেখ্‌তে বাপু কেমন—"

এদিকে যাত্রা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, ডাণ্ডিওলারা ইঁহাদের গতিক বুঝিয়া খুসী মনেই শূন্যযান স্কন্ধে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ডাক্তারবাবু ও সুজনবাবু পিছনে পিছনে চলিয়াছেন, তাঁহাদের অগ্রপথে রমণীর দল! পূর্ব্ব দিনের বিষম চড়াইয়ের পর আজিকার এই গঙ্গার তীরে তীরে তরঙ্গিণীর শোভা ও তাহার স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতে করিতে প্রভাত প্রফুল্ল হৃদয়ে যাত্রীদল চলিয়াছিল। ক্বচিৎ কেহ ভক্তি গদগদ চিত্তে আওড়াইতেছে

"তাল তমাল শাল সরল ব্যালোলবল্লী লতাচ্ছন্নং,
সূর্য্যকর প্রতাপ রহিতং শঙ্খেন্দু কুন্দোজ্জ্বলং,
গন্ধর্ব্বামর সিদ্ধ কিন্নর বধূ সেবিতং,
স্নানায় প্রতি বাসরং ভবতুমে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলং।"

সুজনবাবু সহাস্যে ডাক্তারের পানে চাহিয়া বলিলেন, "দুদিন গঙ্গাকে না দেখ্‌তে পেয়ে অথচ নীচে খড়ের মধ্যে কেবল তাঁর গর্জ্জন শুনে শুনে বেচারার প্রাণ কেমন করে উঠেছিল; নিশ্চয় লোকটি গঙ্গামাতৃক দেশের লোক, তাই এই 'বন্দর মেলে' তাঁকে পেয়ে 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' বইয়ে দিলে।"

অগ্রগামী গঙ্গাভক্তটির স্তোত্রাবৃত্তিটি তখনো শোনা যাইতেছিল—

"তরঙ্গধারী গিরিরাজগুহা বিদারী
ঝঙ্কারকারী হরিপাদ রজো বিহারী—"

ডাক্তারবাবু বলিয়া উঠিলেন, "আঃ কি চমৎকারই স্তবটি লাগ্‌ছে।

কবি যেন এই বদরী কেদারের পথের গঙ্গাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তেই স্তবটি রচনা করেছিলেন।"

ললিতাও বলিয়া চলিল, "আর ঐ যে আপনাদের গঙ্গামাস্নির শিবের জটার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার গল্প শোনা আছে—সেও বোধ হয় এই সব দৃশ্য থেকেই পরিকল্পনা হয়েছে। কাল্‌কের বিজনীর চড়াইগুলোর নীচে গঙ্গার সেকি গর্জ্জন, অথচ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না, হারিয়ে গেছেন! কাকিমার মা কি বল্লেন জান? জান কাকিমা, তোমার মার মধ্যে কতখানি কবিত্ব আছে শোন' শোন'! বুড়ি বল্লে কি 'এই তো গিরিশের বিস্তীর্ণ ধূসর জটাজাল, এর মধ্যে ভাগীরথী আমার কত বৎসর ধরে লুকিয়ে যাবেন এ আর আশ্চর্য্য কি। ভগীরথের মত তপস্যা করে তবে তাঁকে পেতে হয় বৈকি।' কাল বিকেলে এই 'বাঁদর মেল্' না কি বলে চটীতে পৌঁছে বল্লাম—'এই ছাখ দিদ্‌মা—বিনা তপস্যাতেই তোমার মা গঙ্গার কাছে পৌঁছে গেছি।' তাতেই কি বুড়ীর কাছে রেহাই আছে? বল্লেন 'ঐ যে তপস্যা করেছিলি কাল ৭।৮ মাইল হেঁটে, আমাদের ভাবিয়ে কাঁদিয়ে।' বুড়ীরা আমাদের গঙ্গোত্রী যেতে দিলে না, বলে কিনা—'অত পথ যেতে যেতে যদি ডাণ্ডি কাণ্ডি ভেঙে পাহাড়ের পথেই মরি, ৺বদরীনারায়ণ দর্শন না করেই মরব। তোরা কতকাল বাঁচ্‌বি—আবার আস্‌বি, গঙ্গোত্রী দেখ্‌বি।' বুড়ির কিন্তু নারায়ণের কাছে গঙ্গা-ভক্তিটা খাটো হয়েছিল তখন, দেখ্‌লে ত?" বলিয়া সক্ষোভে ললিতা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—বুড়ীদের ডাণ্ডি দুইটি তাঁহাদের লইয়া তখন অদৃশ্য হইয়াছে। যাহার উপর ঝাল্ ঝাড়া সে না শুনিলে সুখ নাই, অগত্যা ললিতা ক্ষুণ্ণ ভাবেই থামিল।

কাকিমা সহাস্যে বলিলেন, "এ ঝাল্ আর কতবার ঝাড়্‌বি মার ওপর?"

"যতদিন না আবার গঙ্গোত্রী যেতে পারি।"

ডাক্তার বলিলেন, "তারপর মায়ি, তোমার সেই সন্ধ্যাবেলার গল্পটা যে শোনা হল না, কাল সারাদিন ডাণ্ডিতে চল্‌তে হয়েছিল বলে যে মুখ ভার করে চলেছিলে, ভয়ে কথাই কইতে পারিনি।"

বাধা দিয়া সুজনবাবু বলিলেন, "কিন্তু কি ভীষণ চড়াই তা দেখ্‌লে তো? ঐ বিজ্‌নীর চড়াইয়ের মত এদিকে আর চড়াই নেই, বড় বিজনী খাড়া তিন মাইল, বুক ভেঙে যেত হাঁটলে।"

"আর যারা হেঁটেই চলেছে তাদের বুক ভাঙছে না?"

ললিতার ফুলানো ঠোঁটের মধ্য হতে এই আক্রমণে তার 'কাকা বাছাধন' এবারে নির্ব্বাক হইলেন; ডাক্তার উভয় কূল রাখিয়া বলিলেন, "আহা শুন্‌তেই দাওনা মায়ির গল্পটা, কেবলই বাজে বকুনি নিয়ে আস্‌ছে। বল্‌ তো মায়ি কি দেখেছিলি তোরা?"

"আপনাদের সঙ্গে তো সেই হিজলি নদীর পুল থেকে ছাড়াছাড়ি, তারপরে কতক্ষণই বা দেরী হয়েছিল, বড় জোর ঘণ্টা খানেক—"

"বটে? সেটা যে সন্ধ্যা, আমাদের অসম সাহস হয়েছিল আগের চটীটায় না থেকে 'নাই মুহানা'র উদ্দেশে চলা। সুজনবাবু তো 'ভুলর' চটীতেই থাক্‌তে চাইছিলেন, তোরা আর ছেলেগুলো রাজী না হয়েই ঐ বিভ্রাটটি ঘটিয়ে দিলি।"

'ছেলেগুলো' বলিতে দুইটি যুবক—ডাক্তারবাবুরই একটি আত্মীয় এবং একটি তাহার বন্ধু; তাহারা পশ্চাতে আসিতেছিল। এই সময়ে তাহারাও নিকটস্থ হইয়া পড়ায় তাহার মধ্যেরই একজন উত্তর দিল—"এই প্রথম যাত্রাতেই যদি পাঁচ-সাত মাইল অন্তর আড্ডা গাড়্‌তে হয় তা হলে এই পথ কতদিনে যেতে হবে বলুন তো? তবে আমরা এই ঠিক করেছি পরশুর কাণ্ড থেকেই যে, আর দুজনেই আড্ডা ঠিক কর্‌তে

আগে চলে যাব না! আপনাদের ঠাকুর একটা আর চাকর যাবে পাণ্ডার ছড়িদারের সঙ্গে, আর আমাদের একজন মাত্র যাত্রার শেষের দিকে এগিয়ে যাব, দলের সব শেষে আর একজন থাক্‌বো—"

"যদি কেউ হারায় তিনি খুঁজে নিয়ে যাবেন সেইজন্য? কেন আমরা কি ঐ ছাগলের পালের মত—যে সঙ্গে ঐ রকম একটা দুটো গার্ড চাইই?" কিছু না ভাবিয়া সরোষে কথাগুলির এই পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়াই ললিতা হঠাৎ থামিয়া গেল এবং মনে মনে জিভ্‌ কাটিবার সঙ্গেই পার্শ্ব হইতে এক বিষম অন্তরটিপনি খাইয়া সঙ্গিনীর পানে ততোধিক ক্রুদ্ধ নেত্রে চাহিয়া বলিল, "কেন নাদ্‌না ঘাড়ে কম্বল জড়ানো এক একটা গার্ড ওদের সঙ্গে চল্‌ছে না? পাছে ছাগলগুলো এদিকে ওদিকে চায়, কি অন্য পালে মেশে—"

শীলা নাম্নী মেয়েটিও ত্রস্তে যুকটির পানে একবার চাহিয়া লইয়া বান্ধবীকে যেন কথা আগাইয়া বলিল, 'তার চেয়েও বিপদের কথা পথ ছেড়ে পাছে খড়ের মধ্যে নেমে পড়ে, আর উঠ্‌তে না পারে ভার নিয়ে, আর রাত্রের তদারক জন্তু জানোয়ারের মুখ থেকে রক্ষা করা! আচ্ছা কাকাবাবু এ রাস্তায় বাঘ ভাল্লুক আছে কি?"

কিন্তু বান্ধবী শীলার এ সতর্কতা সত্ত্বেও যুবক দুইটি পরস্পরের পানে চাহিয়া একটু যেন মুচকিয়া হাসিয়া লইল এবং একজন মৃদুস্বরে অথচ সকলেরি যাহাতে শ্রুতিগোচর হয় এমনি ভাবে বলিয়া লইল, "কিন্তু আসল গার্ড হচ্চে ওদের পেছনের ঐ কালো কালো ভাল্লুকের মতন কুকুর জোড়া। ওরাই আদত ওদের রক্ষা করে।"

ললিতা দেখিল সে যে অসতর্ক বাণী অর্দ্ধ উচ্চারণ করিয়াছিল যুবক দুইটির নিকটে তাহা হইতে ক্ষমা পাইল না, তাহারা তাহাকে প্রতিশোধটি উত্তমরূপেই দিয়া দিল। একেই ললিতা নিজের উপর বেশ

একটু ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, এখন আরও বেশী রাগিয়া গিয়া নিঃশব্দে একটু দ্রুতপদেই দল হইতে বাহির হইবার জন্য চলিতে লাগিল।

"আরে মায়ি অমন করে ছুটিস্ নে এ রাস্তায়। কি করে দ্যাখত' মেয়েটা, গল্পটা বল্লি নে তোর ?"

শীলা বন্ধুকে সকলের মনোযোগ হইতে রেহাই দিবার জন্য নিজেই গল্পটা আরম্ভ করিয়া দিল—"জানেন ডাক্তারবাবু, ছোট্টু সিংকে কোন কুলী নাকি বলেছিল যে এপথে সব জানোয়ারই দেখা যায়—বিশেষতো বুনো শূওর। আর এক রকমের বাঘ ঐ ছাগলের লোভেই ফেরে শুনেছি, ও তো মায় সিংহের নামও করে দিলে। যখন চারিদিকেই পাহাড় তখন কেননা সিংহ থাকবে ? আমরা যতই চোট্ পায়ে চল্‌তে চাই—লতু ততই বলে—আহা আস্তে চল—এ আলোটা হারিয়ে যাবে ঐ পাহাড়ের বাঁকে গেলেই। তাই যে হচ্চিল বারে বারে। জানেন কাকাবাবু, আমরা অন্ধকারে বেশীক্ষণ তো চলিনি—এমন সুন্দর একটা ফিকে আলো কোথা থেকে এসে যে পাশের পাহাড়গুলোর গায়ে লাগছিল, যেন তৃতীয়া চতুর্থীর চাঁদের, কিম্বা শুক্রগ্রহটা যখন খুব জল্‌জলে ও মস্ত হয়ে ওঠে তখনি তার থেকে যেমন একটা আলো এসে পৃথিবীর গায়ে লাগে, ঠিক তেমনি আলো। অথচ আকাশে চাঁদ নেই, সে রকম জল্‌জলে তারাও দেখা যাচ্চে না—কিন্তু ও আলোটা কোথা থেকে যে এল। এক একবার এক একটা পাহাড় খানিকটা করে অন্ধকার করে দেয়—আবার বাঁক ফিরতেই সেই আলো পাই। তখন তো সন্ধ্যা হয়েছে মাত্র, তবু প্রায় খানিকটা বেশ অন্ধকার হচ্চে, আবার তখনি সেই আলো—"

"কেন তোদের হাতে কি টর্চ্চও ছিল না সেদিন ?"

"সন্ধ্যে হতেই ডাণ্ডিতে উঠ্‌ব এই তো জান্‌তাম, ডাণ্ডিগুলোও যে

দৌড় মার্‌বে অত আগে তা কি আন্দাজ ছিল? যাক্‌ জানেন ডাক্তারবাবু, পাহাড়ের গা ঘেঁসে খুব সরু রাস্তা সেখানটা—ওমা দেখি কি সেই পাহাড়ের গায়ে যেন একটি জান্‌লা খুলে প্রদীপ জ্বেলে ঠিক্‌ একটা জানোয়ারেরই মত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল গোঁপ দাড়ীওলা মানুষ বসে আছে। আমাদের তিনজনকে দেখে যেন অবাক্‌ হয়েই বলে উঠলো, 'আরে তুম্‌ লোগ আভিতক্‌ রাস্তা চল্‌তি হৈ—জল্‌দি যাকে চট্টি লেও।' আমি তো অবাক্‌। ছোটু সিং এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলো 'সাধু বাবা, আড্ডা তো হামলোগ্‌কে মিলত্‌ নেহি। নাইমোহনি আউর কেত্‌নে দূর?' 'আরে উত আভি কোশভর—তোমলোগ যাঁহা চটী মিলে, বয়ঠ্‌ যাও। দেখো থোড়া যানেসে এক দুকান মিলেগা —উহাঁই বয়ঠ্‌ যাও।'

"লতু ইতিমধ্যে তার জান্‌লা বা গুফার দরজার পাশে উঁকি দিতে দিতে গল্প জুড়ে দিল, 'সাধুজী আপ্‌ একেলি হিঁয়া তপস্যা করতে হেঁ? হিঁয়া ক্যা গোফা হায়?' সাধু তেমনি গোঁ গোঁ করেই উত্তর দিলেন, 'হাঁ, হিঁয়া হামারা গুরু মহারাজকি আস্তানা।' এই তো লতু লাফিয়ে উঠ্‌লো 'কাঁহা আপ্‌কা গুরু মহারাজ? উন্‌কো দর্শন মিলেগা?' লোকটা কথা কচ্ছিল না তো—যেন একটা জন্তু গোঁ গোঁ কর্‌ছিল—অতি কষ্টেই আমরা বুঝে নিচ্ছিলাম। লতুর এই কথা শুনে এইবার যেন সে গর্জ্জন করেই উঠ্‌লো 'নেহি নেহি'। লতুকে যত টানি নড়্‌তেই চায় না, সাধু বাবাটিই তখন আমাদের পরিত্রাণ কর্‌লেন—তাঁর জান্‌লাটি একটা পাথর টেনে বন্ধ করে দিয়ে। তারই মধ্যে ওঁর গোঁয়ানির মত ক'টা কথা কাণে গিয়েছিল, 'শও বরষ্‌ মহারাজ এইসি হায়—কৈকি দর্শন নেই মিল্‌তা।' লতু তখন অগত্যা চল্‌তে লাগলো। আমরা তখন সাধুর সেই 'দুকান' খুঁজি, কোথায় কি! চল্‌তে চল্‌তে এক একটা আলো

দূরে হঠাৎ যেন টিপ্ টিপ্ করে জ্বলে ওঠে, উৎসাহে এগুই, ওমা দেখি না সেটা হিজ্‌লী নদীরই বোধ হয় ওপারে জ্বল্‌ছে, আবার হারিয়েও যায় তখনি। এমনি করে চল্‌তে চল্‌তে দেখি সুমুখে একটা কি কালো মতন, উঃ—বুকের ভেতর দম্ আট্‌কিয়েই এসেছিল প্রায়, ছোট্টু সিংয়ের বর্ণিত সম্ভাবনাই বুঝি উদয় হলেন ভেবে, শেষে দেখি না সেটা একটা পাহাড়ে কুকুরই বটে। বোধ হয় সেই দোকানীর। তার পেছনে পেছনে চলতে চল্‌তে আমরা সেই অস্পষ্ট আলোয় দূরে চালার মত একটা দেখে সেইটাই দোকান ভেবে যেই আশান্বিত হয়েছি, অমনি আপনাদের আলোকধারীর দল এসে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। আমাদের আর 'ঢুকানে' আশ্রয় নেওয়া হলনা—এঁদেরই পেছনে আবার আধক্রোশ হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে—নাই মুহানায়।"

সকলেই একমনে শুনিতে শুনিতে আসিতেছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত যুবকটি কেবল আবার একবার টিপ্পনির ভাবে উচ্চারণ করিল, "যাক্ যাত্রার প্রথম দিনেই আপনারা এ্যাড্‌ভেঞ্চারটা জমিয়ে তুলেছিলেন এবং কুকুরও জুটেছিল।"

শীলা মৃদু হাসির সহিত উত্তর দিল, "কিন্তু শেষ রক্ষা [illegible] না মোহনবাবু। আপনারাই তো আলো নিয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে [illegible]য়ে অভয় দিলেন শেষটায়।"

"ঠিক্ ঐ গার্ড জাতীয় জীবগুলোর মত।" অতি মৃদুস্বরে, মাত্র শীলারই কর্ণগোচর হয় এই রকমে, 'মোহনবাবু' নামধেয় যুবকটি কথাটি বলিলেও ললিতার কাকিমার কর্ণ হইতে ফস্‌কাইল না; তিনি হাসিয়া ফেলিয়া সুমুখের দিকে শঙ্কিত নেত্রে চাহিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন, "চুপ্ চুপ্!" তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তিনী ললিতার নিকটস্থ হইয়াছিলেন, এইবার তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আর তো পারি না লতু, এইবার ডাণ্ডি ডাকি?"

ললিতা এতক্ষণ নিজ মনে একা একা পথ চলিতে চলিতে সেই পথের দৃশ্যের মধ্যে নিজের লজ্জাটুকু বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। কাকিমার কথায় চমকিয়া চাহিয়া বলিল, "দেখেছ কাকিমা—নেপালের পথে পাহাড়ের পর পাহাড়ের বিরাট দৃশ্য আছে কিন্তু নদীর অনবরত এমন করে খেলা ত নেই। এই মহাদেব চটী ছাড়ানোর পর থেকে গঙ্গা এ পথকে যেন মালার মত জড়িয়ে জড়িয়ে চলেছেন, তাতেই এই ভীষণ পথও এত সুন্দর হয়েছে।" সকলে তাহার কথায় যেন আর একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া কেহ বা মনে মনে কেহ বা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া উঠিল "সত্যি, সত্যি।" আবার মোহন একটি দাঁত বসাইল—নিজের বন্ধুর স্কন্ধে ঈষৎ চপেটাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, 'অমনি গণ্ডায় আণ্ডা, নেপাল দেখেছ? কখনো গিয়েছ সে রাস্তায়? —তবে?"

বন্ধু কুমুদ তাহাতে না দমিয়া উত্তর দিল, "নেপাল না দেখ্‌লেও গাড়োয়াল্‌ তো দেখ্‌ছি।"

"তা হলেই বুঝি তুলনার সমালোচনার অধিকার জন্মাবে? ব্রিটিশ গাড়োয়াল্‌ থেকে রিয়াসৎ গাড়োয়ালের সমালোচনা কর্‌ গঙ্গার এপার আর ওপারের, বুঝ্‌লি? তার বেশী 'হুঁ' দিবি কি চড় খাবি।"

"মোহনবাবু আপনি হাতেও যেমন মুখেও তেমনি দেখ্‌ছি যে। কুমুদবাবুর মত ঠাণ্ডা মেজাজের লোকের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বটা ঠিক্‌ খাপ্‌ খাচ্চে না তো!"

"তবে কার সঙ্গে খাপ খাচ্চে—?"

কেহ উত্তর দিল না, কিন্তু সকলেই বেশ একটু জোরেই হাসিয়া উঠিল। ললিতা বুঝিল, কিন্তু এবার আর রাগিয়া হারিল না, বলিল, 'বুঝলে না-কার সঙ্গে? বুঝেছেন নিশ্চয়ই। এবার আপনার গার্ডগিরির

সার্থকতা দেখান তো। কাকিমা আর হাঁট্‌তে পার্‌ছেন না—বেচারি তবু আমার ভয়ে ডাণ্ডি ডাক্‌তে না পেরে—অনুমতি চাচ্চেন। তাঁর ডাণ্ডি ডাকুন।”

“তবেই হয়েছে। মহাদেব চটীতে উঠ্‌লেন না কেন, তারা এতক্ষণ আগের চটীতে পৌছেচে। কি নাম আগেরটার?” —বুক পকেট হইতে একটা ছোট্ট বই বাহির করিয়া দেখিতে দেখিতে মোহন বলিল, “দু মাইল শেয়ালু চটী—তার আদ্ধেকের বেশী এসে গেছি, আর অল্পই আছে, ব্যাটারা পাছে ওখান থেকেও দৌড় দেয় রাম চটীতে—আট্‌কাতে হবে। সব আগিয়ে গেছে দেখ্‌ছি দলের, কেবল আমরাই—”

“ঝগ্‌ড়া কর্‌তে কর্‌তে পেছনে হাঁট্‌ছি আর কি।” শীলা সুবিধা পাইয়া এক হাত শোধ দিল। ইতিমধ্যে কুমুদবাবু নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া যাইতে যাইতে ডাকিয়া বলিলেন, “বেহারাগুলোদের দুটো একটা নাম মনে করে দাও তো—”

“আরে ভূপাল সিং ইন্দ্র সিং ললং সিং গণ্ডা সিং বাচ্চা সিং ঝুপ্পা সিং—কটা নাম চাও! যাহোক্ একটা কিছু সিং বলে চেঁচাতে চেঁচাতে যাও? সর্দ্দার বেহারাটার নাম বুঝি বৈরাগি। বৈরাগিরও এখানে শিং আছে। অথবা কেহই মেষ নন্, সবই সিংহ!”

“সিংহ শব্দ হিংসা ধাতু থেকে তো? আপনিও মোহন সিংহ তা হলে।”

মোটেই নয়, আমি ঐ যে কি বলে—ভুলেও গেছি ছাই, ব্যাকরণের ধাতু প্রত্যয়ের বিল্‌কুল! শীলা দেবী! ‘স্বন্’ বলে একটা শব্দ আছে না?—তারই—”

“আবার মোহনবাবু? আপনার একেবারে দেখ্‌ছি যাকে বলে ‘অহিমন্যু’ ধাতু! সাপের মত রাগ—পড়্‌তেই চায় না।”

এইবার ললিতা মোহনের দিকে সরল স্নিগ্ধ চক্ষে চাহিয়া বলিল, "মুখ ফস্‌কে একটা কথা বেরিয়ে গেছে বলে কত বার আর তার শাস্তি দেবেন মোহন দা! কতদিন ধরে কত পথ চল্‌তে হবে, কতবার হয়ত এমন দোষ করে ফেল্‌ব, তাতে যদি এত বেশী রাগ করেন—"

মোহন নিঃশব্দে লজ্জিত উভয় হস্ত একত্রিত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনার ইঙ্গিত করিয়াই সচকিতে বলিয়া উঠিল, "মামার গলার আওয়াজ না? তিনি তো এগিয়ে গেছলেন—ঐ যে গাছতলায় তাঁদের ডাণ্ডি—মামাবাবু মামিমারা সব ঐখানে জমায়েৎ বোধ হচ্ছে। আমি এটুকু এগুচ্ছি—পিছনে আমাদের আর কেউ নেই—আসুন এটুকু চোট্‌ পায়ে—ঐ বোধ হচ্ছে চটী।"

"এগোন্‌ ভয় নেই, না হয় আবার একবার পেছিয়ে আস্‌বেন—এই আর কি।" হাস্যমুখে মোহন অগ্রসর হইয়া গেলে শীলা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ললিতার পানে চাহিয়া বলিল, "এ তো কৈ একদিনও গল্প করিস্‌ নি? ডাক্তারবাবুর ভাগ্‌নে মোহনবাবু খুব দুরন্ত লোক পথ ঘাটের পক্ষে—এই তো সার্টিফিকেট দিয়েছিলি, ইনি আবার অন্য পথেরও জবরদস্ত্‌ গাইড্‌ দেখি যে। এ আবার কি?"

ললিতা ঈষৎ শঙ্কিত শুষ্ক মুখে বলিল, "কি জানি, পথে বেরিয়ে উনি আমার সঙ্গে এমন কর্‌ছেন কেন? আর কখনো ত এমন করেন নি।"

"একসঙ্গে চলাফেরা হয়েছিল এমন আর কখনো?"

"না, ডাক্তার কাকা তো আর কখনো আমাদের সঙ্গী হন্‌নি, আর আমিই বা বাড়ী থেকেছি কতদিন? ছুটির সময়টুকু তো মাত্র।"

"পাহাড়ের হাওয়া গায়ে লেগেছে বোধ হচ্চে। সঙ্গে কুমুদবাবু ভদ্রলোক আছেন, তিনিই বা কি মনে কর্‌বেন। একটু সাবধানে চলিস্‌ আর কথাবার্ত্তা কস, না হলে প্রতি পদে অপদস্থ করে দেবে।

লোকটা দেখ্ছি আমাদের অবাধ স্বাধীনতার সুখটি আস্বাদন কর্তে দেবে না ভাল করে।"

ললিতার স্বভাবজাত চাপল্য আবার তাহাকে পাইয়া বসিল। স্পর্দ্ধিত ভাবে মাথা হেলাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওঃ—ভারী ব'য়ে যাবে। বেশী চালাকি কর্লে এমন শুনিয়ে দেব।"

"কিন্তু কুমুদবাবু কি মনে কর্বেন ?"

মুহূর্ত্তে কুঞ্চিত হইয়া ললিতা বলিল, "তাই তো লজ্জা হচ্চে।"

"তাই তো বল্ছি বুঝে চল্তে হবে।"

পশ্চাৎ হইতে একটি পথিকের সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল—"শ্যামলিয়া—চল্ চল্ বদ্রী কেদার।"

সাধারণ একজন পথিক, ছত্র মস্তকে লোটা কম্বল কাঁধে ঝুলানো, মনের আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। ললিতা মুগ্ধকর্ণে শুনিতে শুনিতে বলিল, "অমনি একা লোটা কম্বল ঘাড়ে নিজের মনে চল্তেই এ পথে সুখ! আমাদের এ একটা গণ্ডগোল পাকিয়েই চলা হচ্চে কেবল!" বলিতে বলিতে সে পাহাড়ের নীচে একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল।

শীলা হাসিয়া বলিল, "শ্যামলিয়াকে নিয়ে গোপীরা বদরীকেদারও গিয়েছিলেন শুন্ছি। হ্যাঁ—একটা কীর্ত্তনে শুনেছিলাম যেন, 'গিরি গিয়া গৌরী আরাধনা কর, প্রাগে মাথা মুড়োও, বদরিকাশ্রমে তপস্যা কর, তবু আমাদের ছুঁতে পাবেনা।' এ সুরে কিন্তু সে অসহযোগ বাজ্ছে না—এ সুর পূর্ণ সহযোগের।" ললিতা উত্তর না দিয়া বসিয়া পড়িল দেখিয়া সহাস্যে শীলা আবার বলিল, "আর এখানে বসে না, এইটুকু চল্, ওরা আমাদের প্রতীক্ষায় জমায়েৎ হয়ে রয়েছেন, এই সোজা রাস্তাটায় ওঁদের বেশ দেখা যাচ্চে—চল্ ঐখানে বসি গে!"

"একটু বসেই উঠ্‌ব।" ললিতা নড়িল না দেখিয়া অগত্যা শীলাও বসিল।

"কালই দেবপ্রয়াগে পৌছুব আমরা!"

"আমিও গাইড্‌-বুকখানা দেখ্‌ছিলাম—ওবেলা বোধ হয় ব্যাসচটীতে আড্ডা পড়্‌বে। ব্যাসগঙ্গায় আর একটা নদীর সঙ্গম আছে, বেলাবেলি পৌছে দেখ্‌তে হবে—তাই ওবেলা আর হাঁটব না।"

"জয় বদরীবিশাল লাল কি!" উভয়ে সচমকে চাহিয়া দেখিল—গৈরিক বসনধারী এক দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী মূর্ত্তি পথ বাহিয়া চলিয়াছেন, সূর্য্যের কিরণে ও পথশ্রান্তিতে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনিও বোধহয় সেইখানে শ্রান্তি অপনোদনার্থ বসিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দুটি তরুণী রমণীকে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আর বসিলেন না। চলিয়া যান দেখিয়া ললিতা ব্যগ্রভাবে "আপনি বসুন আমরা এখনি উঠে যাচ্চি" বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু সন্ন্যাসী বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া একভাবে চলিয়া গেলেন। ললিতাও যেন অন্যমনে তাঁহারই পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে শীলাও উঠিয়া তাহার পশ্চাতে চলিতে চলিতে বলিল, "ওকি লতি, একটু আস্তে চল্‌—উনি এগিয়ে যান—কি ভাব্‌বেন!" সত্যই তো। ললিতা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

"আচ্ছা তুই সাধু সন্নিসি দেখ্‌লেই অমন হস্‌ কেন?"

"কেমন হই?" ললিতা নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা সাম্‌লাইয়া লইবার চেষ্টা পাইল।

"কেমন জড়ভরত আড়ষ্ট গোছ। না তাও ঠিক্‌ নয়! সেই যে একটা কথা আছে 'কাঁচ পোকার তেলা পোকা ধরা' সেই রকম ভাব হয় তোর। কেন বল্‌ দেখি?"

ললিতা ক্ষণেক কি ভাবিল—তাহার পরে সরল সুস্নিগ্ধ বালস্বভাব-সুলভ সরলতার সহিত বলিয়া উঠিল, "কি জানি, আমার গেরুয়া পরা মাথা নেড়া ফর্সা রংয়ের লম্বা লম্বা মানুষ দেখ্‌তে বেশ ভাল লাগে—তাই বোধ হয় হাঁ করে চেয়ে থাকি।"

কুমুদ আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আসুন আপনারা, ওখানে ভাল দুধ পাওয়া গেছে। সুজনবাবু আর আপনাদের কাকিমা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন আপনাদের জন্য।"

১৫

সুউচ্চ, একেবারে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শিখরের নীচেই চটী, নাম ভট্টিসেরা, বৈকালেই সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিয়াছে যেন।

দুই দিন হইল যাত্রীদল ভাগীরথী ও অলকানন্দা সঙ্গমে স্নানদান অন্তে দেবপ্রয়াগ ত্যাগ করিয়া অলকানন্দা তীরে তীরে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। সম্মুখে আবার একটা ভীষণ চড়াই, নাম ছান্তি খাল; এত উচ্চ যে সেখান হইতে তুঙ্গনাথ এবং কেদারনাথ শিখর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। প্রভাতের নব উদ্যমে সে চড়াই পার হইবার আশায় যাত্রীরা সন্ধ্যায় এই ভট্টিসেরায় আশ্রয় লইতে আসিতেছে। পথে পথে পার্ব্বত্য বালকবালিকার দল ডাণ্ডিবালা 'শেঠ'দিগের হস্তচ্যুত অনুগ্রহ কুড়াইতে কুড়াইতে নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

"জয় জয় কেদারনাথ দর্শন করতে।
মুনি মুনি পুনি করে পাথর সে পানি পড়ে
মুনি মুনি যোগী করে রামজীকে সেবা।"

দেবপ্রয়াগের বিখ্যাত রঘুনাথজীই সে দেশের দেশ-দেবতা। কোন দল গাহিতেছে—

"রাজা চলে হাথি ঘোড়া পাল্কি সাজাকে
যোগী চলে নেংটি পিন্‌হা চিম্‌টা বাজাকে।"

ক্রমে তাহারা সরিয়া পড়িতেছে। চটী নিকটে দেখিয়া তাহারা আর ঘেঁসিল না। দল ক্রমে চটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ আস্তানা পাতিয়া ফেলিল। স্বজনবাবু ও ডাক্তারবাবুর দলের অগ্রগামী দূতেরা আসিয়া চটীর মধ্যে যথাসাধ্য উত্তম স্থান অধিকার করিয়া উনান জ্বালিয়া গরম জল চড়াইয়া দিয়াছে। পাদচারী ব্যক্তিদের লবণসংযুক্ত গরম জলে পদসেবার এবং যানচারীদিগের চা সেবনের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। পাচক রান্নার জন্য চটীওলার নিকট কত চাউল আটা ঘিউ কেনা হইবে তাহার হিসাব দাখিল করিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিতেছে এবং ইতিমধ্যেই কতকগুলা খোসাসুদ্ধ কলাই ডাল কিনিয়া বাঁটুলাই ভরিয়া চড়াইয়া দিয়াছে। সঙ্গে যত ভাল দ্রব্যই থাক্ চটীওলার নিকটে জনপিছু হিসাবে চাউল ডাউল বা আটা ঘিউ কিনিতেই হইবে। তাহারা ঘরের ভাড়া লইবে না, সওদা বিক্রয়েই তাহাদের এ ব্যবসার মুনাফা চলে।

ডাণ্ডির দল আসিয়া একে একে তাহাদের ভার নামাইয়া অর্থাৎ আরোহী এবং তাঁহার বিছানা উত্‌রাইয়া নিজেদের দলের আড্ডার দিকে চলিয়া গেল। কেহবা বাবুদের নিকট হইতে চানা খাইবার পয়সা এবং মাজীদিগের নিকটে মসলা তৈল ইত্যাদি প্রাপ্তির আশায় তাঁহাদের গাঁটরী খোলার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চটীওলার চাটাইয়ের উপরে অনুচরগণের দ্বারা বিস্তৃত শয্যা বিছানো। বাবুরা উঃ আঃ শব্দ করিতে করিতে তাহাতে বসিয়া পড়িলে অনুচরেরা তাঁহাদের তোয়াজে লাগিয়া গেল। মাজীরা সব পোঁট্‌লা পুঁটুলি খুলিয়া জলযোগের ও রান্নার ব্যবস্থায় মন দিলেন। ললিতা ও শীলা ঘরের একেবারে সুমুখেই জলের নল দেখিয়া খুসি হইয়া খবর

দিতেই বৃদ্ধা দুইজন সেইখানেই হাত মুখ ধুইবার জন্য উঠিলেন। ললিতার কাকিমা বারণ করিলেন, "কেন মা কষ্ট পাবেন, সেখানে শতেক জনে জল নিচ্চে, আপনাদের জন্য বাল্‌তি করে জল আনতে গেছে ত! এইখানেই মুখ হাত ধুয়ে সন্ধ্যা করে নেন্।"

"আহা, বাবারে—কাকিমা তোমার মাটিকে একেবারে জড় পুঁটুলী করে ফেল্লে তুমি,—একটু হাত পা ছাড়ুন বেচারা। চল তুমি দিদ্‌মা মেয়ের কথা শুননা, কেমন গড়্ গড়্ করে জল পড়ে ব'য়ে যাচ্চে। কলের মত নল লাগিয়ে দিলেও তার মুখে প্যাঁচ নেই তো বন্ধ করার— ভিড় হয়নি এখনো, তুমি চল।"

পাহাড়ের এদিকে ওদিকে কতকগুলি আম গাছে সেই বৈশাখে কেবল মুকুল ফুটিয়া উঠিতেছে। গন্ধে বায়ুমণ্ডল ভারাক্রান্ত। ইঁহাদের বাহির হইতে দেখিয়া দুই একজন অনুচরও অনুসরণ করিল, যদিই কোন প্রয়োজন হয় বা কিছু অসুবিধা ঘটে!

নলের পশ্চাতে কিছু দূরে একটা পাথরের উপর একটা লোক বসিয়াছিল, তাহার বেশভূষা কিছু অদ্ভুত ধরণের। লম্বা পাজামার উপরে একটি কালো রংয়ের ফতুয়া মাত্র গায়ে। সে রমণী কয়টিকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একদৃষ্টে শীলা আর ললিতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। চোখের দৃষ্টি তাহার একটু অস্বাভাবিক।

শীলা বলিতেছিল, "বাবা, এই দুবেলা আড্ডা ফেল' আর তোল'। সন্ধ্যার আগেই এমনি করে কুঁড়েয় ঢোক' পোঁট্‌লা খোল' আর সকাল হতেই 'চলো মুসাফের বাঁধো গাঁঠরিয়া—'।" সঙ্গে সঙ্গে সেই অস্বাভাবিক ধরণের লোকটা উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল, "বহুদূর যানা হোয়েগা, আজ্ ভি যানা কাল্ ভি যানা, আখের্ যানা হোয়েগা।" সকলের বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনুচরেরা "আরে এ কেয়া, বাউরা হ্যায়"

বলিয়া চেঁচাইতেই চটীওলা (তাহার দোকানও নিকটেই, সে) সেইখান হইতেই চেঁচাইয়া উঠিল, "হাঁ—হাঁ—হাঁকাও—হাঁকায় দেও উস্কো। মারো উল্লুককো।" একসঙ্গে অনেকগুলা তাড়া হুড়ায় লোকটা কোন্ দিকে যে পলাইবে তাহার ঠিক না পাইয়া পাহাড়ের দিকেই উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। বৃদ্ধা দিদ্‌মা বলিলেন, "আহা পাগল!"

"পাগল না ঢেঁকী,—পাজী! তেওয়ারী—ফির্‌লে কেন, ধরে ঘা কতক দিয়ে আস্‌তে পার্‌লে না?"

"বড়ি জোর্ ভাগ্‌লো দিদি! আর ঘুসবে না, শালা বদ্‌মাস্।" সকলে মুখ হাত ধুইয়া একটু এদিক্ ওদিক্ দেখিতেছেন, সহসা কোন্ অদৃশ্যে যেন পাহাড়ের উপর হইতেই সঙ্গীতের স্বরে ভাসিয়া আসিল, "পাহাড় পাহাড় ফিরি দরশ ন মিলি তুহার।"

"আরে ওহি বাউরা, কাঁহা ছিপায়কে গীত গাতা।" ইতিমধ্যে মোহন ও কুমুদ উভয়ে উপস্থিত হইয়াছে। "এ কি দিদিমা ঠাকুমা, আপনারা কি জল পাননি এতগুলো লোক থাক্‌তেও?" "আরে নারে ভাই, আমরা দুই বুড়ী একটু বেড়াতে এসেছি, কুঁজোর কি সাধ যায় না চিৎ হয়ে শুতে?" ইতিমধ্যে চটীওলা তাহার দোকান ও সওদা ফেলিয়া সেই পর্ব্বতের ঠিক্ নীচে তাহার চটীর অঙ্গনখানিতে দাঁড়াইয়া হাঁকিতে লাগিয়াছে, "এ ভাই টুমিলাল, চৌকীদারকো খবর দেও, উও বাউরা ফিন্ আজ বদ্‌মাসি সুরু কিয়া! উস্‌কো হিঁয়াসে পাকড়্ লে যানা।" টুমিলালের কোন সাড়া পাওয়া গেল না কিন্তু সেই চটীতে সমাগত প্রায় সমস্ত পুরুষই উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্যাপার জানিতে একত্র সমবেত হইলেন। কুমুদ ও মোহন তো চটীওলাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্নে ও রক্তচক্ষে সন্ত্রস্ত করিয়া ফেলিল। পাছে এই শেঠ যাত্রীরা বিরূপ হইয়া ওঠে, এই ভয়ে জোড়হস্তে সে যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই, "বাবা, আমার কি

অপরাধ! ও পাগ্‌লা কোথা হতে কোন্ দিন আসে আবার কোথায় চলে যায়, কেউ ঠিক্ পায় না! তবে ও এই রকমে এধারে আজ ক বছরই যায় আসে, গত তেসরা বচ্ছর ও আসার পর ভারি একটা সাংঘাতিক ঘটনা হয়ে যায়, তাই আমরা ওকে ভাগাতে চাই যাত্রীদলের কাছ থেকে।" "কি সে সাংঘাতিক ঘটনা?" তাহাও তখনি না বলিয়া চটীওলা রেহাই পাইল না, মোহন তো তাহাকে ধমকের উপর ধমকে একেবারে জড়সড় করিয়া ফেলিয়াছিল। ডাক্তার ও সুজনবাবুও চায়ের পেয়ালা হস্তে চটীর সুমুখে বা অঙ্গনে বাহির হইলে দেখিতে দেখিতে স্থানটি জাঁকাইয়া ওঠায় রমণীর দল কিছু অসুবিধায় পড়িলেন—তবু তাঁহারা এদিকে ওদিকে দাঁড়াইয়া শুনিবার চেষ্টায় কান খাড়া করিয়া রহিলেন, শীলা ও ললিতা কাকাবাবু ও ডাক্তারবাবুর একেবারে পার্শ্ব আশ্রয় করিল। বৃদ্ধা দুইজন কিন্তু এসব হাঙ্গামে না দাঁড়াইয়া চটীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন ও সন্ধ্যাহ্নিকের উদ্যোগে তাঁহাদের পুত্রবধূ ও কন্যাও ব্যস্ত রহিল।

চটীওলা হিন্দি ও বাংলার মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব ভাষায় সগৌরবে বলিতেছিল, "তেস্‌রা বরষ বাবু ঠিক্ এমন সময়ে একদল যাত্রী বেলা দশ্ এগারো ঘড়ির সময়ে এই চটীতে পৌছে রাঁধাবাড়া সুরু করলে, [illegible]নারই যাত্রী হয়েছিল তারা। সেই দলে মেয়েলোকই বেশী ছিল, সধবা বিধবা বুড়া জোয়ান বহুত্ মায়ী। সব 'গিরস্ত' আর গরীব ঘরের মানুষ। ও পাগলাও সেদিন এই চটীতে ছিল, সেদিন উ খালি গান গীত করে তাদের ব্যস্ত করে তুল্‌লে। ভাত চেয়ে খায়, নাচে, হাসে। বিকালে যেমন সব যাত্রী ওঠে, ওরা ভি উঠ্‌বার জন্যে তৈরী হয়ে শেষে কিন্তু রওনা হল না; বলে—কি নাম মেয়েটির—সরযূ, সরযূর মন খারাপ আছে, উ উঠ্‌তে পারছে না, কাপড় উড়ে শুতে আছে আর রোচ্চে—

খালি কান্‌ছে। সকালে যাবে তারা—সামনে বড় চড়াই, এ মেয়েটি একটু স্বাব্যস্ত হোক্‌। সন্ধ্যাবেলা ও পাগ্‌লা কোথায় কোন্‌ দিকে ভেগে গেল। ভোরে উঠে তারা চেঁচামেচি খোঁজাখুঁজি জুড়্‌লে—'সরুয়্‌ নেই—আরে সরুয়্‌ কাঁহা গেল!'—বেলা হল!—চৌকীদার এল, সব চটীবালা ভি আমরা দিন ভর্‌ ঢুঁড়্‌লাম, আগে ছান্তিখাল চড়াই পিছাড়ি স্বরুতা চটীতক্‌ খোঁজা হল—শ্রীনগরে খবর যেতে ফাঁড়িদার ভি এল সাঁঝে—তাদের জবানবন্দী নিলে। মেয়েটির বাপ মা ভাই কেউ নেই, স্বামী বিহার দু-চার বরষের ভিতরই নিরুদ্দেশ, এক মাসির কাছে ঘরে সে থাক্‌ত, মাসি ভি মাঁরা যেতে ও গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তীর্থে এসেছিল। সেই পাগলাটাকে দেখে আর তার বাত্‌চিৎ শুনে ওর মনে কুছ্‌ বিকার ঘটেছিল। এক মায়ী বল্লে, ঐ বাউরাটাকে তার স্বামী বলে হয়ত সোবে হয়েছিল, তাই সে দিন্‌ভর্‌ কেনেছে, কুছু খায়নি, রসুই করেনি। রাত্রেও সবার সঙ্গে কাপড় উড়ে শুয়েছিল—তার ভিতর কি হল কেউই জানে না। তেস্‌রা দিন সকালে যাত্রীদলকে তো ছোড়ে দিলে ফাঁড়িদার, তারা রোতে রোতে ছান্তিখাল পাহাড় পথে চলে গেল—চৌকীদার কতদিন তক্‌ যদি তার লাশের চিহ্ন্‌ভি মেলে পঞ্চ্‌ ভাইয়া পাহাড়ের খড তক্‌ ঢুঁড়ে ফির্‌ল, কুছু না।"

শ্রোতা সব ক্ষোভে নিস্তব্ধ রহিল, কেবল আমাদের মোহন গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "ঐ বেটা পাগ্‌লা—ওকে ভাল করে চাব্‌কে দেখেছিল ফাঁড়িদার?" "না বাবু, ও সাধুভি আছে, মাথাভি কুছু খারাপ আছে, ওকেভি কিছু হুজ্জুত কর্‌লে ফাঁড়িতে আটক রেখে, কোন ঠিকানা হল না।" "কেউ হয়ত গায়েব্‌ করেছে তাকে—এই চটীর লোকেই।" "না বাবু, আপনি পথে পথে কি দেখ্‌ছেন না ভারি ভারি সোনার গহনা পিন্ধে কত মাইয়া মানুষ কত পথ একেলাই যাচ্চে—সাথীদের সঙ্গে

মিল্‌তে পার্‌ছে না—তব্‌ভি তার এক্‌ কৌড়ি নুক্‌সান হয় না। পাহাড়ি আদ্‌মী চোর কি বদমাস্‌ না আছে। পথের বিচে মাল্‌ পড়ে থাক্‌লেও কেউ ছোঁয় না—ফাঁড়িতে খবর যায়—চৌকীদার উঠিয়ে ফাঁড়িতে জিম্বা লাগায়, যাত্রীরা ফিরে এসে নিয়ে যায়। সে বাঙালী মায়ি নিজের মনের তুস্কে কি করেছে কেউই জান্‌ল না।”

“তার কারণ তো ঐ পাজীটা! ওকে কেন ঢুক্‌তে দাও চটীতে?”

“কি কর্‌ব, বাউরা আছে সাধুভি আছে, মার্‌তে পারে না কেউ—”

যাহাকে লইয়া এত আলোচনা সে ওদিকে নিঃশব্দে চটীর পশ্চাতের পার্ব্বত্য পথে একেবারে বক্তা চটীওলার চটার পিছন হইতে গলির মত পার্শ্বের পথে আসিয়া অন্যের অলক্ষ্যে যেখানে সুজনবাবুর বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতা একমনে সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছিলেন সেইখানে দাওয়ার একধারে বসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহাকে চোখ খুলিতে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, “ম্যঁয়কো একঠো কাপড়া দেও।” বৃদ্ধার ভ্রূভঙ্গে প্রশ্ন বুঝিয়া পুনর্ব্বার বলিল, “ম্যঁয় পূঁজা করুঙ্গি।”

“পিনোগে?” বলিয়া তিনি একখানা তাঁহার সাদা কাপড় ঠেলিয়া দিতেই পাগল মাথা নাড়িল, “উহ্‌ কাপড়া নেহি, রাধিকাজীকা কাপড়া,—ম্যঁয় পূজা করুঙ্গি।”

“রাধিকাজীর কাপড় আমি কোথায় পাব রে বাপু?”

“হাঁ—হ্যায় নেই রাধিকাজী তোমারি সাথ্‌? ম্যয়নে দেখা।”

“ও ললিতা—আরে এদিকে আয়, ছাখ কি হাঙ্গাম, ছেলেগুলো তো এখনি মেরেই গুঁড়ো করে দেবে।”

“আরে ললতাজীভি সাথ্‌মে হ্যায়? বহুত আচ্ছা! তোমারে পর্‌ বদরীনাথ তো বহুত্‌ সদয়—বহুত্‌ প্রেম করেগা বুঢ়া মায়ী!” বলিতে বলিতে পাগল উঠিয়া পলাইল। বৃদ্ধা আর কাহাকেও না ডাকিয়া নিজ

মনে সন্ধ্যা করিতে লাগিলেন। পাগলের প্রলাপের জন্য হাঙ্গাম বাড়াইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

সন্ধ্যা রাত্রে সকলের আহারাদি বিশ্রাম ও গল্প-গাছার মধ্যে শুনিতে পাওয়া গেল কোথায় কে গাহিতেছে,

"শ্যামল বংশীবালা নন্দলালা মাতুয়ালা রে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সব্ কোই ফুকারে—কৃষ্ণ হি জো সব্ কে দুখ তারে—"

সকলেই উত্তেজিত ভাবে বলিতেছিল "সেই পাগল"।—কিন্তু সে রাত্রে সে পথে আর হাঙ্গামা করিতে কাহারো প্রবৃত্তি হইতেছিল না, মায় মোহনলাল পর্য্যন্ত স্থিরভাবে তাহার শিষের সঙ্গে সুরের তান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল। বাবুদের আশে পাশে শ্রান্ত চাকর-দরোয়ানরাও ভোরের যাত্রার জন্য অন্যান্য মোটঘাট বাঁধিয়া ঠিক্ করিয়া রাখিয়া শুইয়া পড়িল, সকালে বাবুরা উঠিলে বিছানা মাত্র বাঁধিতে বাকি থাকিল। মেয়েরা ঘরের প্রায় মধ্যস্থলে শুইয়া, দিদিমার নিকটেই ললিতা, তার কাছে শীলা। দিদিমা দেখিলেন, ললিতা তখনো ঘুমায়নি, বাকি চারিদিকে নাসিকার মৃদু ও গভীর গর্জ্জন সমতালে চলিতেছে—দিদিমা ললিতার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "লতু, ঘুমুসনি এখনো?"

"না দিদিমা, ঘুম আস্‌ছে না আজ!"

"কেন রে?"

"সেই মেয়েটার কথা কেবলি মনে হচ্চে—কি হল তার! আর ঐ পাগ্‌লাটার কথা।" উভয়ে চমকিত হইয়া শুনিলেন বাহিরের অন্ধকার হইতে কে যেন বলিতেছে, "রাধিকাজী, তোম্ লোট্ যাও—নিদ্ যাও, তোমার কুছ্ ডর নেহি—তোমারে নাথ যো সো তোমারা অন্তরমে। তোমারে প্রভু তোমারে সাম্‌নে খাড়া হ্যায়—তোম্ লোট্ যাও।"

ললিতা ধড়মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া টর্চ্চ লইয়া পথের দিকে আলো

ফেলিতেই দেখা গেল নির্ঝরের ধারে সেই মূর্ত্তি, আলোক দেখিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল। ললিতা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "দিদিমা, কাকুকে ডাকি?" "না রে, না, ও পাগ্‌লা কি কর্‌বে এত লোকের ব্যূহের মধ্যে—ঘুমো।" রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। সম্মুখের অন্ধকারে কৃষ্ণকায় সুউচ্চ কঠিন পর্ব্বতের অঙ্গ জমাট অন্ধকারের মত দাঁড়াইয়া, বুকে তার অশ্রান্ত ঝর্ঝর ঝর্ঝর ধারে নির্ঝর ধারা পতনের শব্দমাত্র চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। কোথায় কে যেন কাহাকে ডাকিতেছে, "রাধিকাজী! রাধিকাজী!" ললিতা দিদিমার একটু কাছ ঘেঁসিয়া আসিতেই তিনি তাহার অঙ্গে সস্নেহে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "ভয় কি, ঘুমো। উনি পাগল নন্, কোন' সাধুব্যক্তি! ছদ্মবেশে অমনি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান্! এসব পথে এসব স্থানে অমন কত আছেন। ঘুমো।"

ললিতা মৃদু গুঞ্জনে বলিল, "চোখ্ বুঁজলেই কেবল ভাগীরথী-অলকানন্দার মিলনদৃশ্য চোখে, আর কানে সেই শব্দ আস্‌ছে। তোমার হচ্চে না দিদ্‌মা?"

"আমাদের কি তোদের মত বয়স রে? যা দেখি শুনি, দেখে যাই শুনে যাই—ঐ পর্য্যন্ত!"

"অলকানন্দা একটু বরং ঠাণ্ডা মূর্ত্তিতে নীল আভায় উজ্জ্বল ঢেউয়ে গঙ্গার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছে, আর ভাগীরথী একেবারে সাদা ফেনায় ফেনায় বিষম তরঙ্গ তুলে—কি গর্জ্জনে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে অলকানন্দাকে আপনার মধ্যে পুরে নিয়ে আমাদের দেশের দিকে বয়ে চলেছেন। দুইদিকে দুই ধারা—আবার দুজনে মিলে এক হয়ে বয়ে যাওয়া—তিন ধারার দুটা কুল আর তাদের চেহারা চোখ্ থেকে যেন মুছ্‌ছে না। এর পর তো রুদ্রপ্রয়াগ বিষ্ণুপ্রয়াগ আছেন—মন্দাকিনী

আছেন—না জানি তাঁদের কি মূর্ত্তি। এখেনেই তো শেকল ধরে স্নান করতে হল—ওসব প্রয়াগে বোধ হয় তাও পারা যাবে না।"

দিদিমা অর্দ্ধ নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "হু, আরও ছিল কেদারে রুণ্ডপ্রয়াগ, কোথায় না কি কর্ণপ্রয়াগ, পাঁচ প্রয়াগ পথে আছে না কি!" "এই তিনটাই বিখ্যাত বেশী দিদিমা।" "হুঃ!" কাকিমা ইতিমধ্যে অর্দ্ধ-জাগরিত ভাবে বলিলেন, "তোমরা এখনও গল্প কর্‌ছ মা? ঘুমুবে কখন?"

আবার সকলে নিঃশব্দ হইলেন। ললিতার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে মাত্র, অতি নিকটে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সচমকে সেটুকু টুটিয়া গেল। ত্রস্তে চাহিয়া দেখিল সেই নিদ্রিত মনুষ্যব্যূহ ভেদ করিয়া আসিয়া সেই মূর্ত্তি নিকটস্থ একটি খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়াছে আর বলিতেছে, "রাধিকাজী—নিদ্ যাও—তোমারে নাথ তোমারে সাম্‌নে খাড়া হ্যায়, তোম্ নেহি জান্‌তা—নিদ্ যাও।" একসঙ্গে অনেকেরই নিদ্রা টুটিয়া গিয়া একটা সোর্ উঠিয়া পড়িল—"চোর! চোর! সেই ব্যাটা—সেই পাগ্‌লা!" সকলের আগে মোহন লাফাইয়া উঠিয়া লাঠি হস্তে ছুটিল, পিছনে তেওয়ারী ছোট্টা সিং প্রভৃতি। কিন্তু পাগলকে ধরিতে পারিল না। সুজনবাবুর পুনঃ পুনঃ আহ্বানে রুদ্ধরোষে গুমরাইতে গুমরাইতে তাহারা ফিরিয়া আসিল এবং "চোর, বদ্‌মাইস—কি মতলব ছিল ওর কে জানে" যার যাহা খুশী মন্তব্য প্রকাশের মধ্যে শীলা চুপি চুপি ললিতার কানে কানে বলিল, "আহা সে বেচারাকে এই রকমেই মেরেছে পাগ্‌লাটা, বোঝা যাচ্ছে! তার মনে স্বামী বলে ধারণা এসেছিল, আর ও হয়ত রাত্রে এমনি করেছে, সে পাছু পাছু ছুটে গিয়ে হয়ত কোন্ খড়ে পড়েই মরেছে। চটীওলারা তা চেপে গেল—যাত্রীরা কেউ এ চটীতে রাত্রে তাহলে থাকবে না ভয়ে। এদের উচিত—ও

পাগলটাকে এধার থেকে একেবারে দূর করে দেওয়া।" দিদিমা বুড়ী কিন্তু শুনিতে পাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কি যে বলিস্—ওর সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন হয়েছে। ভাবের ঘোরে অল্প বয়সের মেয়ে দেখলেই ওর রাধিকাজীর স্ফূর্ত্তি হয়—তাই ও অমন করে।" দিদিমাকে আর বেশী বলিতে হইল না, অন্ধকার গিরিগাত্র হইতে ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ভাসিয়া উঠিল, "ম্যয়্‌কো লাট্‌ঠায়া? পাথরসে তেরা শির তোড় জায়েগা। ম্যয়কো লাট্‌ঠসে ভাগায়া? তেরা প্রভুকো মারণে তৈয়ার্ হুয়া? আরে কম্‌বখ্‌ত, তেরা খুন মেরা গরুড় পিয়েগা, তেরা লাঠি টুক্‌রা টুক্‌রা করেগা।" মোহন ও কুমুদ আবার লাঠি লইয়া উঠিতেছিল, সুজনবাবু ও ডাক্তারের একান্ত নিষেধে নিবৃত্ত হইল। তাঁহারা অনুচরদের কাহাকেও আর সে রাত্রে পাগলের অনুসরণ করিতে দিলেন না। তাহার গালি বর্ষণে সকলে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ললিতা দিদিমাকে বলিল, "কেমন দিদিমা, তোমার ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মদর্শন শুন্‌ছ তো?" দিদিমা চুপ। আবার ক্ষণপরে হাঃ হাঃ হাঃ হাসির শব্দে সঙ্গে সঙ্গে পাগলের প্রলাপধ্বনি, "আরে উও তো প্রেম্‌কা লাট্‌ঠি, উস্‌সে কেয়া? হাম্‌তো হরদম্ উহ্‌ সহতি হ্যায়! লাট্‌ঠি কোন্ বাত্‌ ম্যয়তো ভক্তকো জুতিভি বহতি! যাও বদরীনাথ দর্শন করো, আনন্দ রহো—ম্যয় তেরা সাথ্‌ সাথ্‌ রহুঙ্গি, কুছ ডর নেহি, যাও—হাঃ হাঃ হাঃ!" টর্চ্চ ফেলিয়া কেহ দেখিল পাহাড়ের গায়ে অচল দীর্ঘ মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। কেহ আর উচ্চবাচ্য করিল না, গালির পর আশীর্ব্বাদ বর্ষণে সকলের মনটাও একটু ঠাণ্ডা হইয়াছিল।

আরও কিছুক্ষণ পরে—সকলের তখনো পুনর্ব্বার নিদ্রা আসে নাই, দেখা গেল, আঁধারের লণ্ঠন হস্তে বোধ হয় চৌকীদারই একটা দীর্ঘ পায়জামা-পরা মূর্ত্তিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। সকলে তখন আর

একটু নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রার চেষ্টা দেখিল। দিদিমা কেবল একবার অস্ফুটে বলিলেন, "আহা!"

১৬

পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, দুরারোহণীয় দুরবরোহণীয়! কোথাও গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া—কোথাও অলকানন্দার তীরে তীরে—কোথাও মন্দাকিনীর সঙ্গে তাহার বিষম সংঘর্ষ; দৃশ্যের পার্শ্বে পার্শ্বে ভীষণের ও সুন্দরের একত্র সমাবেশে অফুরন্ত পার্ব্বত্য পথ চলিয়াছে—আর চলিয়াছে তাহাকে অনুসরণ করিয়া অক্লান্ত প্রাণে যাত্রীর দল। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে পথের রুদ্রতাও বাড়িয়াছে। অলকানন্দাকে ছাড়িয়া মন্দাকিনীর তীরে তীরে কেদারনাথ অভিমুখে গুপ্তকাশী, ভেতাদেবী, মৈখণ্ডার ভীষণ চড়াই অতিক্রমান্তে মহিষখণ্ডিনীর রাজ্যে পৌছিয়া সেদিন যাত্রীদলের বেশ স্ফূর্ত্তি আসিয়াছিল। এই প্রাণসঙ্কট ভীষণ পথে এত বড় একটা লৌহময় হিন্দোলা কে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল যাহাতে মৈখণ্ডার অপর নাম ঝুলা চটী হইয়াছে। চড়াইয়ের পর চড়াই অতিক্রমণে ক্লান্ত যাত্রীদল প্রথমে এই 'ঝুলা'টা দেখিয়া এবং তাহাতে যাত্রীদলের অন্ততঃ এক একবার ঝুলিয়া লইতে হয় শুনিয়া বোধ হয় মৈখণ্ডার পরিহাস কল্পনা করিয়া মায়ের উপর রাগই করিয়া বসে। তার পরে সকলেই কিন্তু ক্রমে ক্রমে একবারের পর আর একবার ঝুলিবার জন্য না গিয়াও থাকে না। সুজনবাবু ডাক্তারবাবুর দল তো একেবারে মাতিয়া উঠিল। মোহনকে কোন' কাজেই সেদিন পাওয়া গেল না। প্রায় সর্ব্বক্ষণই সে দুই হাতে লৌহময় সুদৃঢ় ও স্থূল শিকল ধরিয়া পর্ব্বত অধিত্যকার এক প্রান্তে পূর্ণ খডের ঠিক্ উপরে অবস্থিত লৌহ ঝুলনায় দোল খাইতে লাগিল। সুজনবাবু ডাক্তারবাবুও একবার একবার ঝুলিয়া লইলেন;

শীলা মেয়েদের দল লইয়া অগ্রসর হইয়া মোহনকে কিছুক্ষণের জন্য স্থানচ্যুত করিল—কিন্তু ললিতাকে কেহ একবারও ঝুল্ খাওয়াইতে পারিল না। যাহার উৎসাহ সবচেয়ে বেশী, তাহারই যেন ক্রমশঃ সকল বিষয়ে নিরুৎসাহতা আসিয়া পড়িতেছে।

ত্রিযুগী নারায়ণের সুউচ্চ শৃঙ্গ আরোহণের ভীষণ চড়াইয়ের পর হরগৌরীর বিবাহের যজ্ঞকুণ্ডস্থিত ত্রিযুগের অনির্ব্বাণ অগ্নিতে আহুতি, ব্রহ্মকুণ্ড রুদ্রকুণ্ড বিষ্ণুকুণ্ড গায়ত্রী সাবিত্রী ও সরস্বতী ইত্যাদি সপ্তকুণ্ডের দুর্গন্ধময় বদ্ধ জলের তীরে তীরে যখন তাহার দিদ্‌মাকে পাণ্ডারা ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং তিনি যখন মাঝে মাঝে ঈষৎ শ্বাসকষ্টের ভাবটা সাবধানে গোপন করিবার চেষ্টায় সন্ত্রস্ত, তখন ললিতা বলিয়া উঠিল,—"ভাল লাগে না আর বাপু, চল দিদ্‌মা আমরা ফিরে যাই। ওরা যাক্‌গে বদরী-কেদার!" সকলে অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিল—ব্যাপার কি! সুজনবাবু তো তাহার ক্ষুব্ধ ক্লান্ত মুখের দিকে চাহিয়া ভয় খাইয়াই গেলেন, ডাক্তারবাবুকে গোপনে কিছু ইঙ্গিত করায় ডাক্তারবাবু কোন' ছলে হস্তস্পর্শ করিয়া তাহার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিতে গিয়া বিষম ধমক লাভ করিলেন। শীলা অবাক্ হইয়া একান্তে তাহাকে বলিল,—"হল কি তোর? এক পা ডাণ্ডি থেকে নামছিস্ না? এমন সব দৃশ্য যা জীবনে দেখা যাবে বলে মনের কল্পনাতেও আসেনি, সেই সব দৃশ্য দেখেও মুখ গোঁজ ক'রে বসে চলেছিস্, বুড়ো মানুষরা কি রকম উৎসাহ উদ্যম বজায় রেখে চলেছেন; আর আল্লাদী খুকির মত ভাল্ লাগছে না বলে নাকে কান্না জুড়লি যে দেখ্‌ছি?"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একটুও না রাগিয়া ললিতা উত্তর দিল, "শীলাময়ীর পাহাড় ভাল লাগ্‌ছে বলে—'লীলাময়ী'রই বা ভাল লাগ্‌বে

না কেন শুনি? মেয়ে যেন খিঙ্গি পাহাড়ে নদী, কখন্ কোন্ পথে কোন্ পাহাড় ধসাবেন সেই ফন্দী! দিদ্মা-ঠাকুমার পান্দোক্ খা—হাপ্‌সে থাকিস্ যদি।"

"বড্ড অপমানের কথাই বল্লি যে। তাই খাচ্চি গে যাই।" বলিয়া ললিতা তাহার কাকিমার আহ্বানে অন্যদিকে চলিয়া যাইতে শীলা একটু নিশ্চিন্ত হইল। সে মেয়েকে যে এক তাহার কাকিমাই বশে আনিতে পারে তাহা শীলা এই কয়দিনেই বেশ বুঝিয়াছিল।

মন্দাকিনী তটে গৌরীর তপোভূমি গৌরীতীর্থ। মন্দাকিনীর সহনাতীত তুষার শীতল জলের অনতিদূরেই গৌরীকুণ্ডের তপ্ত ফুটন্ত বারি তাঁর তপস্যার মহিমার মতই যেন উষ্ণশ্বাসে চারিদিকের হিমশীতল বায়ুকে সুখতপ্ত করিয়া তুলিতেছে। দিদ্মার এই ভাবের মন্তব্যে ললিতা ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "একবার ঐ সুখতপ্ত কুণ্ডে নেমে দেখ্‌বে ঠাক্‌রুণ? তোমাকে মন্দাকিনীতে চুবিয়ে যদি বা বাঁচাতে পারা যায়—ঐ ফুটন্ত জলের ফোস্‌কায় সদ্য তীর্থপ্রাপ্তি হবে।" শীলা তাহার ঘাড় ধরিয়া বলিল, "চল্, কত লোক নেমে নাইছে দেখ্‌বি চল্।" "তুইও নাম্ গে"—বলিয়া ললিতা ঘাড় ছাড়াইয়া লইল।

পথে পথে বন্য গোলাপের অজস্র সম্ভার। রডোডেনড্রন ফুলের বিচিত্র শোভা। কত বিচিত্র ভাবের সঙ্গীদলের সংযোগ, আবার ক্ষণপরেই বিয়োগ ঘটিতেছে। হাজারীবাগের এক সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে দেবপ্রয়াগে চটীতে ইহাদের একবার পরিচয় হইয়াছিল—তিনিও ডাণ্ডি-আরোহিণী, তাঁহার রূপে এবং সজ্জায় তাঁহার কথা সকলেরই মনে ছিল—তিনি সদলে পথিমধ্যে বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট এই দলের পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। পীতবর্ণের লালপাড় রেশমী শাড়ী তাঁর পরিধান, গাত্রবস্ত্র পীত, ডাণ্ডির মধ্যে তাঁহার যান সজ্জার র‍্যাগখানি, বালিশটি

মায় ডাণ্ডির ক্ষুদ্র 'হুড্' অয়েল ক্লথ পর্য্যন্ত পীত বস্ত্রে আচ্ছাদিত। কপালে সীমন্ত উজ্জ্বল সিন্দূর বিন্দু—এক ঢাল চুল এলাইয়া সুন্দরী তরুণী নরযানে চলিয়াছেন। শিষ্য ভক্ত দুই-একজন প্রাণপণে সেই বাহনের সঙ্গেই প্রায় ছুটিতেছে। তাহাদের ভক্তির আধিক্যে দু-একটি বিরুদ্ধ সমালোচনাও তাহাদের কর্ণে না যাইতেছে তাহা নয়, তাহাতে তাহাদের কিন্তু দৃক্‌পাত মাত্র নাই। দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "আহা সাক্ষাৎ গৌরীমাই যেন কেদারনাথ দর্শনে যাচ্ছেন, দেখ্‌লি শীলা, দেখ্‌লি ললিতে?" ললিতা উত্তর দিল না—শীলা হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু দিদিমা একালের গৌরী! সঙ্গে আমাদেরই মত ফ্লাস্ক্‌ ষ্টোভ্‌ হোল্ড-অল্‌ থেকে সোয়েটর অল্‌ষ্টর র‍্যাগ জুতো মোজা সব নিয়েই তিনি এবারে তপস্যায় বেরিয়েছেন—প্রয়াগে দেখনি? মাত্র গলিত পর্ণ আহার করে অপর্ণা নামের মোহ তিনি এবার কাটিয়েছেন।" দিদিমা মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "তপস্যার কথা তো বলিনি তোদের, দর্শন করতে যাচ্ছেন তাই বলেছি। দক্ষিণে রামেশ্বরে দেখেছি পার্ব্বতী রাত্রে যখন মহাদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন সোনার দোলায় ছত্র চামর দর্পণ কন্দুক মায় মরকত মণিতে গড়া শুকপাখীটি পর্য্যন্ত হাতে থাকে। যখনকার যে সজ্জা—এযুগের দেবীদের সজ্জা যা তাই তো ধরবেন।" প্রচুর হাস্যের সহিত শীলা বলিল, "তাইতো বল্‌ছি দিদিমা আমিও।" কাকিমাও তাহার সহিত হাসিতেছেন দেখিয়া ললিতা বলিয়া উঠিল, "কি যে তোমরা সকল কথায় হাস!—হাসির এতে কি পেলে?"

তিন দিকেই ভীষণ পর্ব্বত, মাঝে মন্দাকিনী প্রবাহিতা; গভীর অরণ্যানীর মস্তকে পর্ব্বত শির হইতে তুষার গলিত স্রোত ধারা ঝর্ঝর শব্দে নামিতেছে। একটা চটীতে যাত্রীদল ক্ষণিক অপেক্ষা করিল, তাহার নাম 'চীরবাসা ভৈরব'। সেখানে একটা গাছে কতকগুলা

নেকড়া ঝুলিতেছে এবং একব্যক্তি পাণ্ডার ভাবে দাঁড়াইয়া যাত্রীদের নিকট হইতে একটুকরা নূতন বস্ত্র ও প্রণামী লইয়া ভৈরবের উদ্দেশে গাছে ঝুলাইয়া দিতেছে। সেস্থান হইতে একটা গম্ভীর শব্দ সকলের কানে আসিতেছিল; কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই যাত্রীদল দেখিল ভীষণ ভৈরবমূর্ত্তি অতি উচ্চ পর্ব্বতের মস্তক হইতে বিস্তৃত জলধারা একেবারে খাড়াভাবে গিরি পাদমূলে নীচের বনের মধ্যে পড়ায় সেই পতন শব্দ ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া ধ্বনিত হইতেছে। জলটা একেবারে একখানা বস্ত্রের মত চওড়া, বায়ুবেগে দুলিতে দুলিতে নীচে নামিতেছে। ললিতা এতক্ষণে বলিয়া উঠিল, "আঃ—এইতো চীরবাসা ভৈরবমূর্ত্তি! মানুষের কি আস্পর্দ্ধা! গাছে ন্যাকড়া টাঙিয়ে এই ভৈরবকে কাপড় দিতে যায়!"

এক রাণী, তিনি মহারাণী পদবাচ্য, তাঁহার সঙ্গের লোকদের তিনি বোধ হয় ওভাবে দৌড়াইতে দেন নাই, বাহকমাত্র সহায়ে একাকিনীই সুজনবাবুদের দলের সম্মুখে পড়িলেন। তাঁহার ডাণ্ডির একটু বিশিষ্টতা সকলের চক্ষে পড়িতে সকলে চাহিয়া দেখিল—ডাণ্ডির আকৃতিটি যেন একটি ছোট ডিঙ্গী নৌকার মত দেখাইতেছে, তাঁহার মাথার উপর স্বাভাবিক ভাবের অয়েলক্লথের হুড্ তোলা, আবার ডাণ্ডির সম্মুখের সীমান্তে ও একটু পরিসর স্থানে ছোট্ট একটু সবুজ সাটিনের হুড্, তাহার মধ্যে রূপার ছাতার তলায় বহু স্বর্ণালঙ্কারে সাজিয়া বালগোপালমূর্ত্তি—বসিয়া আছেন! রাণীর রুক্ষকেশে সংযতবেশে তাঁহাকে যেন তপস্বিনীর মতই দেখাইতেছে। যাহার চোখে পড়িতেছে সেইই মুগ্ধভাবে এই দৃশ্য দেখিতেছিল।

ক্রমে যাত্রীদল কেদারের তুষার রাজ্যে প্রবেশ করিল; বরফ—বরফ—চারিদিকেই শুভ্রোজ্জ্বল তুষাররাশি। তুষারময় সেতুর নীচে

দিয়া হুঙ্কার করিয়া নদী ছুটিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্র, তাহার মাঝে মাঝে ধূলির ছাপা ছাপা দাগ, যেন মহাকালের বিস্তীর্ণ বাঘছাল। ডাণ্ডি-কাণ্ডিবাহী যাত্রীদের তখন যান ছাড়িয়া লাঠি ও যানবাহকের সাহায্যে পায়ে হাঁটিয়া চলিতে হইতেছে। তুষারের সামান্য অবকাশেও যেখানে সেখানে সামান্য একটু তৃণের মাথায়ও বিচিত্র বর্ণের ফুল, জ্ঞানের শুভ্র মহিমার মধ্যে ভক্তির রঙিন্ শোভায় যেন সকলের ক্লান্ত ভীত মনকে আনন্দে ভরিয়া দিতেছিল। বরফে পদত্রাণ নব ভিজিয়া ভারি, দেহ অবসন্ন, এমনি অবস্থায় যাত্রীরা সহসা আশায় আনন্দে 'জয় কেদারনাথ বাবা কি' রব করিয়া উঠিল। সম্মুখেই মন্দাকিনীর সেতু, তাহার অপর পারেই কেদারনাথের বাসক্ষেত্র তুষারচূড়গৃহসকল যাত্রীদের চক্ষে পড়িতেছে। মন্দির তুষারপর্বতমালার অন্তরালে অদৃশ্য। বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকেই জুতা খুলিয়া সেতু পার হইল এবং ওপারের তুষারে পদস্পর্শ মাত্রেই বুঝিল বাঙ্গালীভাবের ভক্তি প্রদর্শন এখানে চলিবে না—এ বড় কঠিন ঠাঁই! সম্মুখেই গলিত তুষারস্রোত একটা নলের মুখে অজস্র বারি উদ্গীরণ করিতেছে; অনেকেই লোটা বাল্‌তিতে সেই জল ভরিয়া লইতেছিল। মন্দাকিনীগর্ভের তুষার রাশি গলিয়া তখন জলাকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, তখনো বরফের চাপ ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তীরের নিকট যাইবার উপায় নাই, বরফ কাটিয়া সবে পথ তৈয়ারীর চেষ্টা হইতেছে।

পাণ্ডাদের যত্নে পথশ্রম অপনোদনান্তে দেবদর্শনে সকলে ছুটিতেছিল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর, মন্দির খুলিয়াছে। ডাক্তারবাবুর মাতা, সুজনবাবুর স্ত্রী ও শ্বশ্রূমাতা 'ধূলিপায়ে' কেদার দর্শনে চলিলেন। শীলা ললিতা মোহন কুমুদ বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতেও তাঁহাদের

অনুসরণ করিতে ছাড়িল না; মোহন বলিতেছিল, "পায়ে ধূলো কই দিদিমা? ধূল্‌পায়ে না বলে বরফে হাজা অসাড় পায়ে দর্শন বলুন না কেন!"

দিদিমা উত্তর দিলেন না, ললিতা তাঁহার হইয়া উত্তর দিল, "পায়ে না থাক্ মনে তো আছে—সেইটা এইসব দর্শনের পর যদি কাটে সেই জন্যই এ ব্যবস্থা—"

শীলা ললিতার তীক্ষ্ণ মন্তব্যে লজ্জিত হইয়া চকিতে মোহনের দিকে চাহিয়া দেখিল—সে নির্ব্বিকারভাবে কুমুদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। কুমুদের একই ভাবে সংযত গম্ভীর মুখ। পদচারী বৃদ্ধাদের দেবদর্শন যাত্রার সাহায্যেই ব্যস্ত সে। শীলা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

চারিদিকে রৌদ্রোজ্জল শ্বেত মহিমায় উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে বিশাল শ্বেতক্ষেত্রে পর্ব্বতময় অঙ্গনের মধ্যে বিশাল মন্দির। সকলে একদৃষ্টে সেই অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিতে দেখিতে চলিতেছে, সহসা ললিতা বলিয়া উঠিল, "কটি সাহেব আর মেম্ দেখছ? একটি মেমের গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।" কুমুদ চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "বোধ হয় থিওজফিক্যাল সোসাইটির, কিম্বা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের হবে ওরা।"

নাগা ফকীর, অবধূত ও উদাসীনদল—"জয় কেদারনাথ" শব্দে কেহ দর্শন করিতে চলিয়াছে, কোন দল ফিরিতেছে—দেখিতে দেখিতে ললিতা মন্তব্য করিল, "সবাই তো আসেন দেখ্‌ছি এসব তীর্থে, কেবল বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরাই আসেন না বুঝি?"

দলের লোক ললিতার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিল না—কেননা এ বিষয়ে কাহারও অভিজ্ঞতা নাই, কেবল পাণ্ডা ব্যস্তভাবে বলিলেন, "সেকি মা। এখানে হিন্দু মাত্রেই এসে থাকে। ঐ দেখেছেন

বিদেশীর দল, অথচ প্রাণে ওরা হিন্দু, বাবার দর্শনে এসেছেন। এছাড়া টুরিষ্ট্ সাহেব মেম্‌রা তো বহুৎ আসে—"

"তাদের কথা হচ্ছেনা,—তুমি বাঙ্গালী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের কথা জাননা ঠাকুর—তারা কেউ আসেনা।" ললিতার দৃঢ় কণ্ঠের উপরও পাণ্ডাঠাকুর প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, বিরক্তি ভরে ললিতা অন্যদিকে সরিয়া গেল।

পার্শ্বে একটি ছোট দল চলিতেছিল, দুই-তিনটি ব্রহ্মচারীবেশী যুবক এবং গৈরিকপরা যুগ্ম প্রৌঢ় দম্পতি—মুখে প্রসন্নতা ও স্নিগ্ধতার প্রশান্তি। তাঁহাদের একপার্শ্বে একটি তরুণী—তাঁহারো গৈরিক বস্ত্র—মাথা মুড়ানো—সুকুমার মুখশ্রীর উপরে একজোড়া আয়ত সুন্দর উজ্জ্বল চক্ষু। সেই অনন্যসাধারণ উজ্জ্বল চক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ললিতার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া তরুণী সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার সঙ্গীরা "জয় বদরী বিশালালকি জয়—জয় কেদার" বলিয়া যথারীতি তীর্থে প্রবেশকামী যাত্রীদের অভিনন্দন করিয়া নিজেরা দর্শনান্তে ফিরিয়া চলিয়াছে। ললিতা সেই তরুণীকে দাঁড়াইয়া তাহারই পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিতে দেখিয়া নিজেও দাঁড়াইয়া গেল, দলের সব আগাইয়া গিয়াছে। ললিতাই তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "কোথা থেকে এসেছিলেন আপনারা?"

তরুণী মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "বাঙ্গালা থেকে, আপনি বাঙ্গালী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর কথা কি বল্‌ছিলেন?"

ললিতা সহসা সংযত গম্ভীর মুখে বলিল, "যা বল্‌ছিলাম তা হয়ত ভুল! আপনারাই হয়ত বাঙ্গালী বৈষ্ণবপন্থী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী।"

"কিন্তু আপনি বুঝি চেনালোক কাউকে খুঁজ্‌ছেন? তিনি বাঙ্গালী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী? কোথায় তাঁকে দেখেছিলেন? কি রকম তিনি?"

ললিতা কি যেন বলিতে গিয়া সহসা সংযত হইল, "না—না, আমি —আপনি কেন এ কথা বল্‌ছেন। আপনি কে?"

"দিদি জল্‌দি আস্থন—বুড়া মা ভারি কাঁপছেন, ঝট্ তাঁকে দর্শন করিয়ে বাসায় ফির্‌তে হবে"—পাণ্ডার পুনঃ পুনঃ আহ্বানে ললিতা ফিরিতে পারিতেছিল না—কিন্তু সেই মেয়েটির দলস্থ লোকের আহ্বানে সে ত্রস্তে চলিয়া গেল, তাহার নাম ললিতার কানে বাজিতে লাগিল "চিত্রা—চিত্রা"।

গভীর রাত্রি। কাষ্ঠের, দ্বিতল গৃহের মধ্যে পশুলোমজ ও তুলার গাত্রবস্ত্রে, পাণ্ডার বিশেষ যত্নে রচিত অগ্নিতাপে ভীষণ শীতের হস্ত হইতে অনেকটা আরাম পাইয়া যাত্রীদল ঘুমাইতেছে। দিদিমা পাণ্ডাদের কথামত কেদারনাথকে পূজান্তে আলিঙ্গন করিতে গিয়া জ্ঞান হারাইয়াছিলেন, ত্রিযুগী-নারায়ণেও তাঁহার শ্বাসকষ্ট অনুভূত হইয়াছিল—কেদারে তাহা সমধিক আকার ধারণ করিয়াছে। বাসায় আনিয়া অগ্নিতাপে এবং চিকিৎসা দ্বারা কথঞ্চিৎ সুস্থভাবে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইতে পারিয়া সকলেই কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কেবল ঘুমায় নাই ললিতা। লেপের গাদার মধ্যে তাহার কেমন অস্বস্তি ধরিতেছিল। এক সময়ে নিঃশব্দে সে দরজা খুলিয়া বারান্দায় দাঁড়াইতেই দীপ্ত চন্দ্রালোকে সেই তুষার রাজ্যের অপরূপ মহিমার দৃশ্যে এমনি অভিভূত হইয়া গেল যে আর একজনও যে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া তাহার অনেকটা দূরে দাঁড়াইয়াছে তাহা তাহার অনুভবের মধ্যে আসিল না। অনেক্ষণ পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি মৃদুস্বরে "আর বেশীক্ষণ ঠাণ্ডা লাগাবেন না" বলিতে তখন সচমকে যেন ধ্যান ভাঙার মত ভাবে ললিতা বলিয়া উঠিল, "কুমুদ বাবু! কি অদ্ভুত দেখছেন? চাঁদের আলোয় সাদা পাহাড়গুলোর মাথায় বেগুনি রংয়ের কেমন মণ্ডল দেখাচ্ছে। গায়েরও জায়গায়

জায়গায় রামধনু রংয়ের আভাষ—যেন পরীর রাজ্য—মায়ার রাজ্য। সূর্য্যের আলোয় এই সব পাহাড়ের পানে চাইতে চোখ্ ঝল্‌সে যাচ্ছিল, আর এখন—"

"হ্যাঁ—কিন্তু আর বাইরে থাক্‌বেন না, হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

প্রভাতে ঘন তুষারবৃষ্টির মধ্যে আবার যাত্রীদল ফিরিয়া চলিল। এই বরফের রাজ্য শীঘ্র ত্যাগ করার জন্য তাহাদের ব্যস্ততাও পরিলক্ষিত হইতেছে, আবার এমন অপরূপ মহিমোজ্জ্বল স্থান বুঝি আর জীবনে দেখা হইবে না এই চিন্তায় পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেও হইতেছিল। রামবাড়া ছাড়াইয়া গৌরীকুণ্ডের অভিমুখে বরফকণা বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া দলে দলে যাত্রীরা চলিয়াছে এবং আবার সেই পূর্ব্বদৃষ্ট গম্ভীর শোভা দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইতেছে। শীলা ও ললিতা সেস্থানে হাঁটিয়াই চলিয়াছিল। উচ্ছ্বাস ভরে শীলা সহসা বলিয়া উঠিল, "খাড়া পাহাড়ের ওপর থেকে ওই ঝরণাটি কি ভাবে নাম্‌ছে ত্যাখ্, যেন নীচমুখি হাউই। এর মধ্যে কোন্‌টার নাম গৌরীশিখর? এই বনেই তো

'অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ
ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলী—'"

অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাবে ললিতা সখীর সে ভাবোচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া বলিল, "থাম্ থাম্, তুই যে সংস্কৃতে অনার নিয়ে বি-এ, তা এই কঠিন পাহাড় আর আকাট জঙ্গল কিছুই বুঝ্‌বে না।" শীলা হয়ত বন্ধুর সঙ্গে তর্কই বাধাইয়া দিত, কিন্তু সেই সময়ে মোহন ও কুমুদ তাহাদের নিকটে আসিয়া পড়ায় সে আর কিছু না বলিয়া বন্ধুর বিদ্রূপের উত্তরে কেবল ব্যথিত বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিল মাত্র। সঙ্গে সঙ্গেই ললিতা কুণ্ঠিতভাবে যেন অর্দ্ধরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দিদ্‌মার জন্যে মনে বড় ভাবনা

চল্‌ছে ভাই, কিছু ভাল লাগ্‌ছে না।—কাকিমাও কত ব্যস্ত হয়েছেন দেখ্‌ছিস্ ত।” শীলাও মুহূর্ত্তে নিজের বিস্ময়ব্যথিত ভাব সম্বরণ করিয়া লইয়া ঈষৎ চিন্তিতভাবে উত্তর দিল, “সাম্‌লে গেছেন বলেই ত মনে হচ্চে। বেশ শান্তির ভাবেই তো চোখ্ বুজে জপ কর্‌তে কর্‌তে ডাণ্ডিতে চলেছেন, কাকিমার ডাণ্ডি কাছে কাছেই চলেছে।”

কুমুদ ও মোহন নীরবে তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতেছিল; এইবার কুমুদ তাহাদের আলোচনার মধ্যে কথা কহিল, “আপনারা তুঙ্গনাথেও উঠ্‌বেন কি?”

মেয়েরা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মোহন বলিয়া উঠিল, “নিশ্চয়, নিশ্চয়—কি বলেন শীলাদেবী?”

“কাকাবাবু—ডাক্তার কাকাবাবু কি বলেন?”

“তাঁরা আর কি বল্‌বেন, আপনাদের মতেই ব্যবস্থা ত হবে।”

“আমরা উঠ্‌লেও—ওঁকে আর তোলা হবে না,—কোন' রকমে বদরী পৌছে—কিন্তু সেও কেদার পাহাড় হতে উচ্চতায় বেশী পার্থক্য তো হবে না—কি জানি কেমন থাকবেন।” কুমুদ চিন্তিতভাবে উচ্চারণ করিল, “ডাক্তারবাবু তো বেশ ভাব্‌ছেন দেখ্‌ছি!”

ললিতা ধীরে ধীরে উত্তর দিল, “তবুও সেখানে তো যেতেই হবে সকলকেই, অন্য আর উপায় নেই। কিন্তু বেশী দিন থাকা হবে না—ওঁকে নিয়ে নাম্‌তে হবে শীগ্‌গির।”

আবার নালা চটীতে ফিরিয়া সেখান হইতে ত্রীযুগী-নারায়ণ ও কেদার পথে যাত্রার জন্য বেশী ভার যাহা রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল সেই সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাত্রীদল ক্রমে উখী মঠ, তুঙ্গনাথ, গোপেশ্বর, যশীমঠ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া কয়েকদিনে তাহাদের যাত্রার প্রধান ঈপ্সিত স্থান বদরী তীর্থে প্রবেশ করিল।

১৭

বালুময় বিস্তৃত চরের মধ্যে ক্ষীণধারা যমুনা প্রবাহিত। দূরে নদীগর্ভে অথবা অধুনা সেই বালুচরে অবতীর্ণ হইবার বিস্তৃত সুদৃঢ় প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ চাঁদনি বা চন্দ্রশালিকাযুক্ত, অস্তমান সূর্য্যের আরক্ত কিরণে করুণ হাসি হাসিতেছে। আজ নদীর জলধারার সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্কই নাই, অথচ তাহাদের এই বিস্তৃত ঐশ্বর্য্যময় ঘাটের বুকেই একদিন ঐ যমুনা লহরী তুলিয়া নাচিয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া বহিয়া যাইত। আজ দূর বালুকাপ্রান্তরের বুকে তাহার সেই লুপ্তপ্রায় ক্ষীণ কায়া যাহা সান্ধ্য সূর্য্যের আভায় মরীচিকার মতই কেবল চক্ চক্ ছল্ ছল্ করিয়া মৃদুস্রোতে বহিয়া যাইতেছে তাহারই পানে চাহিয়া ঘাটগুলি যেন অতীত দিনের স্বপ্ন দেখিতেছিল। ততোধিক দূরে দেবালয়ে সুউচ্চ মন্দির চূড়াগুলি যেন আকাশপটে লেখা ছবির মত দাঁড়াইয়া আছে; নদীতীর নির্জ্জন, চাঞ্চল্য রহিত।

ক্রমে সূর্য্যালোক একেবারে নিভিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক ধূসর আভায় নদী চরের বিশাল দেহ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে তাহাও বিলীন হইয়া অন্ধকারেরই একাধিপত্য স্থাপিত হইল।

সেই শীর্ণা নদীতীরে বালুকারাশির বিস্তৃত মরুভূমিতুল্য বক্ষে এক উদাসীন মূর্ত্তি। দেহ ধূলিময় রুক্ষ, জীর্ণ কৌপীন ও বহির্বাসে আবরিত। উজ্জ্বল বিশাল নয়নের দৃষ্টি তীব্র, ক্ষণে ক্ষণে তাহা যেন কিসের তৃষ্ণায় দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল, যেমন করিয়া দূরান্তে শ্মশানের চিতাবহ্নি কিম্বা আলেয়ার আলো ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া আবার তখনই দিগন্তে অদৃশ্য হয়। চড়ার বুকের গভীর অন্ধকার এক মৌন গাম্ভীর্য্যে ক্রমশ গভীরতর হইতেছিল, নীরব আকাশের বুকেও তেমনি গভীর

মৌনতা, উজ্জ্বল তারকারাশির নিস্পন্দতা কচিৎ জ্যোতিচাঞ্চল্যে এক-একবার স্পন্দমান হইয়া উঠিতেছে, যেন কিসের একটা ভয় অন্ধকারের আবরণে গ্রীষ্ম রাত্রির গুমটের মত ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সঞ্চিত হইতেছে, কখন এক মুহূর্ত্তে তাহা যেন ফাটিয়া পড়িবে। নদীর অপর তীরে কদাচিৎ নিশাচর পশুর কণ্ঠধ্বনি, তাহাও যেন ভীতির জড়িমাপূর্ণ।

উদাসীন সেই বালুকারাশির মধ্যে আসন করিয়া স্থির ঋজু দেহে নিশ্চল নেত্রে সেই অন্ধকার-পানে চাহিয়াছিলেন। যেন সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার রাশিতে তাঁহার সূচীতীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা ভেদ করিতে চান। সেই অন্ধকারের আবরণে যেন কি এক মহা রহস্য আবরিত হইয়া আছে, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা বিঁধিয়া ফুঁড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সেই অদৃশ্য বস্তু আবিষ্কার করিবে। দণ্ডের পর দণ্ড, প্রহরের পর প্রহর অতীত, কোথাও নূতনত্বের কোন সাড়া বাজিল না। প্রকৃতি একইভাবে মূক স্তব্ধ—যেন জড়রূপা। একই কালিমাময় আবরণে তাহারি সারা দেহ ঢাকিয়া অচল হইয়া রহিয়াছে, কোথাও যেন আলোকের, আশার, আনন্দের কোন রেখাই তাহার বুকে পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই।

সহসা কোথায় একটা সাড়া জাগিল। অস্পষ্ট গোঁ গোঁ গুম্ গুম্ ধ্বনি। দূরে বায়ুর পাদচারণ চাঞ্চল্যের আভাস, ক্রমে অধিকতর স্ফুট হইয়া ঝড়ের আকারে অগ্রসর হইল। স্থির বালুরাশি আঁধারে আঁধারে উড়িয়া পাক খাইয়া স্তম্ভাকারে পুঞ্জে পুঞ্জে উদাসীর অচল দেহকে আবৃত করিতে লাগিল, যেন সেই দেহকে তাহারা নিজের মধ্যে একেবারে চির-আবৃত ও প্রোথিত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু সে দেহ একইভাবে অচল, নিস্পন্দ।

কক্কড়— কড়্ কড়্, মসীময়ী প্রকৃতিকে যেন চিরিয়া ফাড়িয়া

বিদ্যুতের অসি খেলাইয়া বজ্রের গর্জ্জনের সঙ্গে বায়ুর হুহুঙ্কার। দেব-দানবের যুদ্ধের যেন দ্বিতীয় অভিনয়। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আবার ভিন্নরূপ, করকা ধারার মত অশ্রান্ত ভাবে স্থূল ধারায় বারিবর্ষণ আরম্ভ হওয়ায় আকাশের বিদ্যুতাগ্নি ও অন্তরীক্ষের বায়ুবেগ প্রশমিত হইয়া গেল। সদ্য বালুকাসমাধিমুক্ত দেহের উপর সেই তীব্র বেগময় ধারা অবাধে আঘাত করিয়া চলিল, কিন্তু সে দেহ নড়িল না।

রজনী শেষযামা, বায়ুমণ্ডল ও অন্তরীক্ষ পরিষ্কার, পূর্ব্বদিকে আলোকের ঈষৎ পিঙ্গল আভাস। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অথচ আভাসমাত্রে প্রকাশিত বালুময় প্রান্তরে যেন তেমনি আভাস মাত্রে প্রকাশিত কতকগুলা দেহ বা দেহী সারি সারি দল বাঁধিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, উদাসীনের অচল দেহ বেষ্টন করিতেই তাহারা অগ্রসর হইল। ক্রমে তাহাদের সে আভাস মাত্রে প্রকাশিত দেহ আরও অস্পষ্ট হইয়া গেল, আর তাহা বুঝা যায় না, কেবল কতকগুলা দীর্ঘ দীর্ঘ পদশ্রেণী তাঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এতক্ষণে উদাসীনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবং দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে যেন ঈষৎ হাসির আভাস প্রকাশিত হইল। সে হাসি তেমনই তীক্ষ্ণ, বিদ্রূপময়! সেই হাসি ও দৃষ্টির সম্মুখে কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আবার সেই দৃশ্যও তেমনই বাতাসে মিশিয়া গেল। কোথাও আর কিছু নাই, বৃষ্টিধারাস্নাত শান্ত নদীতীর, সিক্তবালুকাভূমি! পূর্ব্বাকাশে উষার আভাস জলস্থলকে সুস্পষ্ট প্রকাশিত করিতে চাহিতেই উদাসীন তাঁহার সেই দৃঢ়বদ্ধ আসন খুলিয়া ধীরে ধীরে যমুনার তীরে তীরে লোকালয়পূর্ণ স্থানের বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

* * *

নির্ম্মেঘ সুন্দর পূর্ণিমা রাত্রি। বনমধ্যস্থ কুণ্ডের চারিপাশে গভীর জঙ্গলের শ্যামশোভা যেন প্রকৃতির পরম বিভব। জলের চারিদিকে

তাহাদের স্থির ছায়া, মধ্যস্থলে চন্দ্র সনাথ তারকামালার প্রতিচ্ছবি। বনের অভ্যন্তরে নিভৃতে কোথায় কোন্ ফুল ফুটিয়াছে কিন্তু বায়ুর অগোচরে থাকিতে পায় নাই, সুগন্ধে রজনীর সর্ব্ব অঙ্গে যেন আবেশময় শিথিলতা। একটা ঝিম্ ঝিম্ শব্দ যেন যামিনীর অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত হইতেছে মাত্র, আর সব নীরব নিস্তব্ধ। কুণ্ডের চারিদিক সোপানশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। জলের উপর স্থানে স্থানে কয়েকটি খিলান দীর্ঘভাবে কুণ্ডের ভিতরে খানিকটা প্রবেশ করিয়া এক একটা স্তম্ভে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সে স্তম্ভের উপরে আট দশ জন স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে এতখানি স্থান আছে।

হস্তে জপমালা—অতন্দ্র চক্ষে চন্দ্রের পানে চাহিয়া উদাসীন সেই বনমধ্যস্থ কুণ্ডজলের চন্দ্রশালিকায় উপবিষ্ট ছিলেন। সুদীর্ঘ ছায়া পশ্চাতে ফেলিয়া ধ্যানমগ্নভাবে উপবিষ্ট সরল দীর্ঘ দেহ। চারিদিক উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে যেন হাসিতেছে, অথচ তিনি ভিন্ন সেখানে দ্রষ্টা আর কেহই নাই। একটা পশু পাখী পর্য্যন্ত কোথাও শব্দ করিতেছে না।

সহসা তাঁহার সেই ধ্যানমগ্নভাবে বাধা পড়িল। জলস্থল যেন আঁধারে ঢাকিয়াছে। এ ধ্যানে তাঁহার হয়ত বাহ্য প্রকৃতির রূপের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল—তাই সে রূপ ঢাকা পড়িতেই সে ধ্যানও ভাঙিয়া গেল। সহসা তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। সেস্থান হইতে উঠিয়া স্থানত্যাগ করিতে চেষ্টা পাইলেন, সাধ্য হইল না। করচরণ একেবারে অচল, বুকের উপর দেহের উপর যেন বিষম একটা ভার চাপিয়া সে ভাঁর শ্বাসপথকেও যেন আক্রমণ করিতেছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে ভার ঠেলিয়া বার বার উঠিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু বিফল পরিশ্রমে ক্রমে যেন অজ্ঞানের মত একটা মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল—বিস্ফারিত চক্ষু মুদিয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র! তাহার পরেই "নৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয়" উচ্চ রবে এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে উদাসীন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কোথাও কিছু নাই, সেই অম্লান চন্দ্রকিরণে জলস্থলকানন কুণ্ডমধ্যস্থ জলজ পুষ্প পত্র সব হাসিতেছে, সে শোভার তুলনা নাই। চারিদিক স্নিগ্ধ শান্ত, মধ্যস্থলে তিনিই কেবল অশান্তের মত উগ্রভাবে দাঁড়াইয়া। পীড়িত বক্ষকে নিজের অজ্ঞাতেই এক এক বার হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেছিলেন।

আবার তিনি স্তম্ভগাত্রস্থ অনতি উচ্চ আলিশায় দেহভার রক্ষা করিয়া বসিয়া করচ্যুত মালা হস্তে তুলিয়া লইলেন এবং দেখিতে দেখিতে কি এক অজ্ঞাত ক্ষোভের বেদনায় অথবা কাহার উপর অভিমানেই বিশাল নয়ন-কোণে জলকণার সঞ্চার হইল। সেই জলবেগ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া গণ্ডে বক্ষে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্ফুরিত অধরোষ্ঠে অর্দ্ধরুদ্ধ ভাষা যেন কাহাকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিয়া বলিল, "আমার জন্য বুঝি শুধু এইই বিধান? তোমার অভয়ের রাজ্যেও শুধু কি ভয়ের বিভীষিকাই আমার ভাগ্যফল?"

ক্ষণপরে ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া জলস্থল পূর্ণ করিয়া গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন

"নাহং বিভেম্যজিত তেঽতি ভয়ানকাস্য
জিহ্বার্কনেত্র ভ্রুকুটীরভসোগ্রদংষ্ট্রাৎ
আন্ত্রস্রজ ক্ষতজ কেশর শঙ্কুকর্ণান্নির্হ্রাদ ভীত
—দিগিভাদরিভিন্নখাগ্রাৎ।
ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণ বৎসল দুঃসহোগ্র
—সংসার-চক্র-কদনাৎ গ্রসতাং প্রণীত
বদ্ধ স্বকর্ম্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদা নু।"

* * *

বৃক্ষছায়াহীন রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর, উত্তপ্ত তীক্ষ্ণ বায়ু, ততোধিক উত্তপ্ত বালুকা ও কঙ্করময় পথচিহ্ন। তীব্র জ্বালাবিশিষ্ট রৌদ্র যেন জীব জগতকে পোড়াইয়া একেবারে ভস্মসাৎ করিতে চায়। চারিদিকে শুধুই গৈরিকবর্ণ বালুকা ও কঙ্করময় ক্ষেত্র। দিগন্তের রেখাতেও একটু শ্যামলতার আভাসমাত্র নাই। ক্ষণে ক্ষণে প্রবাহিত তপ্ত বায়ুতে কেবল অগ্নিজ্বালাময় স্পর্শ হানিতেছে।

একটা অর্দ্ধমৃত শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ড, শাখাপ্রশাখাবিহীন অবস্থায় যেন ঝড়ে ভাঙিয়া পড়িবারই অপেক্ষা করিতেছে। তাহারই নিম্নে সেই উদাসীন, সেই রৌদ্রে সেই রৌদ্রজ্বালাদীর্ণ মাঠের মধ্যে বসিয়া আছেন। মুখ ও চক্ষু রৌদ্রতাপে আরক্তবর্ণ হইতে ক্রমে কালিমাময় হইয়া উঠিতেছে; অনাবৃত কেশহীন মস্তক ও সুপ্রশস্ত ললাট—দর্শক থাকিলে ভাবিত বুঝি এইবার সত্যই ফাটিয়া যাইবে। প্রকৃতির সেই রুদ্র-লীলায় ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া একভাবে বসিয়া আছেন। বুঝি বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই—চক্ষু কর্ণ কিছুই দেখিতে শুনিতেছে না, শরীরও বুঝি এত বড় তীব্র তাপের কিছুই অনুভব করিতেছে না;—করিলে সে কি সহিতে পারিত?

সেই ক্রোশের পর ক্রোশব্যাপী বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিগন্তে সূর্য্য পশ্চিম পথে হেলিয়া পড়িলেন। একটা বৃক্ষ ছায়া পর্য্যন্ত বর্জ্জিত স্থান, কেবল মাঝে মাঝে কতকগুলা কাঁটা ঝোপ। একটা গাভীও সে মাঠে চরে না, দূরান্তেও গ্রাম কিম্বা লোকালয়বর্জ্জিত সে প্রান্তর।

উদাসীনের ধ্যান ভঙ্গ হইল। আরক্ত চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া আবার তিনি চক্ষু মুদিলেন। নিশ্চল বক্ষ কি এক মনঃক্ষোভে চঞ্চল হইয়া উঠা-নামা করিতে লাগিল।

সুষুপ্তির অতীত সে অবস্থার স্মৃতিতেও যেন তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না।

সহসা নাসিকায় এ কি অপূর্ব্ব সুবাস! ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেন এক ঘনীভূত আনন্দ মস্তিষ্কের কুহরে কুহরে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্তে তাঁহার সমস্ত সত্তাকে আনন্দ-শিহরণে কণ্টকিত করিয়া তুলিল। সে অনুভব যেন তাহাকে একটা সুখ সমুদ্রের মধ্যেই ডুবাইতে চাহিতেছে; সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল—মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয়ভাবে শুধু সেই সুবাসময় হইয়া যাইতে চায়, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাবস্থায় কারণ-অনুসন্ধিৎসু মন তাহাতে মগ্ন হইতে চাহিল না। কোথা হইতে এ সুগন্ধ আসিতেছে তাহার অন্বেষণে যেন চক্ষুকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করিতে লাগিল। গন্ধটা পরিচিত, যেন অতি সুজাতীয় বহু গোলাপ ফুল অতি নিকটেই আছে, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তিনি সে প্রদেশের সবই জানিতেন। অন্তত আট-দশ ক্রোশের মধ্যে গোলাপ ফুলের অস্তিত্ব মাত্রেরও সম্পূর্ণ অসদ্ভাব। অথচ এত নিকটে এই পশ্চাতস্থিত শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ড হইতেই যেন সে পুষ্পসার ঘন সৌরভ বহির্গত হইতেছে। শিথিল দেহমনকে অতি চেষ্টায় স্বভাবে ফিরাইয়া আনিয়া উদাসীন সেই শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডের দিকে ফিরিলেন। বৃক্ষগাত্রে একটা গহ্বর—সেই স্থান হইতেই এই পুষ্পসারের উদ্ভব বুঝিতে পারিয়া উদাসীন গর্ত্তের মধ্যে অবলীলা ক্রমে হাত পুরিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হস্তে উঠিয়া আসিল আলোহিত শতদলের মত প্রকাণ্ড দুইটা গোলাপ পুষ্প। সর্ব্বাঙ্গে আবার সেই আনন্দ-শিহরণ। জিহ্বা হইতে অতর্কিতে উচ্চারিত হইল—"অহং পদ্মকোশঃ সুপেশসাং।" সেই দুইটির দিকে চাহিতে চাহিতে সেই শোভা দর্শনে এবং আবার সেই পুষ্পসারের ঘন সৌরভের আনন্দময় সত্তায় মুহূর্ত্তে তাঁহার সমস্ত সত্তা মিশিয়া একীভূত হইয়া গেল। রূপ ও গন্ধের সহযোগে অন্তরের ঘনীভূত ভাবরস সাহায্যেই তিনি তাঁহার অভীষ্ট ভাবাতীত বস্তুকে যেন প্রাপ্ত হইলেন।

* * *

বহুকালের বটবৃক্ষ, তাহার প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখা ও মূল শিকড় সকল নামাইয়া যমুনার রস টানিয়া লইতে লইতে একেবারে তাহার কূলের উপর দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নাম বংশীবট।

গভীর রাত্রি—স্বল্প জ্যোৎস্নাময়ী। রাসগান কখন থামিয়া গিয়াছে—পল্লীবাসী সকলেই নিদ্রিত। চারিদিক নিস্তব্ধ।

উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া কে একজন সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। কি যেন তিনি শুনিতেছেন—কি যেন দেখিতে চান। দৃষ্টি সেই বৃক্ষতলে নিবদ্ধ হইল এবং কর্ণে কি যেন পরমানন্দ রস পান করিতে করিতে দেখিতে দেখিতে বাহ্য চৈতন্য হারাইয়া সেই বৃক্ষতলে পতিত হইলেন।

প্রভাতে ব্রজবাসীরা সেই দেহ সযত্নে গৃহে লইয়া গিয়া কয়েক দিনের সেবায় তাঁহাকে জাগতিক জ্ঞানে ফিরাইয়া আনাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইল তাহা তাহাদের বোধের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইল না।

১৮

পার্ব্বত্য যাত্রা হইতে অল্পদিন হইল পূর্ব্বোল্লিখিত যাত্রীদল ফিরিয়া আসিয়াছে। যাত্রার অভীষ্ট স্থানে পৌছিবার পর একজনের দেহান্ত হওয়ায় তাহাদের আর অন্যদিকে যাওয়া হয় নাই। তিনি যদিও একজন বৃদ্ধা মাত্র, তবুও যাত্রীদল উৎসাহহীন হইয়া পড়ে। বিশেষ ললিতা ও তাহার কাকিমা অত্যন্ত শোকাকুল হন্। সন্তানহীনা কাকিমার তিনি মাতা এবং ললিতার শত আব্দারের দিদ্মা! যদিও ৺বদরীনাথের পাণ্ডারা তাঁহার ভাগ্য দেখিয়া বহু সাধুবাদ দিয়াছিল এবং সেই অলকানন্দা

তীরে ৺বদরীনাথের শ্রীমুখ দর্শনান্তে বৃদ্ধার এ মৃত্যু যে বহু পুণ্যের ফল, তিনি যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই "শতঘণ্টা নিনাদিত রথে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন" করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আর যে স্থানের নরনারায়ণ পর্ব্বতমধ্যস্থ 'ব্রহ্মকপালে' যাত্রীগণ তাহাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষের এবং মৃত আত্মীয়দিগের উদ্দেশে ৺বদরীনাথের প্রসাদান্ন পিণ্ড দিয়া তাহাদের মোক্ষ কামনা করে, সেই 'ব্রহ্মকপালে' শ্রাদ্ধাধিকারীর হস্তে যাহার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়, তাহার যে ভাগ্যের সীমা নাই একথা পাণ্ডাগণ বহুবার বলিলেও ললিতার কাকিমার শোকাপনোদন হয় নাই। সুজনবাবুর দল এইভাবে ফেরায় ডাক্তারবাবুও তাঁহার যাত্রা আর দীর্ঘতর করিতে ইচ্ছা করেন নাই এবং গতদিনের সঙ্গীদলকে ত্যাগ করিয়া অন্য পথে যান নাই, কাজেই সকলেই একত্রে দেশে ফিরিয়াছেন।

পথের শ্রান্তি তখনো সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, তাই শীলা তখনো ললিতাদের নিকটেই ছিল। তাহার চলিয়া যাইবার কথামাত্রে ললিতা এত বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছিল এবং কাকিমাও এত দুঃখ বোধ করিতেছিলেন যে শীলার যাইবার দিন কেবলই পিছাইয়া যাইতে লাগিল।

পশ্চিমের গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর! আষাঢ়ের আকাশেও বারিবর্ষণের শ্যামল সংবাদ আসিয়া পৌঁছে নাই। দ্বারে ও গবাক্ষ পথে তখনো খস্‌খস্ ঝুলানো, গৃহমধ্যস্থ কৃত্রিম ব্যজনে বায়ু শীতলস্পর্শ এবং সুগন্ধি হইয়া বহিতেছে। চিক্কণ গৃহতলেই তাহারা দ্বিপ্রাহরিক শীতল শয্যা পাতিয়া সেই তীর্থযাত্রার কথাই কহিতেছিল। কাকিমা বলিতেছিলেন, "ত্রিযুগী নারায়ণে তাঁর বুক কেমন করেছিল, ৺কেদার পাহাড়ে ওঠার পর কেদার দর্শন করে এসে যখন অমন হয়ে পড়লেন তখনি যদি আমরা আর ৺বদরী পাহাড়ে না যাই, তা হলে আর মাকে হারাই না। কেদারে সেদিন মন্দাকিনীর

ঝরণায় আমরা স্নান করতে সাহস করলাম না, উনি করলেন। মন্দাকিনীর তীরে বসে তর্পণ আহ্নিক করলেন।" ললিতাও সঙ্গে সঙ্গে সেই কথার অনুমোদন করিতেছিল; "আমরা তো জল ঘটি করে ধরিয়ে স্পর্শ করলাম, উনি মাথায় ঢাললেন—নদীর জলে হাত ডুবানো যায় না, কোশা করে সবাই সন্ধ্যা করছে, হাত টকটকে রাঙা হয়ে যাচ্ছে, তবু হাত ডুবিয়ে সন্ধ্যা করা চাই, এত মনের জোর! তুঙ্গনাথে তাঁকে ডাক্তারবাবু যে ভয়ে উঠতে দিলেন না—৺বদরীতে গিয়ে যে সেই বিপদেই পড়া যাবে তা কে ভেবেছিল!"

শীলা বলিল, "কিন্তু কাকিমা তাঁকে কি বদরী দর্শন না করিয়ে পথ থেকে ফেরাতে পারতেন? কখনই না। তাঁর যে মনের জোর ছিল —শেষ পর্য্যন্ত এমন কাণ্ড করতেন যে যেতেই হত সকলকে।"

কাকিমা সনিশ্বাসে বলিলেন, "সে সত্যি। প্রথমদিন নারায়ণ দর্শন করে—কি আনন্দময় মুখ তাঁর—লতু তো ঠাকুর দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছে —'ও দিদ্মা, ঠিক সেই বৃন্দাবনের আদি বদরীনাথের মূর্ত্তি! একেবারে এক কোঁদে গড়া এক পাথরের এক ভাবের মূর্ত্তি!' এঁরা সব সে মূর্ত্তি শঙ্করাচার্য্যের নির্ম্মিত কিম্বা বৌদ্ধযুগের মূর্ত্তি রাওলঠাকুরের সঙ্গে সেই তর্ক জুড়েছেন, কিন্তু মা যেন একেবারে বৈকুণ্ঠনাথকে দর্শন পেয়েছেন এমনি তন্ময় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেলেন। তখনি যেন ঠাকুরের সাম্‌নেই লীন হয়ে যান, তাড়াতাড়ি সবাই বাইরে নিয়ে এল—"

"কিন্তু তখনো সেরকম কিছু হয়নি কাকিমা—আমরা তপ্তকুণ্ডে যখন ঝাঁপাইঝুড়ি, হাসিমুখে ধারে বসে জপ করলেন, বল্লেন তাঁরও নাম্‌তে ইচ্ছা করছে। তুমি ঘটি করে জল তুলে নাইয়ে দিলে। এখানে অলকানন্দাটির ধারে কেবল নাম্‌তে চায়নি, বুঝছিলেন যে সকলকে তা হলে তখনি বিব্রতে পড়তে হবে।"

"শুধু কি তাই? যার যা কর্‌বার আছে করিয়ে নিজে তিন রাত্রি আমাদের সঙ্গে বাস করে—চিরদিনের জন্য বাস নিলেন। সেও—কি আশ্চর্য্যভাবে—হঠাৎ—"

বলিতে বলিতে সে স্মৃতি যেন অসহনীয় হইল—কাকিমা সহসা চুপ করিয়া গেলেন। শীলা ধীরে ধীরে বলিয়া চলিল, "ভট্টি সেরার সেই পাগলাটা নাকি তাঁকে বলেছিল—'বদরীনাথ তোমারে পর বহুত সদয়! বহুত প্রেম করেগা।' কি আশ্চর্য্য ফল্‌লো?"

কাকিমা সবেগে বলিলেন, "সাধু—সে নিশ্চয় সাধু! মা ঠিক্‌ই ধরেছিলেন—পাগলের ছদ্মবেশেই ওঁরা বেড়ান।"

ললিতা এতক্ষণে ঈষৎ হাসির সহিত উত্তর করিল, "তা হলে আমরা এমন বাহাল তবিয়তে ফির্‌তাম না—বিশেষ মোহনবাবু আর কুমুদবাবু! কি গালটা না দিয়েছিল সবাইকে। আমিই তো টর্চ্চ জ্বেলে ওকে ধরিয়ে দিই! সে একটা পাগলই বটে।"

"তুই কি বুঝ্‌বি বাপু—মা যা বুঝেছিলেন তাই ঠিক্‌। শেষের কথাগুলো মনে করে ছাখ্‌ দেখি সেই পাগলের। মনে পড়্‌লে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। মা বলেছিলেন—'ওঁদের কথা, কাজ, আমাদের বুদ্ধিতে নাগাল্‌ পাওয়া যায় না', ভাগবতের কি একটা শ্লোক বল্লেন শুনিস্‌নি? শীলা তোর মনে আছে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আমারই মনে আছে।" বলিয়া ললিতা কি যেন স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতে করিতে শীলার পানে চাহিল—শীলা উত্তর দিল না দেখিয়া নিজেই নিজের পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণে একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "শেষটুকু কেবল মনে পড়ছে—'অন্তর্ব্বাণী ভি রপ্যস্য মুদ্রা সুষ্টু সুদুর্গমা।' বুড়ির সংস্কৃত জ্ঞানও কত ছিল!"

শীলা এইবারে মৃদু মৃদু বলিল, "আর বলেছিলেন—

'যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।'"

"এ আবার বুড়ির কোথা থেকে সংগ্রহ ছিল কাকিমা?"

"কেন তার সঙ্গে সঙ্গে যে বই কখানি থাক্‌ত দেখিসনি? বোধ হয় চৈতন্যচরিতামৃতের কথা এটা, নারে শীলা?"

"তাই বোধ হয়।" সকলের মন হইতেই শোকের কালিমা অনেকটা মুছিয়া গিয়া এই আলোচনায় চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত আত্মীয়ের পুণ্যোজ্জ্বল মহিমায় মনটা ভরিয়া উঠিয়াছিল। শীলা প্রসঙ্গান্তর পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, বলিল, "কুমুদবাবু কি চলে গেছেন, কাকিমা জান?"

"হ্যাঁ উনি বল্‌ছিলেন, কেনরে?"

শীলা অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল, "এই সঙ্গে যেতে পারতাম, বেশ সুবিধা ছিল। কলেজ খুল্‌ছে, যাহোক্ একটা পড়াশোনার ব্যবস্থা এইবার—"

"সেতো ললিতারও কর্‌তে হবে; দুজনেই একসঙ্গে কি কর্‌বি কি পড়্‌বি এইখানে থেকেই যুক্তি করে নেনা বাপু! এতদিন একসঙ্গে পড়ে ওকে কি এখন শেষবেলায় ছেড়ে দিবি? বিশেষ মার জন্য ওরও খুব চোট লেগেছে, ওকে তোর কাছে রাখ্‌লেও অনেকটা নিশ্চিন্ত থাক্‌ব।"

শীলা ও কাকিমা ললিতার পানে চাহিয়া দেখিল—সে যেন কি একটা চিন্তায় অন্তর্মনা হইয়া গিয়াছে। যুগপৎ চারিটা চোখ তাহার দিকে পতিত হওয়ায় ললিতা যেন জোর করিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "কিন্তু সে পাগল যদি সাধুই হন, সাধুরা খুব নিষ্ঠুর হয়, তা কিন্তু বল্‌তেই হবে। সেই যে সরযূ মেয়েটির কথা শুন্‌লে, তার কথা কিন্তু আমার মন থেকে কিছুতে মোছে না! সে নিশ্চয় ঠিক্‌ই চিনেছিল —ওই পাগলই তার স্বামী, কিন্তু মেয়েটাকে কোথায় পাহাড়ে আছ্‌ড়ে

মেরে উনি অমনি 'রাধিকাজী রাধিকাজী' করে বেড়াচ্ছেন—স্বচ্ছন্দে ? ধন্য।"

শীলা সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "ওঃ তুমি এখনও সেই ভট্টিসেরা চটীর পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ ? আর আমরা কিনা—"

"সাধুত্বের বুঝি এই আদর্শ ? পাগল সে, নিশ্চয় পাগলই বটে। না হলে মানুষে এত নির্দ্দয় হয় ?"

"আহা—'বজ্রাদপি কঠোরাণি' কথাটা ভুলছিস্ যে দেখ্ছি। লোকোত্তর চরিত্রের—"

"আর কুসুমাদপি কথাটা বুঝি একেবারেই বানে ভেসে গেল ? ওটা কেবল কথারই কথা ?"

"বাব্বা—সেই আধ্পাগলা সাধু কি যেই হোক্, তাঁরই ওপর এত ঝাল ঝাড়ছিস্ শুনে যে অবাক্ লাগছে ? হয়েছে কি তোর ? এত সেন্টিমেণ্টাল্ তো আগে তোকে দেখিনি ? এবারে পাহাড় বেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই এই দেখ্ছি ! তীর্থযাত্রার ফল বুঝি ?"

"হবে। কি বল্ছিলে তোমরা কাকিমা ? কি কথা ?"

"শীলা যে চলে যেতে চাচ্ছে—বল্ছে এইবার পড়াশোনা আরম্ভ করবে। কুমুদ চলে গেছে শুনে আপশোষ কচ্চে।"

"কেন ? কুমুদবাবুর সঙ্গে পড়বে নাকি ? কি পড়েন তিনি ?"

শীলার উচ্চহাস্যে এবং কাকিমার মৃদু মৃদু হাস্যে লজ্জিত হইয়া ললিতা অপ্রস্তুতভাবে নিজেকে সংশোধন করিতে গেল, "তিনি যে প্রফেসর—তা শীলা তো এবার এম্-এ পড়বি—ওঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ার সুবিধা নিতে পারবে বৈকি একটু, কল্কাতাতেই থাকেন তো উনি ?"

"নে আর তোকে বোকার মত যা তা কতকগুলো বক্তে হবে না। তুই পড়্বিনে নাকি আর ?"

"আমি ?" জিজ্ঞাসু নেত্রে ললিতা কাকিমার পানে চাহিতেই কাকিমা বলিলেন, "এম্-এ পড়বে বৈকি, নৈলে কি ওর কাকা ছাড়বেন ? কিন্তু পড়ার যা যা ঠিক্ করবার শীলার সঙ্গে ঠিক্ করে নিয়ে বাড়ী এসে আমার কাছে থেকে পড়বি, দরকার হলে কোন' মাসে কল্‌কাতায় কি শীলার কাছে যাবি—আমি একা আর থাক্‌তে পারব না কিন্তু বাপু।"

ললিতা নতনেত্রে বলিল, "তাতো জানি কাকিমা, আমিও তোমায় একা রেখে আর থাক্‌তে পারব না ! শীলার সঙ্গে আমার পড়ার তো সুবিধা হবে না, ও বরাবর সংস্কৃতে অনার্স—এবারও তাই নেবে ! আমার ভিন্ন গোঠ ! আমি এখন আর পড়তে পারব না—পরে দেখা যাবে। তোমাকে নিয়ে কোন দিকে আবার বেরিয়ে পড়ব—কাকার সঙ্গে সেকথা হয়েছে। কিছুদিন তো যাক্—পরে দেখা যাবে—"

শীলার সঙ্গে একান্তে কাকিমার কথা হইতেছিল—

"তুই তো বাপু চল্‌লি—ললিতা কি যে করবে ? আমার কাছে যে এখন থাকলো তাতে আমি বর্ত্তে গেলাম, কিন্তু আবার বেরুবার কথায় আমার তত ইচ্ছা হচ্ছে না, বিশেষ যে জায়গায় যেতে ওর ইচ্ছা বুঝ্ছি, তাতে মার জন্য আমার বেশী মন কেমন করছে।"

"সেটা ওকে বুঝিয়ে বল। কোথায় যেতে চায় কাকিমা ললিতা ?"

"কাউকে বল্‌তে বারণ করেছে। ওর দাদুর সঙ্গে বৃন্দাবনের বন বেড়ানোর গল্প শুনে আমার খুব লোভ হয়েছিল ; সেই কথা তুলে বলেছে—চল, তোমাকে এই ভাদ্রে সেই বন বেড়িয়ে আনি। ওর কাকাকেও যেতে হবে না, ওর দাদুর যে পাণ্ডা আছে বৃন্দাবনে সে একেবারে দাদুর মতই, সেজন্য কোন ভয় নেই বলে ভরসা দিচ্ছে আমায় —আমার কিন্তু মন সরছে না।"

"ও যে আমার সঙ্গ পর্য্যন্ত এ রকম ভাবে ছেড়ে দেবে, এ আমি

একবারও ভাবিনি কাকিমা। ওর মনের মধ্যে কি একটা আছে সন্দেহ হয় বরাবরই, কিন্তু এবারের মত স্পষ্ট এতদিন বোঝা যায়নি।"

"ওর কাকাও তাই তো আমায় বল্‌ছিলেন যে দেখ্‌লে এই জন্যই আমি এত বেড়ানো ভালবাসি না—মেয়েটার শেষ সেই 'যাযাবর' বুদ্ধিই ঘট্‌লো দেখ্‌ছি। আমাকেই দোষ দিচ্ছেন—তুমিই ও যা বলে তাই করে করে এতখানি করে তুললে। অথচ ও যখন নিজে 'কাকু' বলে ডেকে ওঁরই কাছে এই সব আব্‌দার করবে, তখন নিজেই সুড়্‌ সুড়্‌ করে সেই পথে চল্‌বেন—এখন দোষের বেলায় ভাগী আমি। উনি কি বল্‌ছেন তোকেই বলি—বল্‌ছেন বিয়ের চেষ্টা করলে কেমন হয়? বিয়ের পর চাই কি আবার ও পড়ায় মন টন দিতে পারবে—এরকম ঘর-ছাড়া উড়ো উড়ো মন্‌ থাক্‌বে না—মনের বাঁধন হবে। এ পরামর্শ মন্দ নয়। কি বলিস্‌? আমারও কিন্তু সাধ হচ্ছে।"

শীলা প্রথমে একটু হাসির সহিতই প্রতিবাদভাবে বলিল, "বিয়ের পর পড়ায় মন!—কাকিমা—কি যে বল—" তার পরেই হাসিটা সাম্‌লাইয়া লইল, "তা তোমার ললিতারাণীর সবই বিচিত্র—হ[illegible] পারে—তা বরও কাউকে ঠিক করেছ নাকি তোমরা?"

"না—ঠিক্‌ এমন না—এই একটু ভাবা চিন্তামাত্র!—"

"কাকে ভেবেছ শুনি?"

"এই মোহন? ডাক্তার বাবুর ভাগনে! পড়াশোনাতেও ল পাশ্‌—ওকালতিতে বসেছে, যে রকম চট্‌পটে ছেলে উন্নতি করবে উনি বলেন। এদিকেও বড়লোকের ছেলে—"

শীলা হাসিয়া বলিল, "তা হোক্‌—তবু যদি নিজেদের পছন্দেই বর ঠিক্‌ কর তো কুমুদবাবুকে কর—মোহনকে না!"

"কেন রে? উনি যে বল্লেন কুমুদবাবুর ইচ্ছে—মোহনেরও নাকি খুব—"

"তা জানি তবু বল্‌ছি। ললিতার কাছে কথাটা পেড়ে দ্যাখ না একবার!—"

"বাপ্‌রে, ভয় করে। তুই দেখ্‌না বাপু?—"

শীলা সহসা যেন একটা অদম্য মনোবেগে ধরা ধরা গলায় বলিল, "আমাকে তো সে এখন আর তার কোন' কথায় থাক্‌তে দিতে ইচ্ছুক বলে মনে হচ্চে না কাকিমা। এবার পর্ব্বত যাত্রা থেকেই তার এ ভাবান্তর দেখ্‌ছি, তবু সে সুখী হোক্—তার যেন ভাল হয়, সেইজন্য বল্‌ছি যদি সে বিয়ে করে যেন কুমুদবাবুকেই করে—তোমরাও তাই দিও।"

শেষ ভাগ

১

পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিখ্যাত সহরে শীলা একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভার লইয়া তাহার কর্ত্রীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এম-এ পাশের সঙ্গেই তাহার এই সম্মানের পদটি লাভ হইল। তখন বি-টি পাশের এত অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ছিল না, বিশেষ হেড মিষ্ট্রেসের পক্ষে।

আজ তাহার বড় আনন্দের দিন, ললিতা তাহার কাছে আসিতেছে। ললিতা এই দুই বৎসরের অধিক কাল শীলার সহিত কোন সম্বন্ধ এমন কি পত্রালাপ পর্য্যন্ত রাখে নাই। সেই যে তীর্থযাত্রা হইতে কিছুদিন পরে সে তাহাদের নিকটে বিদায় লয়, সেই সময় হইতে প্রায় তিন বৎসর হইতে চলিল—ললিতা তাহাকে যেন একেবারে ত্যাগ করিয়াই দিয়াছিল। তাহার কাকা সুজনবাবুর মৃত্যুসংবাদ পর্য্যন্ত সে শীলাকে জানায় নাই, পরের মারফৎ সংবাদ পাইয়া শীলা তাহাকে পত্র লেখে—কিন্তু ললিতা সে পত্রেরও উত্তর দেয় নাই। এতখানি বিচ্ছেদ, এতদূর মনোবিপ্লব কি করিয়া সম্ভব হইল, শীলা ভাবিয়া না পাইয়া অভিমানে ও দুঃখে সেও আর ললিতার কোন সংবাদ লইত না। সহসা আজ ললিতার পত্রে এই আনন্দ সংবাদ তাহার সমস্ত দুঃখ ও অভিমানকে ভাসাইয়া লইল। ললিতা শীলার নূতন জীবন ও কার্য্যের আরম্ভে অভিনন্দন জানাইয়া নিজেরও নবজীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহার সহিত একবার মিলিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছে এবং তাহার কাছে পৌছিবার দিন ও সময় পর্য্যন্ত স্থির করিয়া লিখিয়াছে।

শীলা তাহার বসবাসের এলাকাটি যতদূর সম্ভব সংস্কৃত ও সজ্জিত করিবার জন্ম 'জন' খাটাইতে ধোয়া-মোছা করাইতে নিজেই ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতে লাগিল এবং কার্য্যের ফাঁকে ফাঁকে ভাবিতেছিল—ললিতা লিখিয়াছে, সেও নূতন জীবনে প্রবেশ করিবে! সে নূতন জীবন কি আর? শিক্ষার দিকে তো নয়ই, যে জীবন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে সে জীবনে আবার প্রবেশ করিলে কখনই 'নূতন' শব্দ সে প্রয়োগ করিত না। খুব সম্ভব বিবাহ, কিন্তু কাহার সঙ্গে? কুমুদবাবু—অথবা মোহন? বোধ হয় মোহনের সঙ্গেই, কেননা তাহার কাকিমা ও কাকাবাবুর সেইরূপ ইচ্ছাই শীলা বুঝিয়াছিল। মোহন ধনীর সন্তান—তাহাতে কৃতবিদ্য! কুমুদবাবু কলেজে প্রফেসরি করেন, তিনি মোহনের মত ধনী নন্—শিক্ষকতা মাত্র তাঁহার উপজীবিকা! কিন্তু তাঁহার কাছে মোহনবাবু? শীলা নিজ মনেই ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিল!

ললিতা আসিলেই সংবাদ পাওয়া যাইবে, বৃথা এখন সে কেন ভাবিয়া মরিতেছে; শীলা আবার তাহার হস্তের কার্য্যে মনকেও নিবিষ্ট করিয়া সেল্‌ফের উপর বইগুলি পরিপাটি করিয়া সাজাইতে লাগিল। পছন্দ[illegible] বই ক'খানি সম্মুখের দিকে রাখিল, ললিতা আসিলে তাহার সঙ্গে [illegible]তে হইবে; চাকরকে বলিল বৈকালে যেন টেবিলের ফুলদানিটার ফুল ও জল বদ্‌লাইয়া দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পরই ললিতা পৌঁছিবে। পাচককে চা জলখাবার এবং রাত্রের আহারের ব্যবস্থার সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে তাহার দুই একবার মনে হইল—কি জানি ললিতা কি মূর্ত্তিতে আসিবে, যদি বলিয়াই বসে—মাছ মাংস খাই না; যদিও বাহ্যিক ব্যবহার তাহার একরূপই ছিল, কিন্তু শেষের দিকে তাহার কথাবার্ত্তা এবং ধরণধারণ যেন একটা বিপ্লবেরই সূচনার আভাষ দিয়াছে। শীলা চাকরকে ফল মিষ্টান্ন এবং দুগ্ধাদিরও ভাল বন্দোবস্ত রাখিতে আদেশ দিল। তারপর

তীক্ষ্ণ চক্ষে চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কোন খানে কোন ত্রুটি আছে কিনা। নিজের মনের ব্যগ্রতায় নিজের কাছেই এক এক বার লজ্জিতভাবে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল এবং প্রাচীন পদাবলীর দুই-এক লাইন নিজ মনে গাহিতেছিল —

"বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে— দেখা না হইতে পরাণ গেলে।
গগনে উদয় করুক চন্দ্র—মলয় পবন বহুক মন্দ।"

* * *

যথাসময়ে ললিতা আসিল কিন্তু তাহাকে দেখিয়া শীলার মনের উপহাস মনেই মিলাইয়া গেল। এ যেন সেই দেহে অন্য ললিতা। সেই হাস্যচটুলা নর্ত্তনগতিশীলা মুখরা ললিতা যেন এক অসাধারণ গাম্ভীর্য্যময়ী সংযত গতিমতী যুবতী। দেহেরও যেন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ক্ষীণচন্দ্রলেখার মত তাহার অবয়ব এবং ম্লান মুখকান্তির দিকে চাহিয়া সহসা শীলার চোখের কোণ জলে ভরিয়া গেল। শীলা ললিতাকে অন্তরের সহিতই ভালবাসিত। তাহার প্রতি ললিতার ভালবাসা অপেক্ষাও তাহার আকর্ষণ প্রবল ছিল। এতদিন পরে দেখা—তবু সে স্নেহের এতটুকু কমে নাই—বরং অদর্শনে বিচ্ছেদে যেন বাড়িয়াই গিয়াছে।

ললিতা সে চোখের জল দেখিল, দেখিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিল—"তোর স্বাধীন জীবনের খবর পেয়ে পর্য্যন্ত একবার তোকে দেখ্‌বার সাধ হচ্ছিল কিন্তু—কাকিমাকে একা কোথায় রেখে আসি তাই আসা আর ঘট্‌ছিল না। অনেক করে তবে ক'দিনের কড়ারে এসেছি।"

শীলা মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া গেল, ললিতাকে নিকটে পাওয়ার উচ্ছ্বাসে তাহার কাকিমা ও ৺কাকাবাবুর কথা আজ মনে ছিল না, কিন্তু

ললিতা তাহার এই চোখের জলকে যে সেই শোকোদ্ভূত ভাবিল—তাহাতে সে একটু আরাম বোধ করিয়া বিষণ্ণমুখে বলিল, "তাঁর আসা বুঝি সম্ভব হত না ? আমি কিন্তু সব ব্যবস্থাই এখানে করতে পারতাম ভাই। কোথায় তাঁকে রেখে এলি—কার কাছে—?"

"বাড়ীতেই রইলেন—আর কোথায় থাকবেন ? তাঁর ভাবী জামাই তাঁকে দেখাশুনা করবেন এ ক'দিন্ আর কি !"

"ভাবী জামাই ! কে তিনি—কোন্ ভাগ্যবান্—" অতর্কিতে শীলার মুখ হইতে শেষ কথাটুকু বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার অপ্রতিভ হইল। ললিতাও একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া লইয়া উত্তর দিল—

"আর কে—মোহনবাবু !"

"মোহনবাবু ? সে কি—কেন কুমুদবাবু ? তিনি কি—আমার তো মনে হয়েছিল—তিনি কি কোন' প্রস্তাব করেন নি ?" শীলা অশমিত নিশ্বাসে এতগুলি প্রশ্ন করিয়া বসিল।

ললিতা একভাবেই উত্তর দিল, "হ্যাঁ—আমার কাছেই করেছিলেন—কিন্তু ভেবে দেখলাম, কাকিমার আর কেউ নেই—তাঁর কাছে থাকতে হলে ঐ তাঁদের স্থানীয় ব্যক্তি মোহনবাবুকেই—" ধীরে ধীরে তার কণ্ঠ যেন আপনি বুঁজিয়া গেল।

শীলা সতেজে বলিয়া উঠিল, "সে আবার কি ! কাকিমা কি ঐটুকু বুঝলেন না।"

"কি আর বুঝবেন—আমিই বুঝালাম তাঁকে, যদি নিতান্তই তিনি বিয়ে না দিয়ে ক্ষান্ত না হন্ তা হলে তাঁর কাছে কাছেই যাতে থাকতে পারি তাই করাই বরং ভাল—"

"না হয় কুমুদবাবুকেই এই সর্ত্তে রাজী করাতিস্—তিনি বোধ হয় তাতেও রাজী হতেন তোর জন্যে—"

ললিতা একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "নে এখন হাত মুখ ধুই—কিছু খেতে দে, কুমুদবাবু কুমুদবাবু বলে যে ক্ষেপে উঠ্‌লি! তুইই কেন তা হলে কুমুদবাবুকে বিয়ে কর্‌লিনে, এতই যখন তুই তাঁর ভক্ত—"

শীলা আবার অপ্রস্তুতের সঙ্গে ব্যস্তভাবে ললিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাহাকে স্নানাগারের দিকে লইয়া চলিতে চলিতে আদেশপ্রার্থী ভৃত্যকে দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাকে চা জলখাবার আদি ঠিক্ করিতে আদেশ দিল এবং শীলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে—সরবৎ খাবি এখন—না চা? কি তোর অভ্যেস হয়েছে এখন বল?"

"যা দিবি তাই!"

"আচ্ছা আর একটি কথা, মাছমাংস ডিম এসব খাস্‌তো? বদরী থেকে এসে দেখ্‌তাম, কিছু খেতিস্ না এগুলো—সেই ভয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি!"

ললিতা একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—"দাদুর কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকার জন্য আমার যে ওসবে রুচি কম তাতো বোর্ডিংয়েই দেখতিস্! কিন্তু এ নিয়ে হাঙ্গামা কর্‌তেও ভাল বাস্‌তাম না আর—এখন এ তো খেতেই হবে—" হাসিয়া ললিতা শীলার পানে চাহিল, "নূতন জীবনে প্রবেশ কর্‌লে এসব তো অবশ্যম্ভাবী—"

জলযোগাদির পর তাহারা একাসনে প্রায় পরস্পরের গায়ে গায়ে বসিয়া নানা গল্প করিতে লাগিল। ললিতা তাহার নূতন জীবনে প্রবেশের উল্লেখ মাত্রে নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে—তাহা বুঝিয়া শীলা সময়ান্তরের জন্য তাহা রাখিয়া দিয়া এদিক ওদিকের নানা কথা বলিয়া চলিল, "তোর অনাবিলাকে মনে আছে ললিতা? আই-এ পাশ দিয়েই বিয়ে কর্‌তে হল যাকে—আমাদের সঙ্গে বি-এ পড়া কপালে ঘট্‌লোনা বলে যা তার দুঃখ—"

"বিলার কথা বল্‌ছিস তো? চার-পাঁচ বছরের কথাও ভুলে যাব?"

"সেই বিলার শ্বশুরবাড়ী এখানে। তার ননদ আর কে একজন মেয়ে জানি না পড়ে আমার স্কুলে! এখানে আসার তিন-চার দিন পরেই স-স্বামী সে এসে হাজির—কোলে একটি খুকু। আর তার শ্বশুরবাড়ী যে জাঁকাল—সেই প্রাচীনপন্থী সংসারের একটি নিঁখুত আদর্শ; জা ননদ ভাসুর দেওর—শ্বশুর-শাশুড়ীই কয়েক রকমের,—কি বলে দিদিশাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী, জেঠশাশুড়ী, পিস্‌শাশুড়ী ইত্যাদি অথচ মেয়েদের অনেকটা স্বাধীনতার চাল্ আছে—একটু শিক্ষিত ধরণের সকলেই, বাড়ীটিও খুব জাঁকালো—নদীর ওপরেই বোটে করে হাওয়া খেয়ে বেড়ায় ইচ্ছা হলেই! সেই লোভে ক'বারই গিয়েছি—আর জানিসই তো বিলা কি রকম ছিনে জোঁক! তুই এসেছিস শুনে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে, কালই গাড়ী নিয়ে এসে উপস্থিত হবে স-স্বামী কন্যা—অথবা স-শাশুড়ীবর্গ—"

"তুমিই আমায় রক্ষে কর ভাই—'যা ফুরায় দেরে ফুরাতে', সেই কলেজের ভাব নিয়ে এখন আর এই কটা দিন আমায় জ্বালিও না।"

"ও হরি, সে কি শুন্‌তে বাকি আছে? তোর পত্র পেয়ে ভাই স্ফূর্তির চোটে সেই দিনই তার ননদ মেয়েটাকে দিয়ে বিলাকে খবর দিয়ে ফেলেছি যে!"

ললিতা মহাবিরক্তির সহিত বলিল, "বেশ করেছ! কালই আমি পাত্তাড়ি গুটচ্ছি দেখো।"

"তা আর না" বলিয়া শীলা তাহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল; তাহার পরে একটু আব্‌দারের সঙ্গেই বলিল, "কেন তুই অমন করে নিজের মাথাটি খাবি ভাই? আমি মোহনবাবুকে কিছুতেই তোকে দেবনা, ঝগড়া করব সেই বোকা মেয়ে কাকিমাটির সঙ্গে! তাঁর কাছেই না হয় থাকবি তুই—তবু—"

"দূরে থাকেন যে কুমুদবাবু—সে কি করে হবে—"

"কেন হবে না—যো যস্য বন্ধু নহি তস্য দূরং—না কি ভুল হল—

গিরৌ কলাপী গগনে চ মেঘো লক্ষান্তরেঽর্ক সলিলে চ পদ্মম্
দ্বিলক্ষ দূরে কুমুদস্য নাথো—যো যস্য মিত্র নহি তস্য দূরম্।"

ললিতা ঈষৎ বিস্ফারিত-নয়নে শীলার পানে চাহিয়া বলিল, "অত খবর আমি জানিনা ভাই।"

তুমি না জান, আমি জানি—আর এই গুড্ ফ্রাইডের ছুটীর সুযোগে তোকেও জানিয়ে দিচ্চি দাঁড়া। নিমন্ত্রণ করে পাঠাচ্ছি কুমুদবাবুকে—আমরা আবার এক পার্ব্বত্য পথে অভিযান করব, সঙ্গী হবেন তো শীঘ্র আসুন। ছাখ্ কেমন দূরে থাকেন? বল্‌বি বিয়ের কথা? তা না হয় কাকিমা কিছুদিন তোদের কাছে গিয়ে থাক্‌বেন, তোরা কিছু দিন তাঁর কাছে থাক্‌বি, ঘর-জামায়ের মত বেশ তো!"

"কি পাগলামি করিস্ শীলি! আচ্ছা আন তাঁকে নিমন্ত্রণ করে—তোরই সাধুপনা আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি! এও একরকম মজা দেখ্‌ছি! 'যো যস্য মিত্রম্' সেই তার ততদূরে থাক্‌তে চায় যে দেখি! কি অভিমানে নিজেই বা নিজের মনের ক্ষতি কর্‌তে এমন উল্টো পথে চলেছিস্? তিনি বোঝেন নি বলে—না? আচ্ছা ডেকে আন্—আমিই বুঝিয়ে দেব।"

শীলা অপলকনেত্রে ক্ষণেক তাহার পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা দেখা যাক্ কে কাকে কি বোঝায়! বাজী! চল্ এখন খাবি তো! আজ আর রাত্রে ঘুম হবে না, দুটো খাট জোড়া দিয়ে বিছানা পেতেছি—বড় একটা মশারি, কিন্তু—নৈলে গল্পের জুৎ হবে না—চল্ খাবি।"

উভয়ে উঠিয়া পড়িল।

২

সত্যই তাহার পরদিনই তাহাদের সতীর্থা অনাবিলা আসিয়া উপস্থিত হইল—কিন্তু একেবারে একা। বহুদিন পরে সে পাঠ্যাবস্থার বান্ধবীকে দেখিয়া ভাবাধিক্যে একেবারে অস্থির হইয়া ললিতাকেও অস্থির করিয়া তুলিল। মেয়েটি সহজেই যে একটু ভাবপ্রবণা ছিল তাহা শীলা ও ললিতা জানিত।

নানাকথার পর শীলা প্রশ্ন করিল, "আজ যে একেবারে একা? আমাদের ছাত্রীটি—কি নাম তার—তোর ননদ রে—সীতাও এলো না যে? আর তোমার খুকুটা? সেটাই বা কই?"

"আর ভাই তাদের কি টিকি দেখ্‌বার জো আছে—আর এই বিকেলে আস্‌বে? গুরুদেবের সঙ্গে তারা গেছে বোটে নদী বেড়াতে। উনি গেছেন বোটের মাঝি হয়ে। বোট নিয়ে ওপারে চড়ায় গুরুদেবের সঙ্গে তারা ছুটোপাটি খেলে—সেই সন্ধ্যায় ফিরবে। খুকুটা আমায় বলে গেছে—'নতুন মাসিমাকে ধরে নিয়ে এস, আমি যেন বাড়ী এসে দেখ্‌তে পাই'।"

"বলিস্‌ কিরে—এটুকু মেয়েকে ছেলেমেয়েদের হুড়ে জলের ওপর পাঠিয়ে দিয়েছিস্‌—ধন্যি সাহস তোর।"

"ও—সে মেয়ে খুব সেয়ানা। যতক্ষণ নৌক' জলে চল্‌বে গুরুদেবের কোল্‌টি ঘেঁসে বসে থাক্‌বে—তিনি থাক্‌তে কারু অধিকার নেই গুরুদেবের কাছ ঘেঁসে যেতে। তিনিও তেমনি আদর দেন। সব ছেলেমেয়েদেরই অবশ্য তিনি সমান স্নেহ করেন। ও ডাইনি বেশী গায়ে পড়া—তাই—"

"মায়ের মতন আর কি—তাই জিতে যায়। হ্যাঁরে তোদের

গুরুদেবটি তো বেশ তা হলে। এই সব ছেলেপিলের ধকল্ও সহ্য করেন? বুড়ো মানুষ তো? তাতে নিশ্চয় খুব টিকিধারী পণ্ডিত? কার গুরু তিনি?"

অনাবিলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার শ্বশুরদের, দিদিশাশুড়ীর—আমাদের বাড়ী সুদ্ধর তিনি গুরুদেব।"

"বলিস কি? তোর শ্বশুর দিদিশাশুড়ীরও গুরু? বৃদ্ধের অধ্যবসায় তো খুব—তোদের সুদ্ধ গুরু হয়ে পড়েছেন?"

অনাবিল হাসিতেও অনাবিলার শান্তশ্রী মুখের ছবিতে অন্তরও যেন হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সে বলিল, "চল না ভাই তোমরা,—গাড়ী এনেছি—খুকুটা ফিরে এসে তার মাসিদের না পেলে আমায় জ্বালিয়ে খাবে। গুরুদেবকেও দেখ্‌বে তোমরা—তিনি কত বুড় আর কেমন মানুষ!" বলিতে বলিতে যেন মনে মনে শিহরিয়া জিভ্ কাটিয়া অনাবিলা উভয় হস্ত যোড়ভাবে মাথায় ঠেকাইয়া যেন কাহার উদ্দেশে প্রণতি নিবেদন করিল।

শীলা হাসিয়া ফেলিল, "কাকে আবার পেন্নাম করছিস্, আমাদের নাকি? পায়ের ধূলো নে তবে।"

আবার উভয় হস্তে সেইভাবে মস্তক স্পর্শ করিয়া অনাবিলা বলিল, "না ভাই গুরুদেবকে। তাঁকে মানুষ বলে ফেলেছি কথার ঝোঁকে—তাই।"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া শীলা বলিল, "সর্ব্বনাশ! তবে ত আমাদের মত লোকের এখন সেখানে যাওয়াই হতে পারে না। গুরুদেব বুঝি মানুষ নন্? কি বস্তু তবে তিনি? আর তুই কি বস্তু, আর তোর মাথার মধ্যেই বা কি বস্তু ভরা, মস্তিষ্কবিজ্ঞানওয়ালাদের দিয়ে তা একবার পরখ করানো দরকার হয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি। তুই না কলেজে পড়েছিলি?"

অনাবিলা অম্লান মুখে হাসিতে হাসিতে বলিল, "হ্যাঁ আমি তো তুচ্ছ একটা পাশ করেছি কলেজ থেকে মাত্র, আর যাঁরা অনেকগুলাই পাশ করেছেন তাঁরাই—"

"একজন তো তার মধ্যে তোর স্বামী, না? সঙ্গগুণে—বুঝ্লি? তোর ঐ মাথার সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে আর কি বেচারার এই দুর্গতি!"

ললিতা অন্তরে অন্তরে বহুক্ষণই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এইবার যথাসাধ্য সে ভাব দমন করিয়া বলিল, "ভাই বিলা, মাত্র কাল এসেছি শীলির কাছে, কতদিন পরে দেখা—আর দুচার দিন কেটে যাক্, কথাগুলো একটু ফুরুক্ তারপরে যাব ভাই তোদের বাড়ী বেড়াতে! আজ মাপ্ কর্।"

অনাবিলা অমলিন হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে তো তার চেয়েও বেশী দিন পরে দেখা ভাই!"

শীল্লা মনে মনে বলিলেন, "গায়ে পড়াকে পারা ভার।" মুখে সজোরে হাসিয়া বলিল, "ওরে তোর সঙ্গে কি আমাদের কথার পাল্লা চলে রে ভাই? তোরা আমাদের ওপরে হয়ে গেছিস্ যে—আর আমরা ব্যাচিলর পদে আছি এখনও। শীগ্গিরই তোর সঙ্গে এক ডিগ্রীতে উন্নীত হয়ে তখন গলা ধরে সেকথা আর ফুরুবে না—এখন কথা জম্তে দে। সে শুভসংবাদ অতি শীঘ্রই পাবি বুঝ্লি? সেইজন্য দুজনে জোট্ হয়েছি—তোর সঙ্গে এক হয়ে ত্রিবেণী হয়ে যাব এবার।"

অনাবিলা কি বুঝিল বুঝা গেল না—কিন্তু হাসিমুখে বলিল, "যেন খবর পাই শীগ্গির, সেদিনেও কিন্তু যেতে হবে ওখানে আর গুরুদেবকেও দেখে আস্বে।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়।"

অনাবিলা বিদায় লইলে উভয়ে খানিক খুব হাসিয়া লইল, অবশ্য শীলাই হাসিল বেশী। বলিল, "একালের শিক্ষা দীক্ষার মধ্যেও পুরা যুগের সংস্কার আমাদের দেশের লোকের মাথায় কি ভাবে ঢুকে থাকে এরাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যাক্ তোকে একটা কথা ভয়ে ভয়ে বল্‌ছি, ভাগ্যে তুই বিলার বাড়ী যেতে রাজী হলিনে, তা হলে এখনি মহা অপ্রস্তুতে পড়তাম।"

"কেন কার কাছে কি জন্য অপ্রস্তুতে পড়তিস্?"

"কুমুদবাবুর কাছে, তুই এসেছিস্ আর আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই, পুরাতন বন্ধুর স্মরণ করে তিনি যেন আজ বিকেলে আসেন—এই কথা তাঁকে লিখে পাঠিয়েছি সকালে বেহারাকে দিয়ে।"

ললিতা ঘোরতর বিস্ময়ের সহিত বলিল, "সে কি? এখানে তাঁকে কোথায় পেলি?"

"এখানেই এসেছেন তিনি, আমার সঙ্গে দেখাও হয়েছে, তাই তো জোর করে বল্‌ছি রে। তাঁকে ডাকাচ্ছি নিজেই বুঝে নে—আমার কথায় তো বিশ্বাস হবে না!"

ললিতার তখনো যেন বিস্ময় কাটিতে চাহিতেছিল না, বলিল, "তিনি তো পশ্চিমেই থাক্‌তেন জান্‌তাম, এখানে এসেছেন তা হলে? তাই বুঝি তুই এত চেষ্টা করে এখানে চাকরী নিয়েছিস্! 'নহি তস্য দূরম্' ঠিক কথা—কিন্তু আমায় কেন এর মধ্যে জড়াচ্ছিস ভাই?"

"তুমি যে জড়িয়ে আছ মাঝখানে তাঁর—আমি যে ঠিকই জানি ভাই।"

ললিতা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে একটু অভূতপূর্ব্ব ভাবে শীলার পানে চাহিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "শোন্, তোকে আজ আমার একটা অন্তরের অতি সত্য কথা জানাচ্ছি—হয়ত বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বি না,—

না পারিস্ তবুও তোকে আজ আমি বল্‌ব। আমার এসব কেমন আর ভাল লাগে না, কি রকম বিশ্রী ঠেকে। মনে হয় এই সব অনাবশ্যক জঞ্জালে মানুষ নিজেকে মিছামিছি জড়িয়ে ফেলে মাত্র। ভালবাসা শুন্‌তেই ভাল, কিন্তু কি ওর ভেতরে আছে তা আমি এখনো বুঝে উঠ্‌তে পারি না। মনের এ ঝোঁক মাত্র একটা, তাও কিন্তু চিরদিন থাকে না। একজনকে একজন পছন্দ কর্‌লে, তারপরে তার ওপর মনের ঝোঁক চড়াতে লাগ্‌লো—এই তো এইসব ভালবাসার ইতিহাস। এ নিয়ে কেন এত হাঙ্গাম! জীবন কাটাবার জন্য যদি নিতান্তই বিয়ে কর্‌তে হয়—চিরদিনের যারা আত্মীয় তাদের সুখ সুবিধে বুঝে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে এ সম্বন্ধটি ঘটে যায় সেই ভাল। ভাগ্যে তা যদি না ঘটে—তোর মত এই রকম জীবনই কি সবচেয়ে ভাল না?"

স্তম্ভিতভাবে শীলা ললিতার এই কথাগুলি শুনিয়া গেল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, "আচ্ছা ঐ যে বল্‌লি মনের ঝোঁক! তুই কি জীবনে এমন ঝোঁক্ কখনো অনুভব করিস্ নি, যার কাছে আর সবই তুচ্ছ বোধ হয়?"

"না—বড় হয়ে পর্য্যন্ত আর না—বরং ছোটবেলায় ঐ রকম একটা ঝোঁক মনের মধ্যে বহুকাল স্থান নিয়েছিল, মিছামিছি, সে একটা খেয়াল মাত্রই এখন মনে হয়।" বলিতে বলিতে ললিতা অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিল।

শীলা সাগ্রহে বলিল, "কি ঝোঁক ভাই—কি সে কথা আমায় বল্‌বি না? আমারো অনেক সময়ে সন্দেহ হয়েছে—তোর মনে কিছু একটা আছে, কিন্তু কখনো তো কিছু বলিস্ নি!"

"বলবার মত এমন কথা কিছু তো সে নয়; একটা ভাল জিনিষ ভাল লাগার আকর্ষণ মাত্র, তার পরে সে বস্তু খুঁজে পাবার—দেখ্‌বার,

জান্‌বার জন্য কেবলি ঝোঁক—কিন্তু তা না পেয়ে পেয়ে এখন মনে হয় মনের সেই ঝোঁক লাগা ধর্ম্মটাই আমার মরে গেছে, আর সে ভালই হয়েছে; তাই অন্যের এই ঝোঁকের কথা শুন্‌লেই আমার হাসি আসে—সময় সময় বিরক্তি লাগে, মনে হয় মানুষকে সুখস্বস্তি থেকে নষ্ট কর্‌তে অমন আর দুটি বস্তু নেই। যাকে বলে—'সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোনো'।"

"তা মান্‌ছি, আর এই ভূতের কিল খাওয়াই মানুষের মনের, আর তার হৃদয়ের সহজ স্বভাব।".

"এ স্বভাবের কিল যে খাচ্চে সে কিল্ সে থাক্, কিন্তু অন্যে যেন সাধে সুখে খুঁচিয়ে এই ঘা না করতে যায়—এই আমার মত্।"

"সাধে কি করে ভাই, ঐ ভূতেই করায়—তোর ভাষায় বল্‌তে হয়। অতঃপর কর্ত্তব্য কি তাই বল্?"

"কিছুই না, কুমুদবাবুকে ডেকেছ—বেশ, আমরা দেখা করব গল্প করব—কাকাবাবু চলে গেছেন তা কি জানেন তিনি?"

"হ্যাঁ তোমার সব খবরই রাখেন।"

ললিতা চুপ করিয়া রহিল।

কুমুদবাবু আসিলেন, দেখা হইল; নানা গল্প আলোচনার মধ্যে শীলার কথাগুলি কেবলি ললিতার মনে আসিয়া ক্ষোভ আসিতেছিল। এই তো মানুষে মানুষের দিব্য কথাবার্ত্তা আলাপ আপ্যায়নে ভদ্রতা ও সৌহৃদ্য সমস্তই অনুভব করিয়া সুখী হইতে পারে, ইহার মধ্যে অসুখী হইবার জন্যই তাহাদের এত ঝোঁক কেন? মানুষের অদৃষ্টেরই পরিহাস ইহা বলিতে হইবে। যদি শীলার কথা সত্য হয়—কিন্তু কুমুদবাবু অতি ভদ্রলোক এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কি সুন্দর তাঁহার কথাবার্ত্তা, ব্যবহার এবং সংযত গম্ভীর ভাব। ললিতার তাঁহাকে নূতন করিয়া বেশ ভাল

লাগিল। তখনি নিজের এই ভাললাগাটুকুকে বিশ্লেষণ করিয়া ভাবিল —এইটুকু হইতেই কি লোকে অতখানি কাণ্ড করিয়া তুলে? কখনই নয়! সে বস্তু নিশ্চয় অন্য কিছু!

কয়েকদিন কাটার পর ললিতা বলিল, "চল্, এইবার বিলার বাড়ী বেড়িয়ে আসি; কাকিমার চিঠি দেখ্‌লি তো, আর দেরী কর্‌লে তিনিই এখানে চলে আস্‌বেন বলে শাসিয়েছেন।"

"আমি তো লিখেও দিলাম যে এই লোভেই দেরী করাব তোকে।"

"অনর্থক তাঁকে উৎপীড়ন করা মাত্র—চল্ বিলার বাড়ী।" কিন্তু যাবার আগেই আবার বিলার লোক চিঠি লইয়া আসিল। "ভাই তোমরা এলে না? আমাদের একেবারে অবসর নেই তাই এতদিন যাই নি। শীলা, ভাই সেদিন যে আমাদের গুরুদেব কি রকম জিজ্ঞাসা করেছিলে তাও তো দেখ্‌লে না? এইবার তিনি চলে যাচ্চেন।"

শীলা বলিল, "চল্ আজই এখনি যাই—দেখি তাদের গুরুটি কি বস্তু।"

"ক্ষেপেছিস্? যেতে দে গুরুচন্দ্রকে! ঐ হাঙ্গামের মধ্যে মানুষ সাধ করে আবার যাবে? দুদিন পরেই যাওয়া যাবে।"

কিন্তু শীলার ঔৎসুক্যে এবং নিজেরও বাড়ী ফিরিবার তাগিদে বেশী দেরী করাও চলিল না, তাই পরদিনই তাহারা প্রাক্তন বান্ধবীর সহিত দেখা করিতে চলিল।

প্রকাণ্ড বাড়ী—দুই একজন চাকর দাসীরা মাত্র অভ্যর্থনা করিল, বাড়ীর লোক কেহই উপস্থিত নাই, সদ্য যেন তাহারা কোথায় গিয়াছে। শীলা বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিতেই তাহারা একযোগে করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আজ যে গুরুদেব চলে যাচ্চেন, তাই তাঁকে তুলে দিতে সবাই নদীর ঘাটে গেছেন! বাবা আজ চলে গেলেন গো—সব 'শোন্য' করে,—" বলিতে বলিতে কেহ কেহ চক্ষের জলও মুছিতে লাগিল।

ললিতা তাহাদের রোদন রক্ত চক্ষের দিকে বিস্মিত ভাবে চাহিয়াছিল, শীলার বাক্যে তাহাকে বাধা দিতে হইল।

শীলা বলিতেছে, "তোমাদের এই ঘাটেই তো নৌকয় উঠ্ছেন? চলতো ঝি আমাদের সঙ্গে।"

"দর্শন করবেন বুঝি? আহা আজ এলেন! ঝি চাকররাই কি সব বাড়ীতে আছে? যতক্ষণ বাবার দর্শন মেলে সেই 'ছিচরণে' পড়ে আছে,—আহা কি দয়া আমাদের ওপরেও,—চল পৌছে দি আপনাদের—"

ললিতা শীলার হাত ধরিয়া টানায় অগত্যা সে নিরস্ত হইয়া বলিল, "থাক্ ঝি, তুমি কাজে যাও, তারা বাড়ী আসুন ততক্ষণ আমরা বসি।"

"তা হলে বাবার ঐ 'শোন্থ' ঘরেই বসুন। ঐ দেখুন বাবার ছবি—আহা যেন মহাপ্রভু।" শীলা ও ললিতা প্রকাণ্ড গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল গৃহের মধ্যস্থলে লোহিত কম্বলের আস্তরণের উপর স্তূপাকারে ফুল ও মালা পড়িয়া রহিয়াছে, অগুরু ও ধূপের গন্ধে তখনো গৃহটি আমোদিত। যেন সত্ত পূজা লইয়া কোন দেবতা অন্তর্হিত হইয়াছেন,—নিস্তব্ধ গৃহটি মূক—বিষাদাচ্ছন্ন! সম্মুখেই প্রকাণ্ড তৈলচিত্র—গৈরিক বসন পরিহিত এক অপূর্ব্ব-দর্শন উদাসীন দণ্ডহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। ললিতা সেই দিকে দৃষ্টিপাতের সঙ্গে যেন পাথরের মত জমিয়া গেল, কে ইনি ?—কে ?—হ্যাঁ—ইনি তিনিই তো,—দীর্ঘ দশ বৎসর পরে—তবু বেশ চেনা যাইতেছে—।

"ঝি তোমাদের ঘাটের পথ কোন্ দিকে—কোন্ দিক্ দিয়ে যেতে হবে ?—কোন্ দিকে ?"

"ওঁদিকে নয় মা এই দিকে—চলুন,—আহা আর কি দর্শন পাবেন—বোট হয়ত ছেড়ে দিয়েছে—"

ঘাটের উপর রথের লোক। কান্নায় সকলে যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে. নদীগর্ভে জলযানের উপরে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব প্রসন্ন মূর্ত্তি—এক হাতে দণ্ড —অন্য হাত তুলিয়া তীরস্থ সকলকে যেন আশ্বাস ও প্রবোধ দিতেছেন, বিশাল অরুণবর্ণ নয়ন দুটি যেন সমবেদনার করুণায় অশ্রুপূর্ণ! তুমুল হরিধ্বনির মধ্যে বোট খুলিয়া গেল। সে ধ্বনি যেন একটা একতান উচ্চ রোদন ধ্বনি।

যেখানে নারীদল দাঁড়াইয়া ললিতা গিয়া একেবারে সেই দিকে ছুটিয়া অনাবিলার ঘাড়ের উপর পড়িল। "বিল্লা—বিলা—একখানা নৌক' —একটা ডিঙ্গি—যাহোক্ কিছু একটা—"

অনাবিলা অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি নদীগর্ভ হইতে ফিরাইয়া রোদনের অবরোধ প্রয়াসে বস্ত্র বাধা মুখ হইতে সরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আজ এমন সময়ে এলে ললিতা? প্রভু যে আমাদের বিজয় করলেন—কি দেখ্‌তে এলে?" তাহার বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই নারীবৃন্দের রুদ্ধশোকোচ্ছ্বাসে যেন একটা নাড়া পড়িয়া 'হু হু' শব্দে তাহাদের সে বেগকে মুক্ত করিয়া দিল।

শীলা অবাক্ হইয়া সকলকে দেখিতে ও তাহাদের কথা শুনিতেছিল, তাহাকে ততোধিক অবাক হইতে হইল যখন দেখিল ললিতা অনাবিলাকে পুনঃ পুনঃ নাড়া দিয়া বলিতেছে, "একখানা ডিঙ্গী—একখানা যা কিছু হোক্—"

"চরণ স্পর্শ করবে? কোথায় পাব এখন আর নৌক',—দেখ্‌ছো না ওঁর সঙ্গে ক'খানা নৌক' চলছে ওঁকে ষ্টেশনে পৌছে দিতে। পুরুষরা সবাই গেছেন, আচ্ছা একটু দাঁড়াও, একটু পরেই ছেলে মেয়েগুলোকে ফিরিয়ে আনবে হয়ত একখানা নৌক'—সেইটাতেই না হয় যেও—কিন্তু অনেক দূর চলে যাবে তখন বোট, ধরুতে পারবে কি আর!"

"যাহোক্ একটা—ঐ যে একটি নৌক' যাচ্ছে ওকেই ডাকাও—এই মাঝি—মাঝি—"

"থাম'—ওটা জেলে ডিঙ্গি—দেখি আমি চেষ্টা—"

অনতিদূরে কয়েকজন অনুচর ধরণের লোক দাঁড়াইয়া ছিল—ইঙ্গিতে তাহাদের মধ্যের একজনকে ডাকিয়া অনাবিলা বলিল, "শীগ্‌গির গাড়ী আন্‌তে বল ঘাটের ধারে, এঁকে গাড়ী করে পারঘাটায় নিয়ে গিয়ে একটা নৌক' করে শীগ্‌গির প্রভুর বোট ধরে এঁকে তাঁর পাদপদ্মে পৌছে দাও, সঙ্গে যাবে আসবে তুমি, কোন ঝি সঙ্গে নিতে বলেন নেবে—গাড়ী বোধ হয় জোতাই আছে, শীগ্‌গির যাও তুমি সিং।"

"যো হুকুম বহুমায়জী!" সে লোকটি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ায় দেখিয়া ললিতাও তাহার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "দেরী হবে,—চল তোমার সঙ্গেই যাব আমি; গাড়ী কই?"—ললিতাকে ঐ ভাবে চলিতে দেখিয়া যন্ত্রের মত শীলাও তাহার পশ্চাদ্ অনুসরণ করিতে করিতে বলিল, "একি করছিস্ লতি—দাঁড়া একটু, আমিও যাই তোর সঙ্গে।"

"আয়" বলিয়া ললিতা গতির মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল।

হয়ত সকলে কি পরমাশ্চর্য্য ভাবেই তাহাদের দেখিতেছে ভাবিয়া শীলা একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল কেহই তাহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না—সকলেরই দৃষ্টি নদীগর্ভে, দূর হইতেও নৌকাস্থ অরুণ বস্ত্রের আভা পড়ন্ত রৌদ্রে আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল সেই দিকেই সকলে চাহিয়া আছে। এ ঘটনা যেন কিছু আশ্চর্য্যের নয় এমনি একটা উপেক্ষার ভাব সেই জনতার মধ্যে অনুভব করিয়া শীলার লজ্জার বেগটা যেন কিছু প্রশমিত হইল।

৩

ছোট নৌকাখানি গিয়া বোটের গায়ে ভিড়িতে না ভিড়িতে শীলা দেখিল তাহাদের বান্ধবীর স্বামী—অগ্রসর হইয়া সসম্মানে তাহাদের আহ্বান করিতেছেন। বোটে উঠিতে লজ্জায় তাহার পা কাঁপিতেছিল —ললিতা কিন্তু চক্ষে কেবল অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টি লইয়া স্থির ভাবে তাহার অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে। বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চকিতে শীলা উপবিষ্ট ভদ্রলোকগুলির পানে চাহিয়া দেখিল—তাহাদের মুখেও এমন কোন' বিস্ময়ের ভাব নাই—বরং যেন একটা সহানুভূতিতেই সকলে তাহাদের প্রবেশ পথ দিবার জন্য সরিয়া সরিয়া বসিতেছে। শীলার পরিচয়টাও যেন অস্ফুট গুঞ্জনে তাহাদের মধ্যে প্রচার হইয়া গেল।

সম্মুখে লোহিত কম্বলাসনে উপবিষ্ট সেই মূর্ত্তি, যাহা তাহারা চিত্রে এবং নদীর গর্ভে নৌকার উপর দণ্ডায়মান দেখিয়াছিল। তাহারা কিছু করিবার বা বলিবার পূর্ব্বেই এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতাভরা কণ্ঠে উপবিষ্ট মহাত্মা তাহাদের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এমন করে [illegible]' চালিয়ে আপনারা আসছিলেন যে আমাদের প্রতিক্ষণেই ভয় [illegible]চ্ছল। মাঝি বা সঙ্গের লোককে দিয়ে আমাদের থাম্‌বার ইঙ্গিত কর্‌লেন না কেন? এমন করে আসা বিশেষ এই প্রবলা নদীর স্রোত কা[illegible]য়ে— বড়ই বিপজ্জনক—"

সাধুর কথা শেষ হইতেই অনাবিলার স্বামী যোড়হস্তে বলিল, "আজ্ঞে আমরা বোট আস্তেই চালিয়েছিলাম, ওঁরা এইখানেই আস্‌তে চান্‌ বুঝ্‌তে পারার সঙ্গে সঙ্গেই—"

ততক্ষণে শীলা অবশ ভাবে—সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতে নয় সাধুর চরণোদ্দেশে নত হইয়া পড়িয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে ললিতাও। প্রশান্ত স্নিগ্ধ

দৃষ্টিতে সাধু তাহাদের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাহারা প্রণাম সারিয়া মুখ তুলিতেই আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলেন। "জয়ন্ত, বসুন ঐ সতরঞ্চিটার উপরে। কেন আপনারা এমন করে এলেন? আপনার পরিচয় শুনলাম। আপনি এমন করে আসছেন আমাদের মত ফকির লোক্‌কে দেখ্‌তে—এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। বরং আপনাদেরই আমাদের দর্শন কর্‌বার কথা, আপনারা বাংলার মেয়েদের গৌরবের স্থল। পথের উদ্বেগে এখনো আপনারা কাঁপছেন দেখ্‌ছি, স্থির হয়ে আগে একটু বসুন, পরে কথাবার্ত্তা হবে।"

সকলে পূর্ব্বেই তাহাদের আসন অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল, উভয়ে বসিয়া পড়িল; সাধুর বাক্যে শীলা নিজের কাছেই যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িতেছিল;—সে তো তাঁহাকে দেখিতে এমন করিয়া ছুটিয়া আসে নাই,—সে আসিয়াছে ললিতার মাত্র অনুবর্ত্তী হইয়া, কিন্তু সে কথার আভাসমাত্রও প্রকাশ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না—! পূর্ব্বের বিস্ময় বিরক্ত ভাব গিয়া এখন এইরূপে আসার যেন একটা সার্থকতার ভাবই তাহার অজ্ঞাতে অন্তরে অনুভূত হইতেছিল। তবু সে ললিতার পানে চাহিল যদি সে কিছু বলে, কিন্তু তাহার সেরূপ কোন' লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। স্থিরদৃষ্টিতে সে কেবল সাধুকে দেখিতেছে মাত্র। অগত্যা শীলাই প্রথমে কথা কহিল—অনাবিলার স্বামীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এঁর স্ত্রী আমাদের সহপাঠী! তিনি পূর্ব্বেই সংবাদ দিয়েছিলেন, দুর্ভাগ্য আমাদের—আমরা সময় করে উঠ্‌তে পারি নি।"

"কি করে পার্‌বেন—কত বড় কাজ আপনার হাতে—"

"এই ইনি—আমার বন্ধু ললিতা দেবীও আপনাকে দর্শন কর্‌বার জন্য খুব ব্যগ্র হওয়ায়—অনাবিলার সাহায্যে আমরা এই ভাবে আস্‌তে পেরেছি। ললিতা দেবী—"

তুমি থাক ? না—অনাবিলার বন্ধু তুমি নূতন এসেছ শুন্‌লাম, বোধ হচ্চে, ওঁরই অতিথিভাবে ?"

অল্প মুখ তুলিয়া একটু যেন হাসিয়া ললিতা উত্তর দিল, "সবই ভুলে গেছেন, দাদামশায় তো আপনাকে বলেছিলেন আমার বাপ মা কেউ নেই, এক কাকা অভিভাবক ছিলেন তিনিও চলে গেছেন।"

ক্ষণকাল সকলেই নিস্তব্ধ রহিল। সাধু আবার কথা কহিলেন, "এখন কি ওঁর মতই সম্মানের কার্য্যে নিজেকে নিয়োগ করেছেন ?"

"না আমার এম-এ পাশ হয়নি। আপনাকে যে এই রকম লোকালয়ে জনতার মধ্যে এভাবে দেখ্‌ব এ কিন্তু স্বপ্নেও মনে করিনি। বৃন্দাবনের কোন গভীর বনে কিম্বা কোন পাহাড়ে পর্ব্বতে কোথাও লুকিয়ে না জানি কি তপস্যাই করছেন আপনি—এই মনে করেছি এতদিন।

"অথচ আমায় দেখ্‌লেন গুরুগিরি ব্যবসায় লোকের মাথায় পা দিয়ে ফির্‌তে—না ? অদৃষ্টের এই এক দুরন্ত পরিহাস।"

সকলে কুণ্ঠিতভাবে পরস্পরের দিকে চাহিল, উত্তর দিতেও যেন কাহারো সাহস হইতেছে না—কেবল অনাবিলার বৃদ্ধ দাদাশ্বশুর সাধুর পাদ সন্নিধানে একটু সরিয়া গিয়া যোড়হস্তে বলিলেন, "প্রভু! বৃন্দাবনে আমায় পরম কৃপা করে সাহস বাড়ান,—তাই আপনার বাংলা ভ্রমণের সুযোগে আমার ঘরদ্বার আমার সংসার—এমন কি আমার জন্ম পর্য্যন্ত সফল হল বলে আজ মনে কর্‌ছি। আপনি ব্যবসা কর্‌ছেন! আপনি একথা ভাব্‌লে আমরা যে আত্মগ্লানিতে মরে যাব।" বলিতে বলিতে মনের আন্তরিকতায় বৃদ্ধ দুই হস্তে নিজের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। আর একজন ক্ষুন্নকণ্ঠে প্রতিবাদের ভাবে মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আপনারা আত্মারাম, আপনারা যে ঘরে এসে আমাদের দর্শন দেন এও আপনাদের করুণা,—'বসন্ত বল্লোকহিতং চরন্তং',—আপনারা—"

এক হস্ত সন্ত্রস্ত বৃদ্ধের পৃষ্ঠে সান্ত্বনার ভাবে রাখিয়া এবং অন্য হস্তের ইঙ্গিতে বক্তাকে নিবারণ করিয়া সাধু ললিতার প্রতি তাহার অক্ষুন্ন প্রশান্ত দৃষ্টিপাতে যেন শান্ত করিবার ইচ্ছাই বর্ষণ করিয়া বলিলেন—

"আপনার মনের আদর্শ খুব উচ্চ, কিন্তু শান্তি পান্‌নি জীবনে বেশ মনে হচ্চে!—এখন কি কর্‌বেন স্থির করেছেন? আপনার আত্মীয়-হীনতার সংবাদে ব্যথিত হলাম।"

"আমার মনের আদর্শের কথাই এখানে ওঠে না, আমি যে বাল্যকালে আপনাকে ঐ ভাবেরই পথিক দেখেছি আর তাই আমার চিন্তারও আদর্শ হয়ে আছে। এখন আপনি আবার কোথায় যাচ্চেন? আপনার বৃন্দাবনে?"

"আমার বৃন্দাবন? আপনার শুভ বাক্যই সার্থক হোক। কোথায় যাচ্চি জানি না—অদৃষ্ট যেখানে নিয়ে যাবে।"

ললিতা অবিশ্বাসের ঈষৎ হাসি হাসিয়া বলিল, "এসব কথা তো লোককে ঠকানোর জন্য,—পাছে তারা কেউ আপনার পিছনে আবার ধাওয়া করে, তাই সত্য কথা বল্‌বেন না।"

শীলা লজ্জায় অধোবদন এবং অন্যান্য সকলেই ললিতার এই ধৃষ্টতায় কুন্ঠিত বিব্রত, কিন্তু উদাসীন স্নিগ্ধ হাস্যে সকলের কুণ্ঠাই যেন নাশ করিয়া বলিলেন, "তাই যদি মনে করেন তবে তাই সত্য; কিন্তু আমি ভাব্‌ছি আপনাদের তো আবার ফিরে যেতে হবে ঐ নৌকা করেই। ষ্টেশন পর্য্যন্ত তো যাওয়া হতে পারে না, তা হলে এই বোটেই ফিরতে পারতেন! এই দুরন্ত নদী, তাতে সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে, আর দেরী কর্‌বেন না আপনারা,—আসুন এইবার।" শীলার পানেও চাহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আমার সসম্মান নমস্কার নেন্—কত যে সুখী হলাম আপনাদের দেখে, এখন আসুন তবে—বেলা যাচ্চে।"

প্রণাম করিয়া শীলা উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে শুনিল—ললিতার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ আবার উচ্চারণ করিতেছে—"তখন আপনি লোককে ভয় করে বনে বনে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতেন—এখনো কি সে ভয় আপনার আছে ?"

"না,—সে ভয় আমার অভয়দাতা দূর করেছেন,—যখন ইচ্ছা আপনারা দর্শন দিতে পারেন আমাকে। এখন আসুন—শান্তিদাতা আপনাকে শান্তিদান করুন।"

৪

নিজের একটা অভিভূত ভাব কাটিতে শীলারও ক্ষণেক সময় লাগিল। তারপরে সে যেন প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়া ললিতার পানে চাহিয়া বলিল, "এই বুঝি তোর সেই না-বলা কথা ? লুকানো কথা ? —তবে 'বলবার মত কিছু নয়' কেন বলেছিলি ?"

তাহারা তখনও নদীর উপরে—নৌকার মধ্যে বসিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে তখন জল স্থল ছাইয়া ফেলিয়াছে। সেই অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত জলরাশির পানে চাহিয়া ললিতা মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, "বল্‌বারই বা এমন কি কথা ? এমন ঘটনা কি দৈবাৎ ঘটে না মানুষের জীবনে ?"

"কিন্তু এরকম ব্যক্তির সঙ্গে সম্মিলন জগতে সাধারণ ঘটনা নয় ললিতা, এইটুকুতেই এটুকু অন্ততঃ আমি বুঝ্‌ছি। তুই যে কালই মানুষের জীবনের যে ঝোঁকের কথা বলে ঠাট্টা করেছিস, নিজে যে আজ তার চূড়ান্ত দেখালি তা বুঝ্‌তে পারছিস ? শুধু আজ বলে নয়—

এই তিন বৎসর যে পড়লি না—আর যা করে বেড়িয়েছিস্ তারও তো একটু আভাস পেলাম! এই ঝোঁকেতেই তা হলে জীবনের আর কোন ঝোঁক্‌কে চিনিস্‌নি!"

অন্ধকারের মধ্য হইতে ললিতার মৃদু উত্তর আসিল, "হবে।"

"কিন্তু এ ঝোঁকে এপক্ষে চল্‌লে তো হবে না লতি, এতো পথ নয়—একেবারে পথরোধকারী দুর্ভেদ্য পর্ব্বতের সাম্‌নাসাম্‌নি হওয়া যে। এ চল্‌বে না—এ পথ থেকে তোকে ফির্‌তে হবে, নইলে নিজেকে ছারখার করে ফেল্‌বি—যেমন ফেল্‌বার উদ্যোগ করে তুলেছিস্। চল্, আমিও তোর সঙ্গে কাকিমার কাছে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেল্‌ছি। সাম্‌নে ছুটিও আছে আমার।"

"বেশ!"

"বেশ নয়, এ কর্‌তেই হবে। ওঠ্, নৌকা তীরে লেগেছে!"

"কই তীর—অন্ধকার যে—ওঃ।" শীলা ললিতার হাত ধরিয়া বুঝিল ললিতার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছে। দৃঢ়হস্তে শীলা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

* * *

কাকিমা বলিলেন, "শীলা তো চলে গেল কিন্তু আচ্ছা ভাব্‌নায় ফেলে গেল আমাকে। আমি তো বাপু আর ওদের চোখের সুমুখে এখন থাক্‌তে পার্‌ব না। রাজেনবাবু মনে কর্‌বেন উনি নেই বলেই আমি এমন কাজ কর্‌তে পার্‌লাম। আর মোহন—না, চল্ বাপু—এখান থেকে কোথাও পালাই কিছুদিনের মত—"

ললিতা সাগ্রহে বলিল, "তাই চল কাকিমা", তারপরে দৃষ্টি নত করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "কোথায় যাবে?"

"কোথায় যাব? সে আমি কি জানি—তোরাই জানিস্।"

ললিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া কিছুক্ষণ পরে কাকিমাই বলিলেন, "শীলির কাছেই চল্ না হয়।"

"না—"

"তবে কোথায় যাবি ?"

"কল্‌কাতাতেই থাকিগে চল—'এম-এ'-টাও পড়ার চেষ্টা দেখিগে এবার।"

কাকিমা হতবুদ্ধি ভাবে তাহার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আমাকে কি তোরা পাগল করবি নাকি ? উনি চলে গেলেন—কোথায় আমায় শান্তি স্বস্তি দেবার চেষ্টা করবি, না, এই রকম করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবি ? শীলা বুঝুলে মোহনের সঙ্গে বিয়ে হলে সুখী হবি না,—সে তোর উপযুক্ত পাত্রও নয়!—কেন নয়—কিসে নয়, তাও বুঝলাম না,—তবু তোরও মৌন সম্মতি দেখে তাঁর এতদিনের বন্ধুত্ব—কথা দেওয়ার ভদ্রতা, মনুষ্যত্ব—সব ছেড়ে দিয়ে তোরা যা বুঝালি তাই বুঝতে চেষ্টা করলাম। এখন যেখানে যাবি চল্—তারপরে কুমুদবাবুকে বলা-কওয়া যা করবার শীলিই করবে বলে গেল, কুমুদ নিশ্চয় আসবে কিম্বা পত্র লিখবে—তার পরে বিয়ের একটা দিন স্থির করে উদ্যোগপত্তর করতে হবে—এই তো জানি। এর মধ্যে এম-এ পড়ার হুজুগ চাপলো মেয়ের মনে এই তিন বৎসর পরে! তাঁর কত সাধ ছিল মেয়ে এম্-এ পাশ তো করবেই—তারপরেও যদি কিছু বলে তাও করব,—মেয়ে ইউরোপ যেতে চায় তাই পাঠাব। মেয়ে সে সব কিছুই করলেন না—এই তিন বৎসর ভেরেণ্ডা ভেজে এখন না হয় বিয়েই কর্—তাঁর শেষ যা আদেশ,—তাও নয়—আবার এম্-এর ধুম! তার মানে কিছুই করবি না আর কি!"

ললিতা নতমস্তকে কাকিমার এই সক্ষোভ তীব্র তিরস্কার সহ্য করিয়া গেল, তারপরে ম্লান মুখে দুই চোখে জল ভরিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল,

"পড়ব এইমাত্র তো বলেছি কাকিমা, তুমি আর যা কর্‌বার কর, তাতে আমার পড়া আট্‌কাবে না। কাকুর সব সাধ নষ্ট করেছি আমি জানি তা, শেষে এই বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা তাঁর, এটা আমার দোষেই অগত্যা করে গেছেন। এটাও হোক্—আর তাঁর আদত সাধও আমি যাতে পুরাতে পারি সেই আশীর্ব্বাদ আমাকে কর। তিনি স্বর্গ থেকে দেখে সুখী হবেন এখনো।" ললিতার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে দেখিয়া কাকিমা অত্যন্ত নরম হইয়া গেলেন। আর একটি কথাও না কহিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইতেই ললিতার চোখের ধারা আরও বাড়িয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে ললিতা শান্ত হইলে বলিলেন, "কল্‌কাতায় যাবারই উদ্যোগ করা যাক্—এখানে মোহনদের সাম্‌নে কুমুদ আস্‌তেই হয়ত চাইবেন না। না জেনে এলেও শেষে লজ্জিত হবেন ওদের কাছে, রাগ কর্‌বেন হয়ত আমাদের ওপর। তার চেয়ে চল্ কল্‌কাতাতেই যাই—শীলিকে লিখে দে একথা।"

"আচ্ছা।"

তাঁহার নির্দ্দেশমত এসব কাজ যথাযথ নিষ্পন্ন হইল বটে, কিন্তু আসল কথাটারই কি ব্যবস্থা হইল কাকিমা তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কুমুদ আসিলেন, দুই-তিন দিন তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া ললিতার সহিত অনেক কথাবার্ত্তাও কহিলেন, কিন্তু কাকিমা দেখিয়া শুনিয়া ক্রমেই অধিকতর হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। তাহাদের কথাবার্ত্তা কেবলই শিক্ষা বিষয়ক। ললিতার কোন্ বিষয়

লইলে এম-এর পক্ষে সুবিধা হইবে কুমুদ তাহা স্থির করিয়া দিলেন, পরীক্ষা শেষ হইলে পরে ললিতা যাহা অধ্যয়ন করিবে তাহার বিষয়েও পরামর্শ হইল। ইউরোপের কোন্ দেশে কোন্ কলেজে পাঠ সে বিষয়ের অনুকূল সে সম্বন্ধে অনেক গল্প ও গবেষণা কাকিমা কুমুদের মুখে শুনিলেন; কিন্তু আর কোন প্রস্তাব বা কথাবার্ত্তার আভাসও তিনি বুঝিতে না পারিয়া ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন। শেষে যখন কুমুদের যাওয়ার দিন এবং সময় স্থির হইয়া গেল এবং কুমুদ তাহাকে প্রণাম করিয়া বিদায়ের জন্যও দাঁড়াইল তখন আর তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাবা,—সেকালে নিয়ম ছিল বটে যে কন্যাপক্ষই আগে প্রস্তাব কর্‌বে, প্রার্থনা জানাবে, কিন্তু এখন ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হয়ে ওঠায় সে নিয়ম তো আর নেই, এখন ছেলে-মেয়েরা নিজেরাই সে বিষয়ে স্থির করে, পরে অভিভাবকদের জানায়! কিন্তু তোমরা কি স্থির কর্‌লে, কিছুই তো আমাকে জানালে না!"

কুমুদের গম্ভীর মুখ মুহূর্ত্তে কেমন একপ্রকার বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সে একবার মাত্র কাকিমার মুখের পানে চাহিয়াই মাথা নামাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি তা জানেন বলেই আমার ধারণা ছিল কাকিমা। ললিতা দেবী এখন মনোবিজ্ঞানের ও দর্শনের বিষয়ে 'অনার্' নিয়ে এম-এ পড়ার জন্য তৈরী হবেন, তারপরে তাঁর কাকার যা সাধ ছিল—ইউরোপে গিয়ে পড়ে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করা, সে বিষয়েও তাঁর খুব উৎসাহ আছে। যাক্ সে পরের কথা—এখন আপাততঃ—"

কাকিমা যেন বাক্যহারা হইয়া যাইতেছিলেন, অতি কষ্টে কেবল উচ্চারণ করিলেন, "একথা তো আমিও জানি, কিন্তু এর জন্যই কি শীলা এত কথা বলে গেল? তারই কথামত তো তোমাকে আমি ডেকে পাঠাই—"

কুমুদ মাথাটা আরও যেন নত করিয়া আরও যেন মৃদু অথচ গাঢ়স্বরে বলিলেন, "শীলা দেবী যা বলে গেছেন সবই সত্য, কিন্তু ললিতার এখন পড়্তেই ইচ্ছা, তাই আমরা এইটাই উচিত বলে মনে করছি—"

"কিন্তু সে যে আমাকে বিয়ের মত দিয়েছিল, বলেছিল বিয়ে হোক্ তাতে আমার আপত্তি নেই—কই সে কোথায়?" বলিয়া কাকিমা চারিদিকে চাহিতেই দেখিলেন ললিতাও অদূরে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। কাকিমা তাহাকে দেখিয়া এইবারে যেন ক্ষোভে দুঃখে ফাটিয়া পড়িলেন, "তোর যদি এই মনে ছিল লতি, তো এমন করে বাড়ী ছাড়িয়ে কল্‌কাতায় টেনেই বা আন্‌লি কেন আমাকে—কুমুদকেই বা আস্‌তে লিখ্‌লি কেন, আর মোহনের কাছে, রাজেনবাবুর কাছে—সবদিকে আমাকে এত অপদস্থই বা কর্‌লি কেন?"

ললিতা ত্রস্তে তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রায় পিঠের উপরই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "আমি তো আপত্তি করিনি কাকিমা, তুমি কুমুদবাবুকে বরং জিজ্ঞাসা করে দেখ। আমি এইগুলো কর্‌তে চাই, আর তোমার এই ইচ্ছা, সবই বলেছি ওঁর কাছে। উনিই সব শুনে আমাকে পড়তেই বল্লেন এবং খুব সাহায্যও কর্‌বেন জানালেন। তুমি মোহনবাবুদের কথা বল্‌তেও তো আমি আপত্তি করিনি। যা তোমার ইচ্ছা আমি তাতে একেবারে অসম্মত তো হইনি।"

বলিতে বলিতে ললিতা সহসা সে স্থান হইতে সরিয়া অপর দিকে চলিয়া গেল। কাকিমা এইবার একেবারে হাল্‌ছাড়া ভাবে কুমুদের দিকে চাহিলেন। কুমুদ তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া নিকটে আসিয়া সান্ত্বনার ভাবে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ওঁকে নিজের ইচ্ছামতই চল্‌তে দেন্ কাকিমা। ৺কাকাবাবুরও তো এই ইচ্ছাই ছিল, শুন্‌লাম।

ওঁর পক্ষে এই পথই ঠিক—অন্য দিকে ওঁকে চালিত করলে ফল ভাল হবে না এ আমি বুঝেই—” বলিতে বলিতে কুমুদ নীরব হইলেন।

কাকিমা অধীরভাবে প্রায় কুমুদের হাতই ধরিয়া বলিলেন, “না বাবা, তুমিও ওর সঙ্গে পাগলামি ক'র না। শীলা যে আমাকে বল্লে তুমি ওকে পেলে সুখী হবে, তবে কেন আবার অন্যমত করছ! আমরা ওর পাগলামি শুনব না—”

ললিতা কোথা হইতে আবার আবির্ভূত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, “ওঁকে সুখী করবার জন্যই যে ওঁকে মুক্তি দিতে চাই কাকিমা! তোমাদের এই ষড়যন্ত্রে পাছে উনিও ভুল করে ফেলেন—যাকে পেলে উনি ঠিক সুখী হবেন জীবনে, তাঁকে চিনিয়ে দিতেই ওঁকে ডেকেছিলাম। শীলার সঙ্গেই ওঁর বিয়ে ঠিক্ হবে। তোমার যদি এতই সাধ, তা হলে মোহনবাবুকে না হয় আবার ডাক। কুমুদবাবুর জীবনটাও তোমার এই খেয়ালে নষ্ট করে দিও না, দোহাই তোমার।” বলিতে বলিতে ললিতা আবার সরিয়া গেল।

কাকিমা প্রস্তর প্রতিমার মত শুধু চাহিয়া রহিলেন এবং কুমুদও ক্ষণেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিলেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, “যখনি আপনারা স্মরণ করবেন তখনি আসব—আমার জন্য আপনি একটুও কুণ্ঠিত হবেন না, আপনার সন্তানের মতই আমাকে জানবেন, এখন আসি।” ধীর পদে কুমুদ চলিয়া গেল। কাকিমা কতক্ষণ সেভাবে ছিলেন জানেন না, যখন একফোঁটা চোখের জল মুছিয়া তিনি অন্যদিকে ফিরিলেন, দেখিলেন ললিতা কতকগুলা পুস্তকের মধ্যে একেবারে নিমগ্ন হইয়া বসিয়াছে।

৫

কাকিমা শীলাকে পত্র লিখিয়াছেন, "সম্মুখে তোমার পূজার অবকাশে আমার কাছে এস, আমাকে একটু বাইরে ঘুরিয়ে আন, আমি বড়ই হাঁপিয়ে উঠেছি। লতির পড়ায় অখণ্ড মনোযোগ আমার জন্য আর খণ্ডিত করতে চাইনে; এক তুমি ছাড়া আমার আর তো গতি দেখ্‌ছি না। আর একজনের কথাও মনে পড়্‌ছে, সে কুমুদ, আমাকে সে বলেছিল 'দরকার পড়লে তাকে স্মরণ করতে,' সে নাকি আমার 'সন্তানতুল্য'। এ কথাটা যদি সুবিধা হয় তাকে স্মরণ করিয়ে দিও, আমার জগতে তো আর কেউ নেই। ওঁর গয়া করবার জন্য আমার বেরুবারও বিশেষ প্রয়োজন জানবে।"

ব্যথিতা শীলা কাকিমার এ অনুরোধ ঠেলিতে পারিল না। তাহার অবসর মিলিতেই তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বাহির হইবার উদ্যোগে নিযুক্ত হইল। ললিতা একটু হাসিয়া বলিল, "কাকিমার এ ব্যবস্থায় আমারও এইটুকু লাভ হল যে তোকে আর একবার দেখ্‌লাম। আমার ভরসা ছেড়ে দিয়ে তিনি ভরসার মত একটা লোককে যে পাকড়িয়েছেন এ দেখে আমিও ভরসা পেলাম।"

শীলা ললিতার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল হাসিটা বড় ম্লান। সাহস পাইয়া উত্তর দিল, "তাঁকে এ নির্ভরসাটুকু না করলেও পারতে। এতই কি মহা ব্যাপারে মন দিয়েছ যে এতটুকু অবসর নেওয়াই চলে না?"

"সে তুই বলতে পারিস্ বটে, কিন্তু আমার যে অভ্যাস ছেড়ে গেছে, কত কষ্টে যে মন বসাচ্ছি। কুমুদবাবু আসবেন না? তিনি আমাকে সাহায্য করবেন বলেছিলেন, এই সময়ে সেটা পেলে আমারও সুবিধা হত—"

"তুই বুঝি কাকিমার কোন খবরই রাখিস্ না। কুমুদবাবুই যে আমাদের গাইড্ হয়ে নিয়ে যাবেন,—নইলে এসব বিষয়ে আমার তোর মত দক্ষতা আর সাহস নেই। পথে ঘাটে বিশেষ লট্‌বহর নিয়ে চল্‌তে আমি একেবারে অচল।"

ললিতা একটু নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্চ তোমরা ?"

"প্রথমে তো গয়া—কিন্তু সে তো দু-চার দিনের মাম্‌লা, পরে যে কোন্ পথ সেইটাই এখনো ঠিক হয় নি—আর সব ঠিক্।"

"বাঃ—এমনি অনির্দ্দিষ্ট যাত্রা নাকি ? শুনে যে লোভ হচ্চে।"

"হচ্চে নাকি ? এমন সৌভাগ্য কি হবে ? চল্ তবে।"

"দাঁড়া, তোরা বেরিয়ে পড়্ আগে, অর্দ্ধেক রাস্তায় গিয়ে দেখ্‌বি আমিও উপস্থিত, তবে তো মজাটা পুরো মাত্রায় জম্‌বে। তোদের দেরী কিসের তবে ? কুমুদবাবু এলেন না যে এখনো ?"

"ঐই সম্বন্ধীয় কাজেই তাঁকে দেরী কর্‌তে হচ্চে, একটা খবর নিয়ে তবে আমাদের নিয়ে বেরুবেন।"

"সিক্রেট্‌টা বুঝি আমার কাছে ভাঙাই হবে না ?"

"কাকিমার সেই রকমই অভিমানটা বটে। তিনি দীক্ষা নেবেন কাকার গয়া কার্য্যের পর; তাঁর এ অভিযানের সেও এক উদ্দেশ্য। আমি এ বিষয়ে আর কি পরামর্শ দেব তাঁকে! অনাবিলাদের গুরুদেবকে মনে পড়ায় অনাবিলারই শরণাপন্ন হয়েছি। তার স্বামী কুমুদবাবুকে তাঁর সন্ধান দিলে তবে কুমুদবাবু এসে আমাদের নিয়ে বেরুবেন। আমারও এই সুযোগে যদি সেই মহাত্মার একবার দর্শন মেলে। যে ভাবে তাঁকে দেখেছিলাম আর তাও সম্পূর্ণ অন্যের ইচ্ছায়, একবার নিজের ইচ্ছায়ও দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি।"

ললিতা যেন স্তম্ভিত ভাবে কিছুক্ষণ শীলার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে

বলিল, "একাজ কেন করছ ভাই শীলা? আবার কেন আমাদের জীবনে সাধু-সন্ন্যাসীর সম্বন্ধ এনে ফেল্‌ছ? তুমি দেখবার ইচ্ছা কর, দেখগে, কিন্তু কাকিমাকে সেখানে নিয়ে যেও না—মিনতি!"

"তিনি যে ভাল লোকের কাছে দীক্ষা নিতে চান্, আমাকেই খুঁজে দিতে বলেন। আমি যে আর কাউকে জানি না ভাই। নিজের অনিচ্ছার মধ্যেও তাঁকে সেই দেখা মনে এমন একটা ভাব এনে ফেলেছে ভাই, যে লোকোত্তর মানবের কথা কেউ বল্‌লেই ওঁকে মনে আসে। তাই কাকিমাকেও তাঁর কথা বলেছি, এখন কি করে এ আর রদ করি? তুমি এতদিন ওঁর আবার দেখা পেয়েও কাকিমাকে সেকথা বল নি, সেজন্য তাঁর তোমার উপরও খুব অভিমান। তোমাকে না জানিয়েই তাই তাঁর এ অভিযান। তাঁর আগ্রহ খুব বেশী,—কি করব এখন ভাই? আমি জানতাম না যে তুই এতে এত অমত করবি?"

"এতটুকুও যদি না বুঝ্‌লি তবে বৃথাই এম-এ পড়েছিস্!"

শীলা তাহাকে একটু আঘাত দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না—উত্তর দিল, "সংস্কৃত পড়েছি ভাই, সাইকলজি নয়।"

ললিতা তাহার ব্যঙ্গ কানেও তুলিল না—নিজ মনে বলিয়া গেল, "কেন আবার এই সব মরীচিকার মায়া মানুষের জীবনে সাধ করে টেনে আনা? হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের এইই এখন পথ বটে, গুরুগিরি আর শিষ্যগিরি! কিন্তু ওসব আমাদের সঙ্গেও কেন, আর আমার কাকিমাকে কেন ওর মধ্যে টানছিস্?"

"আমি বুঝতে পারিনি ভাই লতি, মাপ কর। আচ্ছা আমি এখনো চেষ্টা করব—যদি তোর অনিচ্ছা জানিয়ে কাকিমাকে ফেরাতে পারি। আগে তাঁর কাছে যাব না, কাশী কি অন্য কোথাও গিয়ে দেখি, অন্য কোন ভাল লোকের সন্ধান যদি পাই।"

ললিতা আর কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে অন্যত্র চলিয়া গেল। শীলা মনে মনে বিষম অপ্রতিভ এবং নিজের কাছে যেন অপরাধীও হইয়া পড়িল। সেই মহাত্মা দর্শনের পর হইতে ললিতার এতদিনের ব্যবহারে শীলা ললিতার পূর্ব্বের ব্যবহার একটা সামান্য ঝোঁক্ মাত্রই বলিয়া ক্রমে মনে করিতেছিল, বিবাহ না করিলেও ললিতা আবার পড়ায় মন দিতেই এই বৎসরাধিককালে তাহার সম্বন্ধে শীলার আর কোন আশঙ্কাই ছিল না। এখন দেখিল যতখানি নিরাপদ সে মনে করিয়াছিল ততখানি পরিষ্কার এখনো হয় নাই। ললিতার মনঃক্ষোভ অথবা ঝোঁক্ এখনো সম্পূর্ণ জুড়ায় নাই।

কিন্তু যাত্রার সময় কাকিমা এক গোলমাল করিয়া বসিলেন। ললিতার পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "হ্যাঁরে, ওঁর কাজের সময় তোরও কি উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য ছিল না লতি?"

"আমি তো তা জানি না কাকিমা, তুমি তো আমাকে বল নি।"

মহা অভিমানে তিনি উত্তর দিলেন, "এও কি লোকে বলে দেয়?"

ললিতা অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে বলিল, "আমি যে তাঁর ইচ্ছা মতই কাজে আছি, তাই মনে করে আর কিছু ভাব্‌তে পারিনি কাকিমা!"

শীলা মধ্যস্থতা করিয়া বলিল, "সে আর এমন কি—এ ট্রেনটায় না গিয়ে রাত্রেরটায় যাওয়া যাবে, চল্ তোর যাওয়া চাইই।"

ললিতা আর আপত্তি করিল না—তাহাই ব্যবস্থা হইল।

গয়াক্ষেত্রে গিয়া সেই দুই-চারিদিনের স্থানে তাহাদের দিন কয়েকই কাটিয়া গেল। তীর্থকার্য্য সমাপন অন্তে দর্শনীয় সমস্ত দেখার মধ্যে বুদ্ধগয়াই ললিতার বেশী প্রিয় হইয়া ওঠায় একবারের স্থানে কয়েকবারই তাহারা সে স্থানটি খুঁটিয়া দেখা ও তাহার আলোচনায় কয়েক দিনই মাতিয়া রহিল। বৌদ্ধধর্ম্ম আর তাহার পরিনির্ব্বাণতত্ত্ব এবং সম্প্রতি

বৌদ্ধসংঘের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কুমুদের সঙ্গে ললিতার গবেষণা ক্রমবর্দ্ধনশীল দেখিয়া কাকিমা অতি কষ্টেই তাহাদের কাশীর মুখে ফিরাইতে পারিলেন এবং ললিতা যে গয়া হইতেই ফিরিয়া যাইব বলিয়াছিল সে কথা যে সে ভুলিয়া গিয়াছে ইহা বুঝিয়া কাকিমা ও শীলা পরম পরিতুষ্টই হইলেন। পথে ললিতা দুই-একবার বলিল, "তোমরা অন্য তীর্থে চলেছ, কিন্তু আমার মন ঐ নৈরঞ্জনার বালির চড়াতেই পড়ে রইল।"

শীলা হাসিয়া উত্তর দিল, "তা থাক্, সুবিধা মত কুড়িয়ে নেওয়া যাবে।"

"ঠাট্টা নয়, দেখিস্ এম্-এ দিয়ে আমি সিংহল যাব। এ সব দেশে তো বৌদ্ধসংঘ বলে তেমন কিছু নেই, সারনাথেও তা পাব না। সিংহলই যেতে হবে।"

বহুবার দৃষ্ট কাশীতে আর নামিতে কাকিমা সম্মত হইলেন না, একেবারে প্রয়াগক্ষেত্রেই তাহাদের দুই-চারিদিন বিশ্রামের এবং তীর্থকৃত্য সমাপন জন্য যাত্রা স্থগিদ হইল। শীলা মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া ললিতার বিষয়ে এক একবার ভাবিতেছিল, সে তো কই আর ফিরিবার নামও মুখে আনিতেছে না, বা তাহার অনভিমতের পূর্ব্বকথিত বিষয়গুলির আর কোন আলোচনাই করিতেছে না। মনোবিজ্ঞানের আর এক গূঢ় অধ্যায় শীলার চক্ষের সম্মুখে যেন সজীব হইয়া উঠায় সে ইহার ফলাফলের বিষয়ে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু ফেরার আর উপায় নাই। কিছুই না জানায় কাকিমাই কেবল আনন্দিত, আর কুমুদ তার নিজের স্বভাবগত সুদৃঢ় বর্ম্মের মধ্যে নির্ব্বিকার সঙ্গী মাত্র।

তারপরে শীলার জীবনের প্রথম আগমনক্ষেত্র মথুরানগর। এটি বরং তাহার ভাল লাগিল—কিন্তু বৃন্দাবন দেখিয়া সে বড়ই হতাশ হইয়া পড়িল। ললিতার মুখে পূর্ব্বে বনযাত্রার যাহা বর্ণনা শুনিয়াছিল

তাহারই অভিযানে যদি কিছু বৈচিত্র্য পাওয়া যায় শীলা মনে মনে এই আশা করিতেছে, কিন্তু কুমুদবাবু যেদিন ব্রজবাসীদিগের নির্দ্দেশে কেশীঘাটের এক ভগ্নমন্দিরসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র ভগ্নপ্রায় গৃহে সেই সাধু মহাত্মার সন্ধানে তাঁহাদের লইয়া প্রবেশ করিলেন তখন শীলার মনে এখানের ভ্রমণ স্থান সম্বন্ধেও বৈচিত্র্যের আর কোন আশাই রহিল না। বিচিত্রতার মধ্যে কেবল ললিতা তখনও তাহাদের সঙ্গী ভাবেই চলিতেছে। আর আশার মধ্যে কেবল সেই মহাত্মার দর্শনের সম্ভাবনা আছে।

সঙ্কীর্ণ গলির পথে চলিতে চলিতে তাহাদের কর্ণে মৃদু মৃদু খঞ্জনির শব্দের সঙ্গে একটি সঙ্গীতের একটু অংশ প্রবেশ লাভ করিল—

"সখি তোরা যা ফিরে, মুই রইনু যমুনা তীরে
যার রাধা পাইল তাহারে।
কভু লইয়া রাধার নাম তিলাঞ্জলি ক'রো দান
সুশীতল যমুনার তীরে।"

বোধ হয় কোন বৈষ্ণব কোথা হইতে নিজ মনে গাহিতেছিল। শীলা সঙ্গীদের পানে চাহিয়া বলিল, "এই সব বৈষ্ণব মহাজনদের পদেই কেবল বৃন্দাবন জীবন্ত হয়ে আছে, আর কোথাও কিচ্ছু নেই।"

"আর আছে কবি আর ভাবুক সাধকের অন্তরে।"—কুমুদ গম্ভীর মুখে উত্তর দিল। ললিতা একেবারে নির্ব্বাক পুত্তলীর মতই কেবল তাহাদের সঙ্গে চলিতেছিল মাত্র।

বহু পুরাতন নির্জ্জন ভগ্নপ্রায় গৃহ। বাহিরে একজন ব্রজবাসী মাত্র বসিয়াছিল,—তাহাকে কুমুদ সাধুর বিষয়ে প্রশ্ন করিতেই সে সসম্ভ্রমে হিন্দি-বাংলার খিচুড়িতে জানাইল, "যান্—বাবাজী ডেরাতেই আছেন, মায়ি লোগ্ ভি দর্শন কর্‌ছেন।"

স্ত্রীলোকগণ আছেন জানিয়া কুমুদ সপ্রশ্ন ভাবে শীলার পানে চাহিলেন,—অর্থ অগ্রসর হওয়া যাইবে কি-না, কিন্তু ললিতাকেই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর দেখিয়া শীলার আর মতামতের প্রয়োজন হইল না, সকলেই আগাইয়া চলিলেন।

শীলা দেখিল সম্মুখের এক বারান্দায় সেই পূর্ব্বদৃষ্ট দিব্যমূর্ত্তি একটি স্তম্ভের পার্শে এমন ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন যাহাতে তাঁহার পশ্চাৎ ভাগই সেই গৃহাঙ্গনে প্রবেশকারীদের চক্ষে পড়ে। তাঁহার পদতলে এক রমণীমূর্ত্তি যেন লুটাইয়া পড়িয়া আছে। সাধুর দক্ষিণ হস্ত উত্থিত—শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, "চিত্রা ওঠ, তোমার দৃষ্টিই তোমাকে এতদিন পরেও চিনিয়ে দিলে। তুমি তপস্বিনী—এ বিহ্বলতা তোমার সাজে কি ?—বহুদিন পরে তোমাদের সংবাদ পাবার সুযোগ পাচ্ছি, পরম পূজ্যপাদ তোমার পিতামাতা, আনন্দ ভাই, সকলে কেমন আছেন—কোথায় আছেন ? স্থির হও, ওঠ ! আবাল্য শুদ্ধচরিত্রা ব্রহ্মচারিণী তুমি,—সংযম হারিও না।"

বিহ্বলা রমণী ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহের ভিত্তি গাত্রে ঠেস্ দিয়া যেন নিজেকে সম্বরণ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখনও কম্পিত হইতেছে। তাহার একটি সঙ্গিনীও অবাক্ নেত্রে তাহাকে দেখিতেছিল,—এইবার সেও তাহার নিকটস্থ হইয়া গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, "চিত্রা দিদি, চিত্রা—"

অঙ্গনস্থ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দর্শনার্থীদলের "ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাবকে মুহূর্ত্তে সচকিত করিয়া ললিতা ত্বরিত গতিতে বারান্দায় উঠিল এবং রমণীর একেবারে মুখের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আপনাকেই কেদারনাথে দেখেছিলাম—চিত্রা নামটি আমার বেশ মনে আছে। আপনিও আমার সঙ্গে দুটি-একটি কথা কয়েছিলেন, মনে কর্‌তে পারেন

কি ?" রমণী বস্ত্র দ্বারা নিজের মুখ আবরিত করিয়া উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছিল, ললিতার কথায় বিস্মিত ভাবে সেও মুখের আবরণ সরাইয়া চাহিল। ললিতা তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ—আমিও আপনার চোখ্ দেখেই চিন্‌ছি—সেই আপনি।"

ততক্ষণে সাধু অঙ্গনের দিকে ফিরিয়া আগত ব্যক্তিবর্গের ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সাদরে সকলকে আহ্বান করিতেছিলেন, "আসুন, আসুন, আপনারা এমনভাবে কেন দাঁড়িয়ে আছেন ? এ যে সর্ব্বসাধারণের সকল সময়ের জন্য অবাবিত্ত স্থান ! এই দিকে আসুন।" তাহাদের সকলকে ডাকিয়া লইয়া বসিবার আসন নির্দ্দেশ এবং তাহাদের প্রণাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনমস্কারের সহিত সাধু শীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্চে—আপনি কি ইতিপূর্ব্বে--"

শীলা আনন্দিত হাস্যে বলিলেন, "অনাবিলাদের বোটে সেই নদীর উপরে আপনাকে আমরা দর্শন করি।"

সাধু ললিতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আর এটি তো সেই দুর্দ্দান্ত মেয়েটি—সেই ললিতা। আজও বুঝি তুমিই এঁদের ধরে নিয়ে এসেছ আবার ?"

শীলাই উত্তর দিল, "না—এবার আমরাই ওকে সঙ্গে ধরে নিয়ে এসেছি। ইনি ললিতার কাকিমা—আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।"

অভিবাদনের ভাবে মস্তক হেলাইয়া সাধু হাস্যমুখে বলিলেন, "আজ একটি আনন্দ মেলারই সূচনা দেখ্‌ছি।—ইনিও আপনাদের নিকট-আত্মীয় কেউ নিশ্চয় ?" কুমুদবাবুর পানে তিনি চাহিতেই কুমুদ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে না, আমি একজন বন্ধু মাত্র—"

"নামটি জান্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছি।"

"কুমুদকান্ত রায়।"

"কুমুদবাবু, এই 'বন্ধু' শব্দটি আমরা বড্ড সাধারণ ভাবে ব্যবহার করি। এর অর্থ যে কত বড়, আপনারা শিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তি, নিশ্চয় আপনারা জানেন! এটি সাধারণ কথা বা এই বন্ধুসম্বন্ধ সাধারণ সম্বন্ধ নয়।"

কুমুদ কুণ্ঠিতভাবে মাথা নামাইতে শীলা মৃদুস্বরে বলিল, "উনিও আমাদের সেই অসাধারণ সুহৃদ্।"

"পিতা মাতা—ভ্রাতা—আবাল্য হতে যার সঙ্গে মনের বন্ধন আছে তিনিই বন্ধু পদবাচ্য, তার পরে যিনি জগতের একমাত্র বন্ধু, আত্মার সঙ্গেই যাঁর বন্ধন, তিনিও বল্ছেন, 'বন্ধু'র মধ্যে আমি গুরু।"

কুমুদ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "শীলা দেবীর কাছে আপনার কথা শুনে কাকিমা আপনার কাছে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা করেছেন। আমি অনাদিবাবুর কাছে অনেক চেষ্টায় আপনার সন্ধান পেয়ে এঁদের সঙ্গে এসেছি। আমারও আপনাকে দেখ্বার বড়ই ইচ্ছা জন্মেছিল।"

"আমার কাছে দীক্ষা? সে কি? এখানে কত মহত্তর ব্যক্তি আছেন—ইচ্ছা ও চেষ্টা কর্লেই সন্ধান পাবেন। আমাকে ওকথা বল্বেন না—অপরাধগ্রস্ত হব।"

শীলা অস্ফুটস্বরে বলিল, "আপনি তো অনাবিলাদের সকলেরই গুরুদেব—শুনেছি।"

সাধু সহাস্যে বলিলেন, "অনাদিবাবুদের বাড়ীর বালবৃদ্ধযুবা সবাই আমাকে এমনিই ভালবাসেন বটে।"

কাকিমা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "তবে কি আমাকে দয়া কর্বেন না।"

"মা, আমি আপনাদের সন্তানতুল্য। আপনাকে গুরুর যোগ্য ব্যক্তি সন্ধান করিয়ে দেব—আপনি শান্ত হোন্। তার পরে ললিতাদেবী—

উচিত হলেও তোমাকে আপনি বল্‌তে পারি না দেখ্‌ছি, সেই ছোট্ট ললিতাটিকেই আমার মনে পড়ছে!—চিত্রা দেবীর সঙ্গে তোমার কোথাও দেখা হয়েছিল বুঝি ?”

“কেদারনাথে! আপনি বুঝি মনে করেন যে সংযম সহিষ্ণুতা কেবল তপস্বী-তপস্বিনী আর ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণীদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি? জগতের আর বুঝি কেউ তার অধিকারী নয় ?”

যেন একটা অগ্নিগর্ভ গোলকের বিস্ফুরণে সকলে একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। সাধু অবিচলিত সৌম্য-মুখে বলিলেন, “এমন কথা তো আমি বলিনি ললিতা।”

“স্পষ্ট না বল্‌লেও প্রকারান্তরে বলেছেন বৈকি, কিন্তু আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, ব্রহ্মচারী আর তপস্বিনীদের চেয়েও সংযম ও সহিষ্ণুতা শত শত অতি সাধারণ ব্যক্তির মধ্যেও আছে।”

“তারাই তো যথার্থ তপস্বী বা তপস্বিনী, বাইরের বেশে এর সংজ্ঞা নির্ণয় হয় না।”

“আপনারা তাই করেন। কিন্তু কিসে আপনারা সেই সব সাধারণ লোকের চেয়ে বড়? কিছুতেই না। বিশেষ এই আপনারা, বৈ... সন্ন্যাসীরা। আপনারা মনে মনে ভোগ করেন যা—বাইরে তাই মুখে ত্যজ্য বলেন। আপনাদের দর্শন আমি এই এক বৎসর খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। আপনাদের সাধনাতে আর জগতের অন্তর যা চায় তাতে কতটুকু তফাৎ? আপনারা কল্পনায় এক সুন্দরতম বস্তুকে খাড়া করে তার সঙ্গে যে ভাবের আদানপ্রদান অন্তরে চালাতে চান্‌, সাধারণ মানুষেও একটি ব্যক্তির ওপরে তাদের সেই ভাবের আভাষই আরোপ করে তাকে সেইভাবে বাইরেই পেতে চায়, এইটুকুই তো তফাৎ? তাতেই তারা কেন এত হেয় হবে ?”

"ললিতাদেবী, আপনার এ তর্কের উত্তর এতো সহজে পাবেন না যত সহজে এই দর্শন শাস্ত্রটি খুঁটে খুঁটে পড়ে ফেলেছেন। পাঠের চেয়েও অনুধাবন ও অনুভববস্তুটির গুরুত্ব বেশী, তা মনে রেখেছেন তো? যার নাম বিচার।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—আপনাদের চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম'—আর সাধারণ লোক যা করে তা তার 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা'! কিন্তু একথা খাটে না, কখনই খাটে না। বহু স্থানে এই জগতেই আত্ম পর্যান্ত লোপ হয়ে থাকে—এই জাগতিক আকর্ষণের ব্যাপারেই! আপনাদের আদর্শের মতই! আদানের কোন কথাই থাকে না—কেবল প্রদান!"

"কিন্তু অলক্ষ্যে তার মধ্যেও যে আদান বসে থাকে, তা কি আমরা ধরতে পারি ললিতা দেবী? পারি না, তাই ভুল করে তাকে আত্মলোপকারী অতীন্দ্রিয় ভাবের আসনে বসাতে যাই! যাঁর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন সংযোগ কখনো হয়নি, তাতে ভিন্ন অতীন্দ্রিয় ভাবের আরোপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তুরই ওপর চলে না! জাগতিক আকর্ষণের বস্তুর সঙ্গে তুলনা এখানে তাই অচল।"

"কেন অচল হবে? এই মানুষের মধ্যেই তো আপনাদের সাধনার উৎকর্ষের আদর্শের ঐ সব বস্তুগুলি আছে, যে সব ভাব নিয়ে আপনারা সাধনা করেন। সেই তীব্র অভাববোধ, যাতে জগতের আর সব শূন্য হয়ে একেবারে মিলিয়ে যায়,—আর তেমনি তীব্র অনুভব-সুখ, যাতে আর সব সুখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে পড়ে। এ সব তো মানুষেরই অন্তরের সম্পত্তি। আপনারা এইগুলি চেষ্টা করে মনের মধ্যে জাগিয়ে জাগিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে আপনাদের সেই কাল্পনিক অতীন্দ্রিয় বস্তুর উদ্দেশে নিবেদন করেন—মানুষ না হয়

তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টবস্তু বা ব্যক্তির উপরেই তা আরোপ করে—এই তো প্রভেদ।"

"এই প্রভেদেই যে তার কি করে, তাকে ক্রমে কোথায় নিয়ে যায়—তা যদি জানতেন বা বুঝতেন তা হলে এ তর্ক তুলতেন না। কিন্তু আপনার সঙ্গে সে তর্ক চলতে পারে না, কেন না, সে বিষয়ে আপনাদের ধারণা বা বিশ্বাস কিছুই নেই: আমার পক্ষেও স্থান কাল পাত্র সবই অনুপযুক্ত হচ্ছে। আমি এঁদের সঙ্গেও কিছু আলাপ করতে চাই, অতএব আপনার কাছে হার স্বীকার করে, আপনাকে থামতে অনুরোধ করছি।"

"একেবারেই চিরদিনের মত থামব বলেই মাত্র আজ যখন কথা তুলেছি তখন শেষ করেই যাব। আপনার বাধাও মানব না। আপনাদের এ সাধনায় এ ধর্ম্মে শান্তি নেই তৃপ্তি নেই—কেবলই অতৃপ্তির হাহাকারই নাকি আপনাদের সাধনা, যার নাম মহাবিরহ। আপনাদের সাধনা নিয়ে আপনারাই ভোগ করুন, আমি যেতে চাই—শান্তির দেশে, চির-নির্ব্বাণের রাজ্যে! সেই নৈরঞ্জনার তীরে—যেখানে আত্ম অনুভব পর্য্যন্ত হবে নিরঞ্জন, একেবারে রংহীন। প্রণাম আপনাদের,—আর আপনাদের অনুরাগের ধর্ম্মে।"

ললিতা উঠিয়া ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। সাধু উদ্বিগ্ন মুখে স্তম্ভিত জড়ের মত উপবিষ্ট কুমুদ শীলা প্রভৃতির পানে চাহিয়া বলিলেন, "যান্—আপনারা ওঁর সঙ্গে। অন্য দিন আবার দেখা ও কথা হবে,—আজ যান্ শীঘ্র।"

তাহারা সকলে ব্যস্ত হইয়া বহির্গত হইতে হইতে শুনিল—সাধু নিজ মনেই যেন উচ্চারণ করিতেছে, "নিরঞ্জন—নিরঞ্জন!"

৬

দিন কয়েক পরেই কুমুদ আসিয়া সাধুর সেই জীর্ণ আশ্রয়ে দাঁড়াইতে উদাসীন তাঁহার পানে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, "আসুন কুমুদবাবু, কি ব্যাপার ? আপনাকে এরকম দেখাচ্চে—সংবাদ শুভ তো ?"

"না,—আপনাকে একবার যেতে হবে।"—বলিতে বলিতে কুমুদ তাঁহার পায়ের নিকটে বসিয়া পড়িল। সাধু ব্যস্তভাবে তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে—ললিতার সংবাদ কি ?"

"হ্যাঁ—তাঁর বড় অসুখ—আপনাকে একবার যেতেই হবে।" বলিতে বলিতে তাঁহার পায়ে হাত দিয়া কুমুদের মনে পড়িল সাধুকে প্রণাম করা হয় নাই। ব্যস্তভাবে মস্তক নত করিতেই—উদাসীন তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন, "এত উদ্ভ্রান্ত হবেন না কুমুদবাবু, ভাল করে বলুন কি হয়েছে ললিতার—কি অসুখ ও কবে হলো ?"

"সেই দিনই—সেই রাত্রেই—এখান থেকে যাওয়ার পরই। প্রবল ডিলিরিয়াম্—অসংলগ্ন প্রলাপ আর জ্বরে—একেবারে সংজ্ঞাশূন্য ; মথুরা থেকে ডাক্তার সাহেবকে আনানো হয়েছে, তিনিও বল্লেন—মেনিন্‌জাইটিস্, মস্তিষ্ক আক্রমণ করে পীড়া ! আপনি একবার চলুন, কাকিমা ভয়ানক কাতর—তিনি রোগীর বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পারছেন না—নইলে নিজেই আস্‌তেন আপনার কাছে। শীলা দেবীর হাতেই তো সমস্ত শুশ্রূষার ভার, তাঁর আসার উপায়ই নেই। কাকিমার ধারণা, আপনার সঙ্গে সেদিন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে—সেই অপরাধেই—" বলিতে বলিতে কুমুদ থামিয়া গেল।

উদাসীন স্থিরভাবে এতক্ষণ সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন ; এইবারে মনস্তাপব্যঞ্জক হাস্য করিয়া বলিলেন, "তাঁরা স্ত্রীলোক—আশঙ্কাধর্ম্মী-

স্বভাবা.. আপনি আর একথা মুখে আনবেন না। তবে সেদিনের সেই উত্তেজনার সঙ্গে যে এই ব্যারামের সংযোগ আছে তা বোঝাই যাচ্ছে। জানি না ঈশ্বরের কি ইচ্ছা। কিন্তু আমার কি যাওয়ার কোন' সার্থকতা আছে ? যদি তিনি আরও উত্তেজিত হন ? ...অপেক্ষা অপকারই বেশী হবে তাতে।"

"তাঁর বাহ্যজ্ঞানমাত্র নাই। আপনার পদধূলি কাকিমা ভিক্ষা করছেন। আমারও মনে হচ্ছে, আপনি একবার তাকে দেখলেই সে ভাল হবে।"

উদাসীন গভীর দৃষ্টিতে কুমুদের বিবর্ণ মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া দেখিয়া সহানুভূতিপূর্ণ কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "চলুন, দেখি শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা।"

পথ চলিতে চলিতে সাধু প্রশ্ন করিলেন, "রোগীর বাহ্যজ্ঞান ভাল বল্‌ছেন—কিন্তু কথা কইবার মত সামর্থ্য তো আছে ?"

"সেটুকু না থাকলেই বরং ভাল ছিল মনে হচ্ছে, সেদিনের সে উত্তেজনারই পুনরাবৃত্তি চলেছে—আর কিছু না। একটি প্রশ্ন ক্ষমা করবেন, ঐ চিত্রা দেবী যিনি, তিনি কি এখানে আছেন মাঝে মাঝে 'চিত্রা'—'চিত্রা' বলেও খুঁজেছেন!—তাই মনে হয়, ... যদি একবার—"

সাধু কুমুদের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "জানি না, তিনিও সেই দিনই মাত্র সেই সময়ে এসে আপনাদের একটু পরেই চলে গেছেন। কোথায় আছেন, এখানে এখনো আছেন কি-না, কিছুই ... তারাই যায়নি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—এও সেদিনের সেই ... আংশিক বিষয় মাত্র,—তাঁর সঙ্গে রোগীর এমন ... আমাদের।" অতএব এ চেষ্টা নিরর্থক।" তারপরে একটু থামিয়া ... ডুবিয়াছিল— বলিলেন, "কুমুদবাবু, আপনি ওদের যথার্থই বন্ধু বুঝতে পা... "বৃন্দাবন ...,—সত্যি!"